অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা'** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

**অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০**

ISBN 978-93-94394-04-9

9 789394 394049

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

দ্বাদশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

দ্বাদশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—পঁয়ষট্টি টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2022]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-94394-04-9

ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম

"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি

পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দ্বাদশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৮ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার দ্বাদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—শিবচতুর্দ্দশী, ১৩৬৮ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

এই দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক
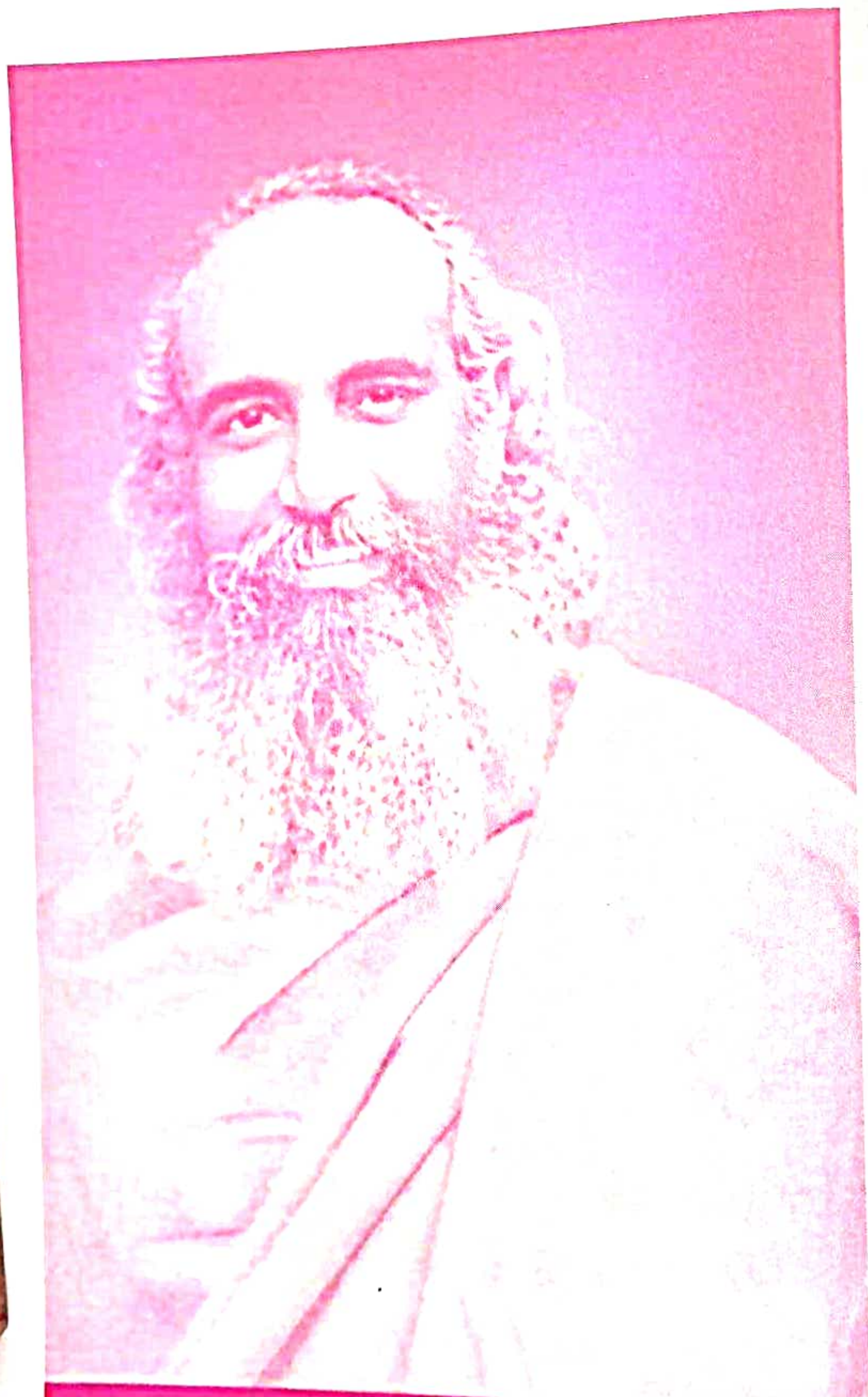
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(দ্বাদশ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২৬শে চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। এই পত্রেই সকলকে নববর্ষের আশিস জানাইতেছি।

নামের মহিমাতে "মহী মাতে", তোমার এই কথা সত্য। নামে নিষ্ঠাবান্ হও।

সঙ্ঘবিশেষের উৎসবে তুমি যে সংস্কৃত বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু একটী খাঁটি, নির্ভেজাল, সত্য কথাকে বাদ দিয়া বক্তৃতা পড়িয়াছ, আর সেই বাদ দেওয়া কথাটুকু সহ বক্তৃতার অনুলিপি আমাকে পাঠাইয়াছ, ইহা ভাল লাগিল না।

বক্তার যেমন কার্য্যকালজ্ঞতা থাকা চাই, তেমন সৎসাহসও থাকা চাই। সমালোচনাকে ভয় করা, নিজেদিগকে আর্ত্ত বা দুর্ব্বল মনে করা, সত্যপ্রচারে কুণ্ঠিত হওয়া, সত্য চাপিয়া রুখিয়া কথা বলা সদ্‌বক্তার পক্ষে উচিত কার্য্য নহে। তোমরা এইভাবে অনেক সঙ্গত সুযোগ হারাইতেছ।

নিশ্চয়ই সমবেত উপাসনা জ্ঞাত অজ্ঞাত সর্ব্ব বিপত্তির ঔষধ। তোমরা ইহা জানিয়াও এমন পরমামৃত হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখ। ইহা কি আহ্লাদিত হইবার মত কথা? তোমরা সমবেত উপাসনায় যোগদানের সুযোগ হইতে নিজেদের দূরে রাখিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ঐ জল-জঙ্গলাবৃত অস্বাস্থ্যকর নূতন উপনিবেশটীর চারিদিকে কতস্থানে কত রকমের জীবিকা লইয়া তোমার পরমার্থ-

ভ্রাতা-ভগিনীরা রহিয়াছে। একটু খুঁজিয়া তাহাদের বাহির করিয়া লও। আমি আমার তরুণ কৈশোর হইতে মানুষের কাণে মুক্তির বাণী ঢালিয়া আসিয়াছি। ঢালিয়া আসিয়াছি, আত্মশ্রদ্ধার অমৃতধারা। ঢালিয়া আসিয়াছি, সর্ব্বজীবহিতে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্পমন্ত্র। ঢালিয়া আসিয়াছি, নিজ দুঃখ ভুলিবার ও পরদুঃখ বিদূরণের প্রেরণা। আজ তাহারা কত দেশের কত অঞ্চল ছড়াইয়া বাস করিতেছে। অনেকেরই বাসস্থান যাযাবরের মত অস্থায়ী, তবু তাহারা কোনও না কোনও শ্রেণীর মানুষেরই সমাজে এবং মানুষেরই পরিবেষ্টনে বাস করিতেছে। কাহারও তিব্বতী স্ত্রী হইয়াছে, কাহারও রিয়াং শ্বশুর হইয়াছে, কাহারও লুসাই শ্যালক হইয়াছে, তবু তাহারা কোনও না কোনও সমাজ ধরিয়া আছে। ইহাদের প্রতিজনকে খুঁজিয়া বাহির কর। ইহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন কর, ইহাদের প্রতিজনের প্রাণে সুগভীর ভগবৎ-প্রেম প্রতিষ্ঠা কর। ইহাদের প্রতিজনকে নিজ নিজ জীবনে অখণ্ড আদর্শকে রূপদান করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জ্জনেরও প্রেরণা দাও। ইহাদের প্রত্যেককে অজ্ঞ মূর্খ নিরক্ষর নরনারীদের মধ্যে জাতি-সমাজ-গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞান ও প্রেম বিতরণ করিতে উন্মাদনা জাগাও। গতানুগতিক জীবন-যাত্রা পরিহার করিয়া ইহারা দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবে মানবতার পুনরুজ্জীবনের কাজে লাগিয়া যাউক। আমি যে কাজ করিয়া যাইতেছি পুপুন্‌কীর এই প্রস্তর-কঙ্কর-ময় বন্ধুর ভূমির নিষ্ঠুর কঠিন অনাতিথেয় বক্ষে, সেই কাজ ইহারা করুক পরিচিত-অপরিচিত সভ্য-

অসভ্য-নির্ব্বিশেষে মানব-তনুধারী বিভিন্ন সমাজের বুকে। নিখিল বিশ্বের মানবপুঞ্জ মিলিয়া নূতন আকাশ, নূতন বাতাস, নূতন দিগন্ত, নূতন নক্ষত্রনিচয় নির্ম্মাণ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার জীবনের কতকাংশের ঘটনা লইয়া "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়া-ছবি নির্ম্মাণ করিয়া তোমরা কোনও ভুল কর নাই। আমার মরদেহ অপ্রকট হইবার পরে সামান্য সত্যের সহিত অসংখ্য অসত্যকে মিশাইয়া বিকৃত এক কাল্পনিক জীবনী রচনা করিয়া লোকের কাছে আমার অপার মহিমা প্রচার করিলে তাহা দ্বারা কুশল অপেক্ষা অকুশলই অধিক হইত। জীবৎকালে যাহা প্রকাশিত হইল, কাহারও সাহস থাকিলে আসিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে যে, ইহার মধ্যে কোথাও মিথ্যা প্রবেশ করিয়াছে কিনা। তবে অনুভূতির কথা প্রকাশ কঠিন, এজন্য দুই এক স্থান সাধারণ-বুদ্ধির লোকের বিচারে দুরূহ ও দুষ্প্রবেশ্য মনে হইতে পারে। আমি আমার জীবনের কাহিনী কখনো

প্রচার করি নাই, বরং ইহাতে বাধা দিয়াছি। তৎসত্ত্বেও যে আমার জীবনের কতকাংশ ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, এই জন্য আমি লজ্জিত নহি। যেখানে লোকপ্রবঞ্চনা বা ব্যক্তিগত লাভের বুদ্ধি নাই, যেখানে অসত্য নাই, সেখানে লজ্জার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু আসল লজ্জা হইতেছে আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মশ্রদ্ধাহীন, আত্মশক্তিতে সমাদরবর্জ্জিত, নিতান্ত গতানুগতিকপন্থী তোমাদের লইয়া। তোমরা অন্ধ, তাই দেখিতে পাইতেছ না যে, কত বড় এক বিরাট প্রতিষ্ঠান জগতের কল্যাণের জন্য আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতেছে এবং ভাবী মানবকে নিজের উপরে নির্ভর করিয়া কত বড় বড় কাজ করিবার প্রেরণা দিবার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হইতে যাইতেছে। তাই তোমাদের স্থানীয় কর্ম্মগুলিতে উদ্যমের অভাব। তাই তোমাদের বাহু প্রসারিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সহর বা নির্দ্দিষ্ট পল্লীর বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। তাই তোমরা সকলের সকল শক্তি একটী মাত্র কেন্দ্রে নিয়োজিত করিবার সাধনায় আগ্রহী হইতেছ না। আমি এমন এক সুদূরপ্রসারিণী পরিকল্পনা নিয়া কাজ করিতেছি, যাহাতে দিকে দিকে অসংখ্য গ্রামে ও সহরে ক্রমে ক্রমে এক একটা করিয়া নূতন পুপুন্‌কীর সৃষ্টি হইতে পারে। ভুলিয়া যাইও না, পুপুন্‌কী বলিতে আত্মশ্রদ্ধা বুঝায়, আত্মশক্তি বুঝায়, অযাচক অভিক্ষুর কর্ম্মসাধনা বুঝায়। তোমরা যে-কোনও একটা কেন্দ্রে সকলের সকল শক্তি প্রয়োগ করিলে সমবেত সেই শক্তির শুভফলে সেই এক কেন্দ্র

হইতে সহস্র কেন্দ্রে বিদ্যুদ্‌বেগে কর্ম্মপ্রবাহ বহিতে পারে। কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য দৃষ্টি চাই পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধি চাই শুদ্ধ এবং প্রাণ চাই উদার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

৩০শে চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রতিজনে সাধন-ভজন করিয়া জীবনের মূল্য বাড়াইয়া লও। যে সাধন করে না, সে কেবল দীক্ষা নিলেই শিষ্য হয় না। গুরু হওয়াও যেমন জীবনের একটা বিরাট অবস্থা, শিষ্য হওয়াও জীবনের একটা তেমন গৌরব।

শিষ্য হওয়ার অর্থ কি ইহাই নহে যে, তুমি একটী মহান্ আদর্শের অনুগত হইয়া চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে? শিষ্য হইবার ইহাই কি অর্থ নহে যে, তুমি তোমার জীবনে সেই আদর্শকে রূপবন্ত করিবার জন্য প্রাণপাতের প্রতিজ্ঞা করিলে? গুরু হওয়া কি শুধু কাণে মন্ত্র ফোঁকা? শিষ্য হওয়ার মানে কি শুধু কাণে মন্ত্র

শোনা? গুরুরও জীবনে কর্ত্তব্য আছে, শিষ্যেরও জীবনে কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্য করিব না, অথচ মস্ত বড় একটা নামের লেবেল ললাটে আঁটিয়া লোকের চক্ষে চমক লাগাইব,—ইহা অধর্ম্ম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে চৈত্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা মনটীকে নামে লাগাইয়া রাখিও। নামের সেবার মধ্য দিয়া মনটীকে সরল ও সরস কর, নামের সেবার মধ্য দিয়া জীবন কর শান্তিময় ও তৃপ্তিময়। সর্ব্বজীবে জাগাও অমিত প্রেম, সর্ব্বজনে বিস্তারিত কর প্রসারিত পুণ্য আর বিগলিত স্নেহ। সর্ব্বভূতে প্রেমবুদ্ধি কর। তোমাদের জীবন নামময়, প্রেমময়, আনন্দময় হউক। নামের সেবার মধ্য দিয়া জীবনের পূর্ণতা আহরণ কর। নামকে জীবনের পরমাশ্রয় কর।

অবিশ্বাসীরা কি বলিতেছে, তাহার দিকে কর্ণপাতও করিও না।

বিশ্বাসীদের বিশ্বাস-মধুর নির্ভর-সবল কথা শুনিও কান পাতিয়া, প্রাণ ভরিয়া।

নিকটেই কতস্থানে হয়ত কত আপনার জন তোমার রহিয়াছে। এত দিন খোঁজ নেও নাই বলিয়াই তাহাদিগকে চিনিতে পার নাই। খুঁজিয়া তাহাদের বাহির কর। প্রত্যেকের মনে উদগ্র সাধনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। প্রত্যেককে মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিবার জন্য নিয়ত প্রেরণা প্রদান করিতে থাক। প্রত্যেককে দাও নবভাব, নবোৎসাহ, নবোদ্যম। নিজেও সাধনে ভজনে একাগ্র হও।

সদাচারী ও সাধনভজনশীল লোকের সঙ্গ করিবে। নিজে সদাচারী হইতে ও সাধন-ভজনে মন ডুবাইতে চেষ্টিত থাকিবে। যখন যাহার সংস্পর্শে আস, তাহাকেই সদাচারী ও ভজনশীল করিতে চেষ্টা পাইবে।

তোমরা কেহই অবগত নহ যে, তোমাদের প্রাণে ভগবান কত প্রেম দিয়াছেন। তোমাদের প্রতিজনের প্রাণ হইতেছে প্রেমের এক একটী অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই প্রেম কখনো দরদ, কখনো দয়া, কখনো স্নেহ, কখনো ভক্তি, কখনো সেবা, কখনো সহানুভূতি রূপে প্রকাশিত হইতেছে। একই প্রেম নানা পুণ্যময় অভিব্যক্তিতে জগন্ময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমাদের ত্যাগ, তোমাদের কর্ম্ম, তোমাদের লোক-কল্যাণ-প্রয়াস—সবই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পূত প্রকাশ।

যতই হইবে সদাচারী এবং যতই হইবে সাধনশীল, ততই প্রেমের প্রকাশ হইবে শুদ্ধতর, সুন্দরতর, কমনীয়তর, রমণীয়তর।

শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে বলিয়া পত্রখানা শেষ হইল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা নববর্ষের আশিস জানিও।

এই কয়টা দিন শরীরের উপর দিয়া কি যে একটা ধকল গেল, বলিবার নহে। পুপুন্‌কীতে ঠাঁয় দাঁড়াইয়া যে দশ বারো ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়াছি আর করাইয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। শরীর এখন খুব দুর্ব্বল। একটু সবল হইলেই পুপুন্‌কী যাইব। নিত্যসুন্দরের তার পাইলাম যে, একশত ষাট বস্তা সিমেণ্ট জোগাড় হইয়াছে। আরও শত তিনেক বস্তা সিমেণ্ট যোগাড়ের জন্য পত্র দিলাম। তারপরেই গিয়া পুপুন্‌কীর কাজে লাগিব। সম্মুখে দারুণ বর্ষা, না গিয়াও উপায় নাই।

ভগবানে পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ভগবানে প্রাণভরা প্রেম-ভালবাসা লইয়া পথ চল বাবা। তিনি তোমার নিত্যকুশল বিধান করিবেন। মন হইতে সকল পূর্ব্বসংস্কার ও দুর্ব্বলতা বিদূরণ করিয়া দিয়া নামের

আশ্রয় লও। নামের মতন মধু নাই। কিন্তু অবিরাম নামের সেবা না করিলে সেই মধুস্বাদ উপলব্ধিতে আসিবে কি করিয়া? নামের মতন আশ্রয় নাই। কিন্তু নামেতে নির্ব্বিশেষে নির্ভর না করিলে তাহার শীতল ছায়া অনুভূতিতে জাগিবে কি করিয়া? তোমরা দিবারাত্র নাম কর আর তোমাদের জীবন নাম-মধুময় হইয়া যাউক।

ভগবানের নামে মন লাগাও। ভগবানকে ভাল না বাসিলে জীবনের কোনও কর্ত্তব্যই প্রেমসহকারে পালন করিতে পারিবে না। কর্ত্তব্যই জীবন, কর্ত্তব্যের অপালনই মৃত্যু। কর্ত্তব্যপরায়ণ বজ্রবৎ দৃঢ় চরিত্র লইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হও। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে পরমেশ্বরের নাম স্মরণে রাখিও। নামকে পরম-সঞ্জীবন অমৃত বলিয়া জানিও। নামের প্রশংসা করিবে, নামের প্রশংসা শুনিবে। নাম-নিন্দক, নাম-দ্বেষী নামে অনুরাগবর্জ্জিত ব্যক্তিদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবে।

নামসেবার ভান করিও না। যতটুকু সম্ভব নাম গোপনে করিবে তাই বলিয়া প্রয়োজন সময়ে প্রকাশ্য স্থানে নাম করিতে কুণ্ঠা, দ্বিধা, শঙ্কা বা লজ্জার কিছু নাই। নামসেবার সুযোগে ঐহিক সুবিধা আদায়ে বিরত হইবে।

ভগবন্নামের নিষ্কিঞ্চন ও নিরভিমান সেবকদের চরিত্রকে সর্ব্বদা চখের সম্মুখে রাখিবে। নামসেবা ও স্পর্দ্ধা কখনও একসঙ্গে চলে না। নামসেবক সর্ব্বদাই অতন্দ্র, বিনীত ও প্রফুল্ল থাকেন।

যশোলোভহীন হইয়া ভগবানের নামের সেবা করিবে। ভগবানের চেয়ে আপনতর তোমার কেহ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের শুভাশিস জানিও। নববর্ষ তোমাদের নব উদ্দীপনা প্রদান করুক, জীবন তোমাদের মধুর হউক, সুন্দর হউক, উজ্জ্বল হউক।

সৎকার্য্য যে করে, কেবল সেই কৃতী নহে। সৎকার্য্যে যে প্রেরণা প্রদান করে, সেও কৃতী। তোমরা প্রতিজনে একাধারে সৎকর্ম্মী এবং সৎপ্রেরণাদাতা হও, তোমাদের প্রতিজনের জীবনে উল্লিখিত উভয়বিধ কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট হউক।

ত্যাগ নিয়ত তাহার পুরস্কারকে বক্ষে বহন করে। সেই পুরস্কারের নাম আত্মপ্রসাদ। ভোগ নিয়ত তাহার তিরস্কারকে শিরে বহন করে। সেই তিরস্কারের নাম দুঃখ।

আমার কোনও জীবনী-গ্রন্থ নাই। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনই

আমার জীবন। তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি নিঃশ্বাসে আর প্রশ্বাসে আমার জীবনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকুক, ইহাই আমি চাহি। তোমরা মঙ্গলময় ভগবানের নাম ভুলিও না, নাম ভুলিও না।

প্রাণে প্রেম আসিলে কোনও ত্যাগই মানুষের অসাধ্য নহে। প্রেমের দায়ে মানুষ প্রাণও দিতে পারে। তোমরা প্রেমিক হও।

কিন্তু প্রেমের মূলসূত্রটী ভগবানের নামের মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। তাই বারংবার বলি, নাম ছাড়িও না।

হাজার দেবতা ভুলিয়া গিয়া একটী স্থানে মনোনিবেশ করিয়াছ, আর তোমার প্রতিবেশীরা ইহাকেই তোমার অমঙ্গলের হেতু বা তোমার নাস্তিকতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। কিন্তু ইহারা ত' অজ্ঞান। অজ্ঞানের দেওয়া জ্ঞান তোমার কোনও কাজে আসিবে না। গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা আদিম কালের ধর্ম্ম। গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্রষ্টার পূজাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। মনকে বাজে লোকের অর্থহীন কথায় বিব্রত বা দুর্ব্বল হইতে দিও না।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতিটি প্রয়োজনের সময়েই পরমেশ্বরের নাম স্মরণ রাখিবে। সকাম ভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে একদিন নিষ্কাম ভাবের ডাক আসিয়া যায়। নিষ্কাম ডাকই যথার্থ ডাক, কারণ ইহা দ্বারা সহজে ভগবানের সান্নিধ্য হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

জঠরস্থ সন্তানকে জানিবে ভগবানের নবতনু বলিয়া। তাহার আগমনকে শ্রীভগবানের নরদেহে পুনরবতরণের ভূমিকা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। জঠর-মধ্যে নিয়ত ভগবানের পূজার আরতি-বাতি জ্বালাইয়া রাখিবে। কেবল রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যেই ভগবানের নরলীলার শেষ হইয়া যায় নাই, তিনি আরও নূতন নূতন দেহ লইয়া আবির্ভূত হইবার জন্য ব্যাকুল।

সন্তান-সম্ভাবনাকে ঈশ্বরসেবার ব্যাপকতর সুযোগ বলিয়া কি মনে করিতে পার না? তোমার নিজের চেষ্টায় যতটুকু ঈশ্বর-সেবন সম্ভব, তোমার বংশাবলীর ধারাবাহিক চেষ্টায় তাহা অপেক্ষা গভীরতর ও ব্যাপকতর ভগবদারাধনা অধিকতর সম্ভব। ভক্ত কিম্বা ভগবান, কাহারও আবির্ভাবেরই নির্দ্দিষ্ট বার বা মাস নাই। চৈত্রমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ অথচ শ্রীরামচন্দ্র জন্মিলেন। ভাদ্র মাসেও বিবাহ প্রশস্ত বিবেচিত হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই মাসটাতেই ভূমিষ্ঠ হইলেন। পৌষ মাসও বিবাহের পক্ষে অযুক্ত, অথচ যীশুখ্রীষ্ট, গুরুগোবিন্দ আদি এই মাসেই জন্মিয়াছিলেন। তোমার পুত্র জ্যৈষ্ঠ মাসে ভূমিষ্ঠ

হইলে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। কত অজানিত মহাপুরুষের জন্ম এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইয়াছে তাহার ঠিকানা কে রাখে? প্রত্যেকটী বারই ভগবানের বার, প্রত্যেকটী মাসই ভগবানের মাস। প্রতিটি দিন ও প্রতিটি মাসই পবিত্র। নিয়ত ভগবন্নাম স্মরণ করিয়া যাইতে থাক, সকল কর্ম্মফল খণ্ডাইয়া যাইবে এবং অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ের অমাকাশে শুভশুভ্র পূর্ণচন্দ্রমার উদয় হইবে।

সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নামে মন লাগাইয়া রাখিবে। ভগবানকেই জীবনের পরমপ্রিয়তম বলিয়া জানিবে। নাম করিতে করিতেই নামে রুচি আসিবে। কেবল হা-হুতাশ করিলে নামে রুচি আসে না। নামের সেবার মধ্যে নামে রুচি, জীবে দয়া এবং ভগবানে ভক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে। নামের সেবা করিতে করিতে সেই লুক্কায়িত মহাসম্পদ বাহির কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের মঙ্গলময় নামে মনকে লাগাইয়া রাখ। জীবনের প্রতিটি পদবিক্ষেপে নিজেদিগকে ভগবৎ-সেবার কিঙ্কর বলিয়া জ্ঞান করিয়া চলিবে। বাহিরে কথা কহিবে কম, অন্তরে সাধন চালাইবে দুর্দ্দমনীয় গতিতে,—ইহাই তোমাদের জীবনের বিশেষত্ব হউক। দুঃখ কিম্বা দরিদ্রতাকে বাধা বলিয়া মনে না করিয়া ভগবানের প্রতি নিরন্তর অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবার সহায়ক বলিয়া জ্ঞান করিও। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নিখিল ভুবনের কুশল প্রার্থনা করিও। তোমরা কেহই একমাত্র তোমাদের নিজেদের জন্য নও, তোমরা বিশ্বের প্রতি জীব, প্রতি জন্তু, প্রতিটি অণুপরমাণুর জন্য,—একথা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বাক্যাড়ম্বরের দ্বারা ভক্তির অভাব পূরণ করা যায় না। ভক্তি প্রাণের জিনিষ, ইহা প্রাণভরা ভালবাসা হইতে জন্মে। জোর করিয়া

ভক্তিলাভ করা যায় না। ভক্তির ভানকে ভক্তি বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। ভক্তি আসিলে ত্যাগ আসিতে ক্ষণকালও দেরী হয় না। যে ভক্ত, তারই জীবন সার্থক, অভক্তেরা জীবিত ভ্রমে মৃত শরীর বহন করিয়া চলিতেছে।

ব্যক্তিগত উপাসনা সুর ধরিয়া করিতে হয় না। সমবেত উপাসনাই সুর ধরিয়া করিতে হয়। যাহাদের মণ্ডলী নাই বলিয়া সমবেত উপাসনার অসুবিধা, তাহারা সপ্তাহে একদিন করিয়া পরিজনবর্গকে লইয়াই সুর করিয়া সমবেত উপাসনা করিবে।

এখন পর্য্যন্ত সমবেত উপাসনার দ্বারা উপনয়ন-সংস্কারের প্রচলন হয় নাই। প্রচলন না হইবার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, এই ব্রাহ্ম্য দীক্ষায় দীক্ষিত অখণ্ডগণ সর্ব্বজনীনভাবে মানুষরূপে উন্নততর শ্রেণীর হইতেছে না। তথাকথিত নীচ বংশে জন্মিয়াও উচ্চতম দীক্ষায় দীক্ষিত হইতেছে, তাহার পরে ইহারা আর নিজেদের জীবন-যাত্রা এবং চরিত্রের উন্নতি সাধনে যতমান হইতেছে না। ফলে, শূদ্রেরা শূদ্রই থাকিয়া যাইতেছে বরং অহঙ্কার বৃদ্ধি হওয়ায় কেহ কেহ মহাশূদ্রে বা অতিশূদ্রে পরিণত হইতেছে। এজন্যই এখন পর্য্যন্ত সমবেত উপাসনার দ্বারা উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। এই প্রবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু ইহার বাধা তোমরা, তোমাদের অবনত দশা, তোমাদের উন্নতি-স্পৃহার অভাব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, নববর্ষের প্রাণভরা আশিস জানিও।

তোমরা তোমাদের অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে নিজ নিজ পারিবারিক বা প্রাতিবেশিক সংস্কার বশতঃ যে দেবতার নিকটে যে-কোনও কারণে যে মানসিকই করিয়া থাক, দীক্ষা গ্রহণের পরে তাহা পরিশোধের শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক রীতি হইতেছে একমাত্র সমবেত উপাসনা। তোমরা সমবেত উপাসনার শক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমরা দীক্ষাপ্রাপ্ত নামের প্রতি পরিপূর্ণরূপে আস্থাশীল হও। দীক্ষা একটা নবজন্ম,—ছেলেখেলা নহে। দীক্ষা একটা রূপান্তর, প্রথামাত্র নহে। দীক্ষা একটা জীবনাদর্শের অত্যদ্ভুত পথপরিবর্ত্তন,—লোকাচার মাত্র নহে। তোমরা তোমাদের দীক্ষার উপরে অধিকতর আস্থাশীল হও। পুত্রের যাবতীয় মানসিক একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই শোধ কর,—ইহাতেই তোমার নববিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূর তথা তোমাদের সমগ্র পরিবারের পরমকুশল হইবে।

তুমি যাহাতে প্রতি মাসেই কিছু কিছু করিয়া অর্থ মঙ্গলবাঁধের মেরামত-কার্য্যের জন্য দিতে পার, তাহার জন্য ভগবানের নিকটে অকপট প্রার্থনা করিয়াছ। এমন সাত্ত্বিকী প্রার্থনা ভগবান সাদরে পূরণ

করেন। ভগবানের নিকটে স্বার্থের প্রার্থনা অনেকেই করে, তুমিও জীবন ভরিয়া করিয়াছ। কিন্তু সৎকার্য্যে ত্যাগ-স্বীকারের সামর্থ্য সুযোগ সুরুচি বাড়ুক, এমন প্রার্থনা কম লোকেই করে। তুমি সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের অন্যতম, ইহা আনন্দের কথা।

সংসারের স্বার্থকে বিশ্বের স্বার্থের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিবার অভ্যাস করিলে এবং সংসারের মধ্যে থাকিয়াও মনকে বিশ্বব্যাপী প্রসার দিতে পারিলে সংসারসেবাও বিশ্বসেবার রূপ পায়। মা যশোদা নিজের পুত্রকেই সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্বপতির সেবা তাহারই মধ্য দিয়া হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধা নিজ প্রণয়ীরই আরাধনা করিয়াছেন কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রভুর সেবা হইয়া গিয়াছে। শ্রীহনুমান নিজ প্রভুরই সেবা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া বিশ্বনাথের সেবা সাধিত হইয়াছে। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-প্রচেষ্টা ভূমার সেবায় রূপান্তর লাভ করুক, তাহা হইলে নরজন্মেই দেবতায় জন্মান্তর পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকল অখণ্ড মিলিয়া একটী সত্তায় পরিণত হইয়া যাও। তোমরা যে বহু জন, তাহা ভুলিয়া যাও। মণ্ডলীর মধ্য দিয়া তোমরা একটী ব্যক্তিত্বে রূপান্তর অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ কর। সজীব সানন্দ সাবলীল স্বাভাবিক প্রেম তোমাদের ঐক্যের মূলীভূত হেতু হউক, তোমাদের জীবন-সমুদ্র অবহেলে পাড়ি দিবার সেতু হউক।

কর্ত্তব্যের ডাক আসিলে অনেকেই দায়সারা কাজ করিয়া থাকে। তোমরা তাহা করিও না। কর্ত্তব্যকে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর। দায়সারা গোছের কাজ করার প্রবৃত্তি এক প্রকারের মানসিক ব্যাধি। ইহা অযোগ্যেরই সাথী, দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। তোমরা ব্যাধিহীন, সুযোগ্য ও সবল হও।

শেষ সময়ে "ওঠ ছুঁড়ী, তোর বিয়ে"র মতন তাড়াহুড়া করিয়া কর্ত্তব্য সমাপনের বিলম্বিত চেষ্টা কেবল অযোগ্যতারই পরিচায়ক নহে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও জ্বলন্ত স্বাক্ষর। সুপরিকল্পিত ধারাবাহিক প্রযত্নে আয়োজিত এবং ধীরে ধীরে বিরোধী মনকে বারংবার আদর্শবাদের সংস্পর্শে আনিয়া অনুকূল করিবার চেষ্টাসমন্বিত প্রয়াস চিরকালই সাফল্যে বিমণ্ডিত হইয়া থাকে। তোমাদের বিফলতা

তোমাদের বাক্‌পটুতার অভাব হইতে সৃষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ বলিব, তাহার প্রধানতম কারণ তোমাদের যোগ্য প্রস্তুতির অভাব। একথা একজনেও ভুলিও না। তোমাদের অনেকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়া যায় বলিয়া অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় হিতকথাও বলিতে ইতস্ততঃ করি। কিন্তু ইহাও কম বিপজ্জনক নহে। তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ অসাধারণত্ব ও কর্ম্মী রূপে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের ধারণাগুলি মন হইতে দূর করিয়া দিয়া নিজেদিগকে বিরাট বিশ্বসংসারের কোটি কোটি অদ্ভূতকর্ম্মা ব্যক্তিগণের মধ্যে অবস্থিত ন্যায়বান সাধারণ কর্ম্মী বলিয়া বিবেচনা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে সুদীর্ঘ প্রযত্নে কোনও কার্য্য সমাধা করিতে তোমাদের আত্মাভিমান তোমাদিগকে বাধা দিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমার স্নেহ তোমাদের জন্য অবারিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হও। তাহা হইলে

দেখিবে, জীবনের কোনও সহজ বা কঠিন কর্ম্মে কদাচ অন্তরে দুর্ব্বলতা আসিবে না।

নববর্ষ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তুমি যে ভক্তি-অর্ঘ্য পার্শ্বেল যোগে পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি। তোমার প্রদত্ত খৈয়ের ছাতু সানন্দে সেবা করিয়াছি। নিজেকে অণুর অণু রেণুর রেণু করিয়া দিয়া জীবনারাধ্যের সেবায় বিলাইয়া দিতেছ, এই ছাতু তাহার প্রতীক। তোমার ত্যাগ ও সেবা তোমার আমার বিশ্ববাসী সকলের অন্তরের শুভ্রতা ও শুদ্ধতার বিধান করিয়া অপার অশেষ অসীম শান্তির উদ্বোধয়িতা হউক।

তুমি পুপুন্‌কীর মঙ্গলবাঁধ নির্ম্মাণের কাজ পুনরারম্ভের জন্য নবদ্বীপধামের বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিয়াছিলে। তুমি ধন্য। ডিব্রুগড়ের শ্রীমান্ অ—কন্যার বিবাহের জন্য কয়েক হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। কন্যা-বিবাহ আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও সে সেই টাকা পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছে। তোমাকে যেমন নবদ্বীপের বাড়ী বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারি নাই, তাহাকেও তেমন পারিলাম না। তোমরা যেন তোমাদের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিয়া হইলেও তোমাদের বাবামণির আরব্ধ মঙ্গলবাঁধটীকে সম্পূর্ণতার পথে ঠেলিয়া নিয়া যাইবেই বলিয়া জিদ করিয়াছ। এই জিদ্ সাত্ত্বিক, ইহা প্রশংসনীয় কিন্তু এমন অর্থ আমার পক্ষে গ্রহণীয় নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তোমরা অমর হইয়া থাক।

সকলে অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া তোমরা মনে দুঃখ করিতেছ। কিন্তু বাবা, আগে প্রয়োজন সকলের মনে প্রেম-ভক্তির সঞ্চার। বর্গী

দস্যুর মত গিয়া তোমরা জোর করিয়া চৌথ আদায় করিলে ত' ইহাদের পুণ্য বা শান্তি কিছুই হইবে না। তোমরা সকলকে কৃপণই থাকিতে দাও, কিন্তু আগে ইহাদিগকে ভক্তির অধিকারী কর। ভক্তিধনে ধনী হইলে কলিকাতার রামকান্তের মত নিজে ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া থাকিয়াও সর্ব্বস্ব সৎকাজে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার মনোবল আসিবে। তোমরা নামের বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত কর, সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সদনুশীলনে ধরণী স্নিগ্ধ, সরস, সুন্দর কর। আমি অর্থাভাবে কাজ সুরু করিতে পারিতেছি না বলিয়া তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না।

তবে, তোমাদের আগ্রহ অপূর্ণ থাকিতেও পারে না। গতকল্য হ'তে মঙ্গলবাঁধের কংক্রিটের কাজ পুনঃ সুরু হইয়াছে। শরীরে যে কয়দিন এই দুঃসহ গ্রীষ্মক্লেশ সহ্য করা সম্ভব হয়, সেই কয়দিন কাজ চালাইয়া যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার রেজিষ্টার্ড পত্র পাইলাম। স্বল্পকাল পুপুন্‌কী আশ্রমে থাকিয়াই সকলের মায়া-মমতা আদর-যত্নের তারিফ করিতেছ। সরল

অনাড়ম্বর ব্যবহার যে তোমার নিকটে অসীম সমাদরের মূল্য পাইয়াছে, তাহা কেবল তোমার মনটী ভানহীন, অকপট ও গুণান্বেষী বলিয়া। মন তোমাদের চিরকাল শাদাই থাকুক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

শিক্ষার সহিত জীবিকা ও চরিত্র এই দুই জিনিষেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিক্ষা-সম্পর্কিত আমার যাবতীয় ধ্যান এই দুইটী জিনিষকে জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সমান গতিতে এক লক্ষ্যে চলিতেছে। আমার ভ্রমণ-বহুল ব্যস্ত জীবনের মধ্যে তোমরা দেখিয়াছ ভাষণদানরত এক অসাম্প্রদায়িক সদ্ভাব-প্রচারকের মূর্ত্তি, কিন্তু তোমরা কেহই জানিবার অবকাশ পাও নাই যে, শিক্ষার আমূল সংস্কারের কি প্রয়াস চলিতেছে আমার ধ্যানের জগতে। মঙ্গলবাঁধের সহিত সেই ধ্যান বড়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত।

আমার চিন্তাগুলির সহিত যোগ রাখিবার চেষ্টা তোমাদের প্রতিজনেরই কর্ত্তব্য। নতুবা আমার জয়ধ্বনি উচ্চারণের কোনও সার্থকতা যে থাকে না বাবা!

গতকল্য প্রাতে ছয়টায় মঙ্গলবাঁধের কংক্রিটের কাজ সাময়িক সামর্থ্য অনুযায়ী পুনরায় সুরু হইল। শরীর আমার এখনো সবল নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্র চাকুরী কর বলিয়া নিজেকে মহৎ কাজের অনুপযুক্ত মনে করিও না। দুই একজন ছাড়া জগতের প্রায় সকল মহৎ-কর্ম্মকারী ব্যক্তিরাই অতি সাধারণ নগণ্য জীবিকায় দিনযাপন করিয়াছেন।

মানুষের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেওয়ার অপেক্ষা বড় কাজ নাই। তোমার ছোট্ট চাকুরীটী করিতে করিতে তুমি প্রত্যহই তাহা করিতে পার। অগণিত মানব আছে, যাহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে তোমার অপেক্ষা ন্যূন, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে অসম্মান বোধ না করিলে তুমি স্বল্প সময়েই এক মহৎ আন্দোলনের জন্মদাতা হইতে পার। আমি যখন কিশোর ছিলাম, তখন হইতেই জানিতাম যে, মানব-সেবাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ। কিশোর বলিয়া আমি বৃদ্ধ-প্রৌঢ়দের ভয় করি নাই। আমা অপেক্ষা তরুণতর শত শত কিশোরের মধ্যে আমি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি। ভয়ও পাই নাই, একটী দিনের জন্য আত্মঅবিশ্বাসে পীড়িতও হই নাই। বাল্যজীবনেই আমি লোকের নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করিতে বিরত হইয়াছি আর ছুটিয়া গিয়াছি, আমার চেয়ে যাহারা ছোট, তাহাদের সাহায্য করিতে। বড়দের করিয়াছি সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ, বড়দের উপদেশের জন্য

নিজেকে লালায়িত অনুভব করি নাই, উপদেশের জন্য তাকাইয়াছি নিজের অন্তর-পানে।

তোমরা প্রতিজনে আত্মঅবিশ্বাস পরিহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ক্ষুদ্রকে আমি তুচ্ছ বলিয়া মনে করি না। তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্য অনুযায়ী নিয়তই আদর্শের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছ, এই আদর্শনিষ্ঠাকেই আমি বেশী দামী বলিয়া মনে করিতেছি। তোমরা তোমাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্বের মহিমা সম্পর্কে আত্মশ্রদ্ধার জাগরণ সম্পাদন কর। ইহার ফল নিখিল জগতের পক্ষে শুভদ হইবে।

তোমাদের অঞ্চলে দীর্ঘকাল না যাইতে যাইতে যখন সকলে আমাকে ভুলিয়া যাইবে, তোমাদের ব্যবহার হইতে মনে হইতেছে যে, তখনো তোমরা কয়েকজনে আমার স্মৃতি বুকের মাঝারে আদর করিয়া ধরিয়া রাখিবে। এ জগতে প্রেমই ধন্য।

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

বিশ্ববাসী সকলেরই দাবী তোমাদের উপরে এই যে, কাহারও কথা তোমরা ভুলিয়া থাকিও না, কাহাকেও অনাদরে বিস্মৃত হইও না। যাহাদিগকে অবজ্ঞায় চিনিতে চাহ নাই, তাহাদের যেন তোমরা সাদরে বুকে ধরিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা নববর্ষের স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার পত্রটুকু পড়িলাম। প্রত্যেকটী অক্ষর বড় সঙ্কোচের সহিত লিখিয়াছ। এত সঙ্কোচের কোনও কারণ ছিল না। আমি গুরু হইয়াছি বলিয়া এমন কিছু হইয়া যাই নাই যে, তোমরা আমাকে ভয় করিবে। তোমাদের দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা—সব কিছু আমি সহজ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। আমার নিকটে সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচ হইও।

আমার ধারণা ছিল না যে, তোমাদের ঐ সুদুর অঞ্চলে তোমার আরও গুরুভাই গুরুভগিনী আছে। যদি থাকিয়া থাকে, খুবই ভাল কথা। আশ্রমকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে তাহাদের কাহাকেও অনুরোধ করিও না। গুরুশিষ্যের মধ্যে টাকাকড়িটা একটা বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হইলে গুরুর গুরুত্ব কমিয়া যায়, শিষ্যের শিষ্যত্ব নাশ হয়। গুরু যদি মনে করেন, "শিষ্যের নিকটে আমার ন্যায্য দাবী রহিয়াছে, কেন তাহারা আমাকে অর্থ দিবে না", তাহা হইলে তিনি নীতিভ্রষ্ট একটী সংসারী বদ্ধ জীবে পরিণত হন। শিষ্য যদি মনে করে, "গুরুকে কত অর্থ দিব, দিতে দিতে ত' সারা হইয়া গেলাম, আগে জানিলে এমন লোককে গুরু করিতাম না, তার চেয়ে আমাদের পেলারাম গোঁসাই অনেক ভাল ছিলেন,"—তাহা হইলে শিষ্য মানুষের পর্য্যায় হইতে নামিয়া একটী ছুঁচো ইন্দুরে পরিণত হইয়া গেল। তুমি তোমার গুরুভাই-বোনদের কাছে গুরুদেবের আশ্রমের জন্য টাকার তাগাদা নিয়া যাইও না বাবা। পৃথিবীর কোনও বড় কাজই কেবল টাকার জোরে হয় নাই, আরও একটী জিনিষের প্রয়োজন আছে। তাহার নাম প্রেম।

প্রতিটি ভাইবোনেদে কাছে যাও। জিজ্ঞাসা কর, হুজুগে দীক্ষা নিয়াছিল কিনা। জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যহ নিয়ম-মত উপাসনায় বসিবার চেষ্টা করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগদান করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, কেবল ভোজন আর ইন্দ্রিয়সেবা ব্যতীত অন্য কোনও মহত্তর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সমগ্র দিনে বা রাত্রে

কোনও শ্রম করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, চারিদিকে যে কোটি কোটি দীনদরিদ্র অশেষ ক্লেশে দিন-যাপন করিতেছে, তাহাদের জন্য কেহ একবারও একটু চিন্তা করে কিনা। তোমার গুরুভাই ও গুরুবোনদের চিত্তে তাহাদের জীবনের তথা জীবন-যাপন-প্রণালীর সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৩শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নূতন পরিস্থিতিতে পড়িয়া পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাইও না। মঙ্গলময় ভগবান তোমার সর্ব্বশক্তিকে পরিস্থিতি-বিজয়ের জন্য উদ্যত করুন। নূতন স্থানে আসিয়াও নিজের শাশ্বত কর্ত্তব্য ভুলিও না। পূর্ব্বস্থানে যেমন করিয়া নিজের জীবনকে বিশ্ববাসীর ভাবী অভ্যুদয়-প্রয়াসের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এখানেও তাহাই করিবে। নূতন দেশ, নূতন সমাজ, নূতন প্রতিবেশ বলিয়া ঘাবড়াইয়া যাইবার কিছু নাই। কখনো ভুলিও না, বাহ্যতঃ তুমি একটি সামান্য মানুষ হইলেও দীক্ষা-সূত্রে একটী অসামান্য মানুষ পূর্ণ জাগরণের জন্য তোমার ভিতরে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যিনি

অসাধারণেও সাধারণ, সাধারণেও অসাধারণ, যিনি অসামান্যেও সামান্য, সামান্যেও অসামান্য।

প্রয়োজনের সহিত তাল ফেলিয়া চলিবার যোগ্যতা প্রত্যেকেরই থাকা প্রয়োজন, —অবশ্য নিজের মহৎ লক্ষ্য ও গরীয়ান আদর্শ বিসর্জ্জন না দিয়া। নূতন দেশে নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু নিজের জীবনাদর্শের ইঙ্গিতকে না ভুলিয়া।

তোমার জীবনাদর্শ শুদ্ধচেতা মানবের অকপট জীবহিতৈষণা। তোমার জীবনাদর্শ সংযত পুরুষের স্বার্থগন্ধহীন জীবসেবা। তোমার জীবনাদর্শ জীবমাত্রের প্রতিই কলুষবর্জ্জিত অনাবিল প্রেম। ইহা হইতে কখনও স্খলিত হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

ওঙ্কার মহামন্ত্র কেবল ব্রাহ্মণনামধারীদের ঔরসে জাত পুরুষদের জন্যই একচেটিয়া থাকিবে, যাঁহারা এই সকল ব্রাহ্মণপদবীভূষিত

ভাগ্যবানদের নিজ নিজ গর্ভে ধারণ করিলেন, সেই সুধন্যা জননীরাও ওঙ্কার মন্ত্রের অধিকার পাইবেন না,—এই সকল কথা দুই চারি বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সহস্র করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হইতে পারিত। আজ যুগ পালটাইয়াছে, যে-ই সাধন করিতে চাহে, তাহাকেই ইহার অধিকার দিতে হইবে। সাধন করিব না অথচ নামমাত্র ওঙ্কার-দীক্ষিত হইয়া নিজের অহমিকা চরিতার্থ করিব, ইহা নহে,—পরন্তু সাধন করিব ও সাধনায় সিদ্ধ হইব, এই সঙ্কল্প নিয়া ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া উচিত।

আমি অকাতরে সর্ব্ববর্ণে ওঙ্কার-দীক্ষা দেই বলিয়া, আমি স্ত্রীলোকদিগকে শরীর দিয়া নহে, আত্মা দিয়া বিচার করি বলিয়া, যে সকল ধর্ম্মান্ধ প্রচারক বিরুদ্ধতা করিয়া অপভাষণ গাহিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে জগদ্বাসী দুই চারি দিনই স্মরণ রাখিবে। প্রভাতের অরুণালোকে পচাজলের প্রথম জাতক যে পোকা-মাকড় কয়েক ঘণ্টা খুব দৌড়-ঝাঁপ করিয়া মধ্যাহ্ন হইবার আগেই সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া বিগতপ্রাণ হয়, ইহাদের অবস্থা তাহাদের মত। তোমরা এই সকল বিরুদ্ধতা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না কিম্বা ইহাদের সহিত প্রতিযুদ্ধ-পরায়ণ হইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ বা শক্তির অপচয় করিও না। তোমরা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে আমার শাশ্বতী বাণীর সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত কর তাহাদের জন্য, যাহারা চিরকাল বড় মানুষদের কাছে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে।

জগতের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত সর্ব্বসাধারণ
জাগৃতি ও সুষুপ্তির একমাত্র ধ্যানধন্য ধন,
উত্থান-পতন মাঝে ইহারাই আমার আপন,
ইহারাই মোর কাব্য, ইহারাই সুখের স্বপন।
ইহাদের নিয়া মোর কল্পনার অনন্ত গগন,
ইহাদের সুখদুঃখে চিত্ত মোর নিত্য-নিমগন।
কি কাজ বিচার করি', উপবীত-ধারী কে ব্রাহ্মণ
মানুষ মাত্রের মাঝে পরব্রহ্ম করেন রমণ।
মানুষেরে পূজা করি' মানুষ থাকিতে আমি চাই,
পূজা-আহরণে মোর একটী কণাও লিপ্সা নাই।
মানুষেরে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধনে করিয়া মণ্ডিত
শূদ্র-নারী-অপবাদ বিনা যুদ্ধে করিব খণ্ডিত।

এই ব্যাপারে আমার কাহারও সহিত আপোষ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বিরুদ্ধবাদী প্রচারকদের আমি অসম্মানও করিতে চাহি না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শিষ্য বাড়াইবার জন্যই নিজেরাও ওঙ্কার-মন্ত্র সাধন করেন না এবং শিষ্যদেরও ওঙ্কার-মন্ত্র দেন না। কেহ কেহ আশৈশব সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা,—বেদ-বেদান্তের টীকা-ভাষ্য-টিপ্পনী সহ সব-কিছু কণ্ঠস্থ থাকিলেও সত্য ও তত্ত্বকে স্বীকার করিতে সাহস করিতেছেন না। কেহ কেহ একদল লোককে খুশী রাখিবার জন্য নিজ পরিচয় ও চরিত্র দিয়া ওঙ্কারমন্ত্রকে

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

সমর্থন করিতেছেন, আবার নিজ প্রচারণা ও পাণ্ডিত্য দিয়া ওঙ্কার-মন্ত্রের বিরুদ্ধতা করিতেছেন। এইরূপ কত বিচিত্র ব্যাপার চলিতেছে। আমাদিগকে ব্যক্তির প্রতি উদাসীন থাকিয়া এবং ইঁহাদের মতবাদ কাটিবার জন্য বাগ্‌বিস্তার না করিয়া কোটি কোটি মানব-রূপী ব্রহ্মের ভিতরে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিতে হইবে। যাহাদিগকে ইঁহারা "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না" করিয়া কেবল ধিক্কার দিয়াছেন, তাহাদের মৃত শরীরে নূতন প্রাণ নবীন চৈতন্য জাগাইয়া আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের বিরাট সমারোহ সৃষ্টি করিব।

ওঙ্কারমন্ত্র নারী ও অব্রাহ্মণে জপিলে নরক হয়। বেশ কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয় যাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছেন, তিনি জীবনে ওঙ্কার-গায়ত্রী উচ্চারণ করেন নাই। সুতরাং তিনি শূদ্রা। শূদ্রার পেটে জন্মিয়া এত আস্ফালন কেন, এই কথাটা তোমরা ভাবিয়া দেখিও। জন্ম দ্বারা সকলেই শূদ্র হয়, ব্রাহ্মণ মহাশয়ের মাতার যখন প্রণব-গায়ত্রী-সংস্কার হয় নাই বা হইবে না, তখন তিনি ত' ব্রাহ্মণীর পেটে না জন্মিয়া শূদ্রার পেটে জন্মিলেন। তারপরে তিনি আবার প্রণবগায়ত্রীটুকু নিজের জন্য রিজার্ভ রাখিতেছেন কেন? ইহার পশ্চাতে একটা tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক ও একটা complex বা মনোবিকার আছে। তোমরা এসব আস্ফালনে ভুলিও না। ইতি—

আশীর্বর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও। * * * সম্প্রদায় বিস্তারের বুদ্ধি লইয়া আমি কাজে নামি নাই, জনসেবার বুদ্ধিতেই কাজে নামিয়াছি। আমার সেবা সাধারণতঃ অন্য-নিরপেক্ষ বলিয়া তোমরা আমার জীবনের সেবার ইতিহাস অল্পই জান। আমার জীবন অসংখ্য ঘটনায় ভরা। কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি সেই সেবাকার্য্যে করিয়াছি, কে তাহার বিচিত্র ইতিহাস লিখিবে? যদি নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়নের ব্যবস্থা করিয়া যাইবার মত দীর্ঘ পরমায়ু এই দেহটা পায়, তাহা হইলে একদিন স্পষ্ট করিয়া তোমাদের কহিয়া যাইব, কেমন করিয়া জীবনের এক একটা বিশেষ পর্ব্বে আমি চোর, গাঁটকাটা, নরহন্তা, গণিকা, অসতী কুলনারী, লঘুগুরুবিচারবুদ্ধিহীন দুশ্চরিত্র লম্পটগণের মধ্যে জিদ করিয়া জবরদস্তি করিয়া কত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, কত আপদ মাথায় নিয়া, কত ঝুঁকি সহিয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছি। সেদিন ইহাদের সম্পর্কে আমার ভয় ছিল। তাই ভাবনাও ছিল। ভয়কে জয় করিতে পারি নাই কিন্তু সেবাবুদ্ধিতে কাজ করিয়া গিয়াছি। আজ অন্যতর অবস্থায় পৌঁছিয়া সকল ভয়-ভাবনা আমার দূর হইয়াছে, আজ ইহাদের সেবা ব্যক্তিগত ঈশ্বর-

সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই ইহাদের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলিবার প্রয়োজন আমি অনুভব করি নাই।

কিন্তু যাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি, তাহারা হইল সেই বালক-বালিকার দল, ভবিষ্যতে যাহাদের ঔরসে-গর্ভে চোর না জন্মিয়া সাধু জন্মিতে পারে, লম্পট না জন্মিয়া জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জন্মিতে পারে, গণিকা না জন্মিয়া সর্ব্বপতন-নিবারিকা সাধবী সতী জন্মিতে পারে, আজন্ম পরমুখাপেক্ষীরা না জন্মিয়া আত্মবল-প্রবুদ্ধ স্বাবলম্বীরা জন্মিতে পারে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের অনেক সদস্যই কথা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত কথা রাখেন নাই এবং কলিকাতায় কর্ম্মকেন্দ্র করিবার বাকী ভূমিটুকু সংগ্রহের আর আশা নাই, শুনিয়া তোমার মনের অবস্থার কথা

ভাবিয়া আমি মোটেই স্বস্তি পাইতেছি না। যে দুই একজন ন্যায়নিষ্ঠ সদস্য নিজেদের কথা অনুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছেন, তাঁহাদের সৎসাহস ও সত্যানুরাগকে ধন্যবাদ দেই। যে দেশে চোরা-কারবারীরা দাতাকর্ণের অভিনয় করে, যে যুগে দেশদ্রোহী স্বার্থপরেরা সব চেয়ে বেশী স্বদেশানুরাগী বলিয়া পূজা আহরণ করে, সে দেশে ও সেই যুগে কয়েকজন ভদ্রলোক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবেন আশ্বাস দিয়াও কার্য্যকালে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে দুঃখ রাখিও না। এমন দিন আসিবে, যখন ইহাদের অনেকেই তোমাদের নিকটে অনুগ্রহ-ভিক্ষু হইয়া আসিবেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় কি কি করণীয়, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ লইবার ও দিবার জন্য আমি শুক্রবার পাঠানকোট এক্‌সপ্রেসে কলিকাতা আসিতেছি। ইহার আগে রওনা হইতে হইলে মঙ্গলবাঁধের গোড়ার দিকের অতি জরুরী কাজ পণ্ড হইয়া যায়। শনি, রবি, সোম আমি কলিকাতা থাকিব। মঙ্গলবার ডুন এক্‌স্‌প্রেসে বারাণসী রওনা হইব। গ্রীষ্মের দিনে দিনমানের ট্রেণে প্রাণ থাকিবে না।

জনসেবার উদ্দেশ্যে জমির বায়না দিয়াছিলে। সেই বায়না সহজে ফেরৎ নেওয়া হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখিও।

একার চেষ্টায় এই যুগে খুব বিরাট কাজ সম্পাদন হয় না। মহৎ কাজে বহুজনের concerted effort (একতান প্রয়াস) প্রয়োজন হয়। অনেকগুলি মনকে একত্র ও একমুখ করিবার জন্য প্রত্যেকের সম্মুখে একটী সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ আদর্শবাদের প্রতিমা গড়িয়া ধরিতে হইবে।

ক্ষুদ্রেরা ক্ষুদ্র নহে, ক্ষুদ্রেরা বৃহতেরও বৃহৎ, মহতেরও মহৎ। তাহার আভ্যন্তর গুণাবলির বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। অনাদর একজনকেও করিবে না, উন্নততর করিবার চেষ্টা একবার ভালভাবে না করিয়া একটী ব্যক্তিকেও বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিবে না।

এই বাণী আমার প্রত্যেক সন্তানের নিকটে তোমাদের নিরন্তর পৌঁছাইতে হইবে যে, তাহাদের জীবন-কর্ম্মের দ্বারা তাহারা যুগান্তর সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

যেখানে দশজনে মিলিত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে এই সুযোগ পরিত্যাগ করা ভুল। প্রতিটি মিলনের সুযোগকে কীর্ত্তন, উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা সমৃদ্ধ রাখিও। বাজে তর্ক ও বাগ্‌যুদ্ধ

তোমাদের লক্ষ্য না হইয়া যেন পারস্পরিক মৈত্রী এবং জগৎকল্যাণের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্‌ভাবনই তোমাদের লক্ষ্য হয়। অকারণ হুজুগ এবং বৃথা হৈ-চৈ জগতের অনেক সুমহৎ কৃতিত্বকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে।

প্রেমানুশীলন, প্রেম-প্রচার ও প্রেমের প্রসার-সাধন যেন তোমাদের প্রতিটি কর্ম্মের লক্ষ্য, গতি ও ফল হয়।

প্রেমের নাম করিয়া ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামি, পরদ্বেষ এবং লালসাকে নিজের চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না।

খলতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা তোমাদের চরিত্র-মধ্য হইতে অপসারিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শেষ রাত্রে উঠিয়া এই পত্র লিখিতেছি। বড় তাড়া। বেলা ৬টায় বাউড়ীরা ৪০।৫০ জন কাজ করিতে আসিবে। মঙ্গলবাঁধে আমাকে ছুটিতে হইবে। দিনে প্রখর গ্রীষ্ম, রাত্রে উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব। শরীর সহিবে কিনা ভাবিতে হইতেছে।

মঙ্গলবাঁধের কাজের জন্যই আমি কোনও ভ্রমণ-তালিকা করিতে

পারিতেছি না। কিন্তু যখনি করি, তুমি লক্ষ্য রাখিও যেন, তোমার কথিত সহরটীতে আমি সবচেয়ে ছোট জাতির ভক্তটীর বাড়ীতেই বাসস্থান পাই। অমুকে পাল, তমুকে ঘোষ, সুতরাং কুলীন বা অভিজাত,—এই যুক্তিতে ইহাদের পরিবারের লোকেরা একজনও গত কয়টা বৎসরে সমবেত উপাসাতে যোগ দিবার জন্য মণ্ডলদের বাড়ীতে আসে নাই, ইহা সমবেত উপাসনার প্রতি অসম্মান বলিয়া আমি মনে করিতেছি। একজন ভট্টাচার্য্য বা চক্রবর্ত্তী হইলে বরং ভাবিতাম, ছোটদের ছোঁয়াচ বাঁচাইবার চেষ্টা হাজার পুরুষে মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পাল বা ঘোষেরা হঠাৎ এত অভিজাত হইয়া বসিল কেন? আগামী ভ্রমণে আমাকে ঐ মণ্ডলদের বাড়ীতেই তুলিতে হইবে। আমি গরীবের বন্ধু, পতিতের প্রভু। কথাটা তোমরা নিশ্চয়ই জান।

মণিপুর রোড হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়া কয়েক দিন থাকিয়া তোমাকে যে কার্য্য করিয়া আসিবার ভার দিয়াছি, তাহাতে তুমি ভয় পাইবে কেন? বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার তোমার যতই অভাব থাকুক, প্রেম তোমার আছে। তবে কেন কুণ্ঠা, তবে কেন সঙ্কোচ? প্রেমিক প্রেমের বলে সব করিবে। তোমার প্রেম সহস্র প্রেমিককে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রখানা কাল অপরাহ্নে মঙ্গলবাঁধের কাজ করিতে করিতে পাইলাম। তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ যে, আমি কর্ম্মব্যস্ত আছি। কাল প্রাতে ঠিক ছয়টায় কর্ম্মস্থলে গিয়াছি, রাত্রে সাড়ে নয়টায় ঘরে ফিরিয়াছি। কি যে প্রচণ্ড উত্তাপ কাল গিয়াছে, বলিবার নহে। সম্ভবতঃ ১১৪ ডিগ্রির উপরে ছিল।

তুমি এখনো বায়ুরোগে কষ্ট পাইতেছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি কোমর পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত টবে বসিবার ব্যবস্থা কর। ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে তোমার রোগ অধিকাংশতঃ উপশমিত হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি তোমাদের অঞ্চলে একজন শঙ্করপন্থী জ্ঞানমার্গী সাধক আসিয়া ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগকে নানা যুক্তির দ্বারা নিরসন করিয়া লোকের মনে রেখাপাত করিতেছেন বলিয়া লিখিয়াছ। বেশ ত'। যিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করেন, তিনি তাহা প্রচার করুন না! সজ্জনেরা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রচার-কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বসমস্যার সমাধান-চেষ্টা করেন। তুমি আবার তোমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে বিচার করিয়া যাহা গ্রহণীয়,

গ্রহণ করিবে, যাহা বর্জ্জনীয়, বর্জ্জন করিবে। কেহ কিছু প্রবলতার সহিত প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তাহা সত্য হইবেই, এমন নহে। ভক্তিহীন জ্ঞানের অবস্থা লালাহীন রসনার মিশ্রির অবস্থার মতন। গলে না বলিয়া আস্বাদনে আসে না। কর্ম্মহীন জ্ঞানীর অবস্থা অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের তুষারের মতন, তাপ নাই বলিয়া গলে না, ফলে ভাগীরথী-ধারার মত ত্রিভুবনের তৃষা মিটাইতে মিটাইতে দুকূল প্লাবিয়া নানা শস্যসম্ভারে ধরিত্রী ভরিয়া দিতে সে অক্ষম। আমরা জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম, কোনওটারই গোঁড়া নহি,—আমরা এই তিনটীর পূর্ণ সমন্বয়কে সম্ভব বলিয়া জানিয়াছি এবং তাহারই ফলে অন্য সকল সম্প্রদায় হইতে সংঘর্ষ বাঁচাইয়া চলিতে আগ্রহী রহিয়াছি।

অনেককাল আমি পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে পারিতেছি না বলিয়া তোমার সমদীক্ষিতদের অনেকেই আমার প্রত্যক্ষ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। বিভিন্ন মত-প্রচারকদের সঙ্গ করিয়া ইহাদের কাহারও কাহারও মতান্তর ও ভাবান্তর ঘটিতেছে। ইহাতে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচলিত হইয়াছ। এই দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু আমার ইহাতে কোনও উদ্বেগ নাই। আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত যাহারা নিজেদিগকে পরিচিত করে নাই, তাহাদের এইরূপ ছুটাছুটি স্বাভাবিক। আমি উদার স্বাতন্ত্র্য-দাতা গুরু। আমার পায়ের সঙ্গে শিকল দিয়া কাহারও দেহ-মন-চিত্ত-আত্মা বাঁধিয়া রাখিতে চাহি না,। জগতের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাধীন মত ও স্বাধীন পথ নিজ বুদ্ধিতে অনুসরণ করুক। একদল ভেড়ার পাল সৃষ্টিতে আমার আগ্রহ নাই।

বিভিন্ন প্রচারকেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিতে আসিলে তোমাদের কাহারো কাহারো মনে এই ভাবও আসে যে, হায়, হায়, পৃথিবীর সবাই বুঝি ভিন্নমতভুক্ত হইয়া গেল, আমাদের গোষ্ঠীর বুঝি অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা অবৈজ্ঞানিক ও অমূলক। সকল ধর্ম্ম-মতাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম্মের চূড়ান্ত প্রচারের পরেও এমন কতকগুলি লোক থাকিয়া যাইবে, যাহারা সকল মতই তাহাদের পক্ষে অগ্রহণীয় জানিয়া আমাদের পন্থায় পাদচারণা করিবে। দল বুঝি কমিয়া গেল, সম্প্রদায় বুঝি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, এই চিন্তা তোমাদের সাজে না। তোমরা অপক্ষপাত সমদর্শী ডিমোক্রাটিক গুরুর শিষ্য। তোমাদের আবার কাহাকে ভয়?

কোনও কোনও শিষ্যকুলাধীশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছ যে, ইঁহারা মহাপুরুষ কিনা, অবতার কিনা। এই প্রশ্নের কি জবাব দিব বল? এদেশে মহাপুরুষরা নানা ভাবে প্রচারিত হন। প্রচারের কৌশলে আসল মানুষটী চাপা পড়িয়া একটী কল্পিত মানুষের মূর্ত্তি মানুষের মনের মন্দিরের ভেজান দরজা ঠেলিয়া বা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করেন। ফলে কে যে আসলে কি, তাহা চিনিবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না। কাহারো কিছু দৈবশক্তি আছে, এজন্য তিনি অবতার হন। কাহারো কোনও দৈবশক্তি নাই, এজন্যও তিনি অবতার হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শক্তির কয়েকটী প্রকাশকে ঘিরিয়া নানা অলীক কাহিনী প্রচারিত হয়, অবতার হইতে তাঁহার বেশী দিন লাগে না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির দৈবশক্তির অভাবকে বিভূতিতে অবজ্ঞা বা বিভূতি

গোপন করিয়া রাখিবার অপার্থিব সামর্থ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় এবং অন্য ভাবে তিনি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। কেহ নিজেকে অবতার রূপে প্রচারিত বা পুজিত দেখিতে ভালবাসেন, কেহ এই সম্পর্কে বিদ্বেষী বা উদাসীন থাকেন। এই প্রীতি, এই বিদ্বেষ বা এই ঔদাসীন্য, সবই তাঁহার অবতারত্ব-প্রতিষ্ঠার সমর্থক যুক্তি রূপে গৃহীত হয়।

ইহাই হইতেছে এই দেশের সাধারণ ধাত। এমতাবস্থায় বাবা আমাকে কেন প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতেছ যে, অমুকে অবতার কিনা, তমুকে মহাপুরুষ কিনা? যিনি যাহাই হউন, তাঁহার জীবনালেখ্যে সুন্দর, শোভন, নিষ্পাপ যাহা যাহা পাইবে, তাহা অনুসরণ করিয়া নিজেকে উন্নততর কর। তাঁহার জীবন-চরিত্রে যদি অসঙ্গত, বিপর্য্যয়কারক ও ক্ষতিকর কিছু দেখ, তবে তাহার তারিফ করিতে বিরত থাক।

তুমি যেই ছেলেটীর কথা লিখিয়াছ, তাহাকে আমি মাতা, ভগিনী ও পত্নীর সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি এইরূপ উপদেশ কাহাকেও দেই না। গার্হস্থ্যাশ্রম রূপ যে প্রতিষ্ঠানটী ভগবানেরই ইচ্ছায় সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার নিন্দক, বিদ্বেষী বা বিরোধী নহি। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এই আশ্রমটী প্রয়োজন। ছেলেটী যদি চাহে, জীবন-গঠনের প্রয়োজনে কিছুদিন আসিয়া আশ্রমে থাকিয়া যাইতে পারে। এই সংবাদ তাহাকে জানাইও।

ছেলেটী চট্টগ্রাম সহরে বাস করিয়াও সেখানকার অখণ্ডমণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপসনায় যোগদান করে না, ইহা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। যাহার উপাসনায় অরুচি, সে সংসার ছাড়িয়া আসিবে? কি জন্য আসিবে? প্রয়োজনটা কি আশ্রমের স্কন্ধে চাপিয়া বিনা শ্রমে অন্নসংগ্রহ? এমন ছেলের জন্য অযাচকদের আশ্রমে স্থান নাই। ইহা তাহাকে বলিয়া দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজেকে প্রতিদিনই কোনও না কোনও পুণ্যজনক কাজে লগ্ন করিবে। বড় বড় কাজ করিতে না পার, ছোট ছোট পূণ্য কাজে দোষ কি? প্রাত্যহিক পুণ্যানুশীলন ক্রমশঃ চরিত্রকে এমন এক গরিমায় বিমণ্ডিত করে যে, সেই জীবনে আর কোনও প্রকার কলঙ্কের মসীপাত সম্ভব হয় না।

যে কার্য্যে অপরের ক্লেশ উৎপাদন না করিয়া অন্তরে বিমল আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুণ্যকার্য্য বলিয়া জ্ঞান

করিবে। যাহা চিত্তের প্রসার ও হৃদয়বৃত্তির বিস্তার সাধন করে, তাহা পুণ্য কার্য্য। যাহা দ্বারা বহুজনের সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, তাহা পুণ্য কার্য্য। যে কার্য্যে নিজের বা পরের দুঃখ, লজ্জা, অনুতাপ, বিভ্রান্তি, চিত্ত-বিক্ষেপ বা দুর্ব্বলতা উপজাত হয়, তাহা পাপ কার্য্য। বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বলিতেন,—যাহাতে তাপ, তাহাই পাপ। সর্ব্বদা পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে।

নিজেদের মধ্যে বিমল প্রীতি, ঐক্য ও সাম্যবোধ জাগরিত করিবার উপায় স্বরূপে বিশ্বের মঙ্গলকামনায় তোমরা সম্ভবমত প্রত্যেক স্থানেই চতুর্দ্দিকের সমধর্ম্মী, সমমর্ম্মী ও অনুরাগী ব্যক্তিদের লইয়া সমবেত উপাসনা করিবে। ইহাতে যেন তোমাদের মধ্যে ছোট-বড়'র অবান্তর প্রশ্ন কখনো না জাগে। আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে অশেষ পুণ্যবান্ পুরুষগণের বংশধারা বাহিয়া এই শরীর নিয়া আসিয়াছি। আমি ত' সেন, ঘোষ বা পাল বলিয়া তোমাদের অবজ্ঞা করি নাই। তবে তোমরা কেন অমুককে মণ্ডল বা সূত্রধর বলিয়া অবজ্ঞা করিবে? অমুকে তোমাদের চেয়ে ছোট, তমুকে তোমাদের চেয়ে হীন, এই ভাব তোমাদের মধ্যে কেন আসিবে? আমি তোমাদের ভিতরে ব্রহ্মকে দেখিয়াছি। তোমরা ইহাদের ভিতরে কেন ব্রহ্মকে দেখিবে না? আমি দেখিতে চাহি যে, তোমাদের মধ্য হইতে বৃথা জাত্যভিমান এবং আভিজাত্যের মিথ্যা অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে, তোমরা প্রত্যেকটী মানুষকে মানুষ হিসাবে সমাদর করিতে, ভালবাসিতে শিখিয়াছ। তোমরা তোমাদের স্বভাবে, চরিত্রে, আচরণে, অনুশীলনে,

অনুসরণে ও অনুকরণে সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড-নামের যোগ্য হও। সেই যোগ্যতা আসিবে প্রেম হইতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * আমার জন্মোৎসব যে অনাড়ম্বর ভাবে করিয়াও লোকচিত্তে অসামান্য রেখাপাত করা যায়, তাহার শৈলী তোমরা আয়ত্ত কর। আমি এমনই একটা মাসে এই দেহ নিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, যেই সময়ে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ঘরে ঘরে স্বর্ণবর্ণের ধান্যসম্ভার স্তূপীকৃত করে, গৃহ-কোণের অনাদৃত ক্ষুদ্র উদ্যানটীতেও শাকসব্জী তরি-তরকারীর একটা সমারোহ চলে। এমন সময়ে জন্মোৎসব করিতে তোমরা দীয়তাং ভোজ্যতাং রব তুলিয়া বহু অন্নের সদ্ব্যয় বা অপচয় করিবে, ইহা ত' একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমি চাহি যে, তোমরা এই অনাবশ্যক ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইয়া জন্মোৎসব উপলক্ষে যত স্থানে যত ব্যয়ের বাজেট করিবে, তাহা হইতে যথাসম্ভব বৃহত্তম অংশ তুলিয়া নিয়া প্রতিবৎসরই দেশ, জাতি ও জগতের সেবার উদ্দেশ্যে একটী করিয়া স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি

করিয়া যাইতে থাক। একবার যখন জন্মিয়াছি, তখন বহু শতাব্দী ধরিয়াও যদি তোমরা জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান কর, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। কিন্তু এই বহু শতাব্দী ব্যাপিয়াই তোমরা জন্মোৎসবের অর্থভাণ্ডারকে প্রধানতঃ এক একটী স্থায়ী কল্যাণ সাধনের জন্য সকলের সকল চেষ্টা একমুখী করিয়া চলিতে থাকিলে একটা মহৎ মঙ্গল সত্য সত্যই সাধন করিবে।

শ্রীমান্ গো—এবং অ—জন্মোৎসবের সময়ে বন্দুক লইয়া বনে গিয়া প্রাণী হনন করিয়া পিকনিক করিয়াছে শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। হয়ত তাহারা তাহাদের কাজের ত্রুটিটুকু বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, যাহাতে তাহারা তাহাদের ত্রুটি নিজ চেষ্টাতেই সংশোধন করিয়া লইতে যত্ন নেয়, তজ্জন্য উপায়-নির্দ্ধারণ কর। অন্য ভাবে না পার, অন্ততঃ পক্ষে আমার পত্রখানা তাহাদিগকে দেখাও। হয়ত তাহাতেও কাজ হইতে পারে। আমার জন্মমাসে কত হাজার দম্পতী চিরাভ্যস্ত মৈথুন-মিলন হইতে পর্য্যন্ত নিজেদিগকে একেবারে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে। আর, ইহারা দুইজনে শিকারের লোভটা বর্জ্জন করিতে পারিবে না? কাজটা যে অন্যায় হইয়াছে, বুঝিলেই ইহারা আত্মসংশোধনে সমর্থ হইবে। তোমরা যে কাজটাকে সঙ্গত বলিয়া মনে কর নাই, শুধু একথাটুকু বলিলেই হয়ত কাজ হইতে পারিত। যদি তাহা না হয়, তবে তাহারা নিজেরা যাহাতে নিজেদের কাজের অসঙ্গতি বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য তোমাদিগকে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতে হইবে। কোনও ভ্রাতা

বিপথগামী হইলে তাহাকে সৎপথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা তোমাদের সঙ্গত।

একটী অখণ্ডের আচরণের ত্রুটিতে যে হাজার অখণ্ডের উপরে জনসাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মে, এই কথাটী ইহাদের জানাইয়া দাও। আবার একটী অখণ্ডের আচরণের মহত্ত্বে সমগ্র অখণ্ড-সমাজের উপরে যে জনসাধারণের অসামান্য শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাটি বলিতেও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

মুসূরী
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গুরুতর শারীরিক কারণে পুপুন্‌কীর কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানে হঠাৎ এখানে চলিয়া আসিয়াছি। শরীর সুস্থ হইলেই পুপুন্‌কী ফিরিব। হয়ত এখানে এক দেড় মাস থাকিতে হইবে।

তুমি স্বকীয় ভবন নির্ম্মাণের জন্য কিছু জমি খরিদ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী হইলাম আমাকে সেখানে যাইবার জন্য ডাকিয়াছ দেখিয়া। স্থূলভাবে না পারি, তোমার গৃহপ্রবেশের দিন সূক্ষ্মভাবে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকিব।

ঐ অঞ্চলে গেলে স্থূলভাবে আমি কোথায় উঠিব না উঠিব, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাহ্নে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব হয় না বাবা। আমার ভ্রমণ সর্ব্বদাই বহুজনের প্রয়োজনে ঘটিয়া থাকে। বহুজনের বহুবিধ কাজ একসঙ্গে হইবার সুবিধা বুঝিয়া স্থান-নির্ব্বাচন সঙ্গত হয়। যাবতীয় কাজ অল্প সময়ে করিতে হইলে একই স্থানে স্থিতি, ভাষণ ও অন্যান্য কার্য্যতালিকা পালনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। তোমাদের জেলার ছেলেমেয়েরা সেই দিকে প্রায় সর্ব্বদাই অবহেলা দেখাইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে কিছুকাল পূর্ব্বে তোমাদের জেলায় আমার যে গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে, তাহার চোট আমার শরীর এখনো সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পরেই পড়িলাম মঙ্গলবাঁধের অকরুণ শ্রমে। সুতরাং তোমার গৃহই যদি আমার আগামীবারের স্থিতিস্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়, তাহা হইলে ভাষণদান বা অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য দূরে যাইব না, ইহা জানিয়াই সকল ব্যবস্থা করিও।

বর্ষার পরেই হয়ত আমার ভ্রমণ-তালিকা তৈরী হইতে পারে। কঠোর শ্রমের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি আশ্রম ছাড়ি কিন্তু যে সকল অনিয়ম ও অত্যাচার অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কাজ করা সম্ভব তোমরা সেই সকল বিষয়ে অবহিত হও না। যে লোকটা মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই কাজে নামে, তাহাকে তোমরা অব্যবস্থার গুণে অসময়েই গলা টিপিয়া মারিতে চাহ। ইহার ফলে কতকগুলি অঞ্চলে ভ্রমণ করার রুচি আমার কমিয়া গিয়াছে, ইহা স্পষ্টভাবে বলিলাম বলিয়া বাবা মনে ব্যথা নিও না।

আমি এখনও জন-সমাজের উল্লেখযোগ্য কোনও সেবা করিতে সমর্থ হই নাই কিন্তু আমার চব্বিশটী ঘণ্টা জনসেবার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইতেছে। আহার-নিদ্রাও আমি পরার্থেই করি। কিন্তু কতকগুলি স্থানে স্থানীয় লোকদের নিদারুণ উৎসাহ আমাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে দেখিয়া ভ্রমণ-তালিকা করিবার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

আমার ভ্রমণ কোনও অঞ্চলে হইল কি না হইল, তাহা বড় কথা নহে। আমার অপেক্ষা বহুগুণশক্তিধর কত কত সমাজকর্ম্মী দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা মানুষকে জাগাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজে না জাগিলে ত' এই মোহঘোর ভাঙ্গিবার নহে। তোমরা প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিজের ঘুম নিজে ভাঙ্গাইবার উদ্দীপনা আনয়ন কর। একাজ তোমাদের প্রত্যেকের, একাজ তোমাদের প্রাত্যহিক। আমি কিম্বা অপর কোনও প্রচারক তোমাদের অঞ্চল ভ্রমণ করিলেন না বা করিতে পারিলেন না, ইহাকে খুব বড় রকমের ব্যাপার বলিয়া মনে করিও না। প্রত্যেকটী মানুষ নিজের বলে নিজেকে উদ্ধার করিবে, এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকের ভিতরে জাগরিত কর। তোমরাও ত' সেই অগণিত নরসমাজের মধ্যে একেবারে অঙ্গাঙ্গী হইয়া বাস করিতেছ, যাহারা জাগিল না বলিয়া দেশহিতকামী মাত্রেরই অন্তরে কতই না বেদনা। তোমরা নিজেরা প্রত্যেকে প্রাণপণ বলে আগে জাগো, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের জাগাও।

নিজে না জাগিলে কেহই কাহাকেও জাগাইতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—

আশীর্ব্বাদ প্রাণভরা
প্রেমভরা করি নিরন্তর.
তোমাদের প্রেম হোক্
অন্তহীন অজর, অমর।
এক কণা ভালবাসা
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পারে করিতে উদ্ধার,
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
ভালবাসা একমাত্র সার।
এক বিন্দু প্রেম, শুধু প্রেম নহে,
মহাসিন্ধু, আনন্দ অপার,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বাঁধে
বাহুপাশে অনন্ত-বিস্তার।

প্রেমিকের ধন্য ভাগ্য,
প্রেমিকের ধন্য প্রাণমন,—
নিজসুখ ভুলি করে
বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ।
তোমরা প্রেমিক হও,
প্রেমে কর আত্মনিমজ্জন,
প্রেমময় প্রাণপ্রভু
প্রাণে প্রাণে করুন রমণ।
প্রেমের পরশে হোক
প্রবাহিত মলয়-হিল্লোল,
প্রেমপূর্ণচন্দ্রমার
আকর্ষণে বহুক কল্লোল,
বিন্দু মাঝে সিন্ধু হোক্
প্রকাশিত আপন স্বরূপে,
তোমার তুমিত্ব হোক
সুসফল আমিত্ব-বিলোপে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনও কাজকেই নিতান্ত মামুলী কাজ বলিয়া মনে করিও না। প্রত্যেকটী সৎকাজই একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং ইহাতে সাফল্যলাভ হইলে তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে, এই বিশ্বাস নিয়া কাজ করিবে। এক সঙ্গে অনেক কাজ পড়িলে নিজেদের মধ্যে এমনভাবে কর্ম্মবিভাগ করিয়া লইবে, যেন সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় সবগুলি কাজই যুগপৎ বা প্রায় একই সময়ে সুসমাপ্ত হইতে পারে। নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও গভীর আত্মপ্রত্যয় লইয়া কাজে নামিবে। সর্ব্বকর্ম্মের ফল প্রেমময় ভগবানের পূজায় লাগিবে, এই বিশ্বাস নিয়া কাজ করিবে। প্রেম আর বীর্য্য সহকারে কাজ করিবে। কাজের মুঠি যদি শক্ত করিয়া ধরা থাকে, তাহা হইলে আস্তে আস্তে কাজ করিলেও পরিণামে অনেক কাজ হয়। অকারণে আত্মনিন্দা করিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

মুসূরী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িতেছ। বেশ ত'। ভালকথা। একবারেই কেহ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িতে নাও সমর্থ হইতে পারে। ক্ষুদ্রকে দিয়া হাত পাকাইয়াই বৃহৎকে ধরা সহজ। আস্তে আস্তে কেবল কাজ করিয়াই যাইতে থাকিলে একদিন হঠাৎ দেখা যায় যে, অসম্ভব সম্ভব হইয়া গিয়াছে। আরম্ভই যাহার নাই, তাহার সমাপ্তি হইবে কি করিয়া? যে যেখানেই থাক, ভুবনমঙ্গল কাজে নিজেকে লগ্ন করিয়া রাখ। সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজ করার মতন সুখ জগতে আর কি আছে? মনে রাখিও, কর্ম্মই জীবন, আলস্যই মৃত্যু। সৎকর্ম্মই সঞ্জীবন, সৎকর্ম্মই সঞ্জীবন, অসৎকর্ম্ম জীবনের উপরে ইচ্ছাকৃত অপঘাত মাত্র।

একা যতটুকু কাজ করিতে পারিবে, সমমনা, সমপ্রাণ, সমবুদ্ধি, সমলক্ষ্য, কয়েকজন একত্র মিলিত হইলে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী কাজ করিতে পারিবে। একটা রহস্য তোমাদের অনেকেরই জানা নাই যে, একজনে যে গতিতে কাজ করিতে পারে, দশজনে কাজ করিলে তার চারিগুণ গতি বাড়ে; একজনে যতটুকু পরিমাণ কাজ করিতে পারে, দশজনে করিলে তার পনেরগুণ কাজ হইতে

পারে। পরস্পরের মিল, পূর্ণ সহযোগ এবং বিশ্বাস প্রয়োজন। তোমরা এতদিনেও মিলনের শক্তিতে কেন বিশ্বাসী হইতেছ না?

মিলনের যে কি শুভফল, তাহা কয়েক বৎসর ধরিয়া তোমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলিতে দেখা যাইতেছে। অনেকে এই মিলনের শুভফল নিজেদের সাধারণ বিবেচনার দ্বারা অনুভব করিতে পারে না বলিয়া নানা ওজুহাত দেখাইয়া প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলিতে অনুপস্থিত রহিয়াছে। আমি বলিব, ইহারা হতভাগ্য। একজনের বিপদে সহস্রজন অগ্রসর হইয়া আসে, এমন একটী জগৎই আমি সৃষ্টি করিতে চাহি। সকলের বিপদে সকলে আসিলে কাহারো বিপদই আর গুরুতর থাকিতে পারে না।

একস্থানে প্রতিষ্ঠান গড়িতে গেলে যদি সঙ্গে সঙ্গে সকল স্থান হইতেই পূর্ণ সহযোগ আসিতে থাকে তাহা হইলে একটীর পর একটী করিয়া বড় বড় লোককল্যাণ প্রতিষ্ঠান অতি সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে। মিলনের শক্তিকে তোমরা নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া যাও, ইহা আমি চাহি।

এক সময় আমি "মিলনের ডাক" নামে একটা মাসিক পুস্তিকা নিয়মিত ছাপাইয়া প্রচার করিতাম। তাহাই পরে "অখণ্ড-ভারতী" নাম দিয়া দীর্ঘকাল প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে আমি ব্যক্তির শক্তিকে পূর্ণ সম্মান দিয়াছি কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে মিলনের ফলে সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়, তাহার প্রেরণাও যোগাইয়াছি। নিকটের সকলে মিলিয়া

যাও, দূর-দূরান্তরের সকলে মিলিয়া যাও, নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতর সার্থকতা দিবার জন্য এক, অভিন্ন, অখণ্ড হইয়া যাও।

কিন্তু, তাহার উপায় প্রেম। প্রেমিক না হইলে স্বার্থের ধান্দা ঘোচে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

মুসুরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখীও হইলাম, অবাক্‌ও হইলাম। তুমি একটী মামলায় পড়িয়াছিলে, যাহাতে নিষ্কৃতি না পাইলে গুরুতর বিপদ হইত। ভগবানের দয়ায় তুমি সেই মামলাতে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইয়াছ। এই সংবাদে সুখী হইয়াছি। তুমি মামলা চলা কালে মানসিক করিয়াছিলে যে, মুক্তি পাইলে উদয়াস্ত কীর্ত্তন ও মহোৎসব দিবে, কিন্তু এখন দেখিতেছ যে, তোমার একার শক্তিতে এতবড় কাজ সম্ভব নহে, সুতরাং তুমি মনে করিয়াছ যে, তোমার গুরুভ্রাতাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই কার্য্য সমাপন করিবে। এই সংবাদে অবাক্ হইয়াছি। বিপদ গেল তোমার, বিপদুদ্ধারের জন্য মানসিক করিলে তুমি,

কিন্তু সেই উৎসবের ব্যয় বহনের জন্য গুরুভাইদের কাছে যাইবে কেন বল ত'। এই উৎসব তোমারই দায়। নিজের সাধ্য-সীমার মধ্যে থাকিয়া ছোট করিয়া উৎসব কর। তোমার নিজের প্রয়োজনে যে উৎসব, তাহাতে গুরুভাইদের ঘাড়ে ব্যয়ের বোঝা চাপান নিতান্ত অন্যায়।

আমাদের সমবেত উপাসনাতে যে-ই যেখানে হইতে আসুক, সকলেই কিছু না কিছু পূজা-আয়োজন হাতে করিয়া নিয়া আসে বা আসাই আমাদের মধ্যে সজ্জনসম্মত প্রথা। তুমি সমবেত উপাসনার আয়োজন করিয়া গুরুভ্রাতাদের আমন্ত্রণ দাও। যার যেমন রুচি, সে তেমন পূজা-আয়োজন নিজে হইতেই নিয়া আসিবে। ইহার জন্য তোমাকে কাহারো কাছে যাচ্‌ঞা করিতে হইবে না। সমবেত উপাসনার ন্যায় সর্ব্বজনীন ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানে এই সহযোগ আমার প্রদত্ত শিক্ষার স্বাভাবিক ফল।

কিন্তু তুমি মহোৎসব করিতে চাহিতেছ। কয়েক হাজার নরনারীকে লাবড়া-খিচুড়ী খাওয়াইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে চাহিতেছ। ইহার পরিণাম-ফল একমাত্র তোমার ব্যক্তিগত যশোলাভ। খিচুড়ীর মহোৎসবে সমাজের অন্য কোনও স্থায়ী লাভ নাই। ইহার জন্য তুমি তোমার ভ্রাতাদের পকেটে হাত দিতে পার না।

উদয়াস্ত কীর্ত্তন করিবার জন্য সকল কণ্ঠবান্‌দের ডাক। তোমার শক্তি-সাধ্যের সীমার মধ্যে থাকিয়া নিজ তহবিল হইতেই যাহা পার চাউল-ডাইল খরচ কর। সকলে প্রেমানন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া

ঘরে ফিরুক। অল্প লোককে মহাপ্রসাদ দিতে পারিয়াছ বলিয়া লোকমধ্যে তোমার সম্মান কমিয়া যাইবে, এই যে কাপুরুষোচিত ভয়, তাহা মন হইতে দূর কর। কত কত গুরুতর সমাজকল্যাণ কর্ম্ম টাকার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তোমার গুরুভ্রাতারা তাহার দিকে নজর দিতে পারিল না বা তোমরা কেহ তাহাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিবার কোনও চেষ্টাও করিলে না, আর কি না তোমার ব্যক্তিগত বিপদুদ্ধারের মানসিকের মহোৎসব তাহাদের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া সারিবে? না বাবা, তাহা করিতে আমি অনুমতি দিতে পারি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা মন ভগবানের নামে লাগাইয়া রাখিও। নামই সত্য, নামই নিত্য, নামই পরমানন্দকন্দ। নামে যে নির্ভর করে, সে নির্ভয় হয়।

সর্ব্বদা মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রাখিও। গুরুভ্রাতাদিগকে মনে

করিবে আমারই প্রতিমূর্ত্তি। আমার প্রতিচ্ছবি যাহাতে তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাও, তজ্জন্য তোমার নিজের মধ্যেও আমাকে দেখিও। পবিত্র হও, সত্যনিষ্ঠ হও, সুন্দর হও।

কোনও গুরুভ্রাতাকে বিপথে চলিতে দিবে না। সকলকে সত্যপথে লগ্ন হইয়া থাকিতে সাহায্য করিবে। তোমার গুরুভ্রাতার ভিতর দিয়া তোমার গুরুদেবের চরিত্র-বিভূতি, সাধন-সমৃদ্ধি, তপস্যার বল ফুটিয়া ওঠা তোমার নিজের কল্যাণেই প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর সকল মানবকেই তোমার গুরুভ্রাতা মনে করিবে এবং তাহাদের প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিবে, তাহাদিগকে ভগবৎ-প্রেমিক ও জগদ্বাসীর প্রতি প্রেমশীল হইতে সাহায্য করিবে। প্রায় সকলেই শিশু, সকলেরই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। তবে, যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে না, সে অন্যকে সাহায্য করিতে সমর্থ হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদকং

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুঃখ-দুর্গতি তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই বীরের মত পথ চলিতে হইবে। হা-হুতাশ নহে, প্রাণপণে শ্রম,—ইহাই হইবে তোমার মূলমন্ত্র। “হারিয়া গিয়াছি”,—এই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে সকল ছেলেমেয়ে পরম আগ্রহ সহকারে অখণ্ডমন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছে, তাহাদের সাধন-নিষ্ঠা যাহাতে কণামাত্রও না কমে, তাহার জন্য তাহাদের ঘরে ঘরে নিয়মিত অখণ্ড-সংহিতা পাঠটীর প্রচলন কর।

আমি তুচ্ছ মানুষ। আমি কিছুই নহি। তোমরা যদি সাধন কর, তবেই আমার মূল্য। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধনের প্রতি অনুরাগী হইও। কত কত মহাপুরুষ জীবকল্যাণের জন্য জীবন দিতেছেন, জীব তাঁহাদের কথা শুনিল না। ইহার চাইতে দুঃখের ব্যাপার আর কি আছে?

আমার প্রত্যেক সন্তান এক একজন সাধক হউক, ইহা আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কী থাকিতে তোমার এক পত্রে জানিয়াছিলাম, মহাসমারোহে তোমার গৃহে সমবেত উপাসনা হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদে আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু বাবা, এক দিনে চারিবার সমবেত উপাসনা করিয়াছ, এই সংবাদটীতে শঙ্কিত হইলাম। কেন বাবা নূতন প্রথা সৃষ্টি করিতে গেলে? একবার সমবেত উপাসনা করিতে এক হইতে দেড় ঘণ্টা লাগে। চারি পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া ধ্রুপদ গান কি সহজ কথা? একবার সমবেত উপাসনা হইলে দিনরাত্রি তাহার আমেজ চলে। সমবেত উপাসনা যেখানেই কর, সমস্তটা হৃদয়-মন দিয়া দিনে একবারই করিও। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সকলে যাহাতে শুদ্ধ ভাবে সমবেত উপাসনার সুর শিখে বা শিখিতে পারে, সেই দিকেও তোমরা মন দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেককে সাধন-ভজন করিতে উৎসাহ দিবে। পরিবার বল, সঙ্ঘ বল, সম্প্রদায় বল, শুধু সংখ্যার বলে বা গায়ের জোরে কখনও বড় হয় না। প্রত্যেকটী মানুষ যখন সাধন-পরায়ণ, ঈশ্বরভক্ত এবং জনসেবী হয়, তখনই তাহাদের পরিবার সম্মানিত হয়, সংঘ শক্তিশালী হয়, সম্প্রদায় যোগ্যতায় অতুলনীয় হয়। মানুষ হিসাবে তোমরা হও অনমনীয়-চরিত্র-বল-সম্পন্ন, সাধক হিসাবে তোমরা হও একাগ্র, একনিষ্ঠ ও পুরুষকার-প্রদীপ্ত, সেবক হিসাবে হও তোমরা অকপট, নিষ্কিঞ্চন ও আত্মাভিমানবর্জ্জিত। তোমাদের প্রেম তোমাদিগকে বিশ্বভুবনের আপন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা প্রতিজনে প্রকৃত সাধক হও, জীবনকে সরল ও সত্যময় কর, ইহাই আমি চাহি। তোমরা প্রতিজনে শত শত জনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হও। তোমরা মানুষের মনে সরসতা ও প্রাণে প্রেমের সঞ্চার কর। নিজেদের প্রাণে প্রেমের সাগর উথলিয়া উঠিলে তবেই সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিতে এবং প্লাবনে ডুবাইতে সমর্থ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুণ্য কার্য্য তোমাদের ভিতরে আস্তে আস্তে

কি পরিমাণ বল-সঞ্চার করিতেছে, তাহা অন্যে না বুঝিতে পারিলেও তোমাদের আত্মপ্রসাদ নিশ্চিতই তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিতেছে। একাকী সৎ কাজ করায় যে আনন্দ, সকলকে লইয়া, সকলকে কাজের দায়িত্ব ও ভার দিয়া সকলের শ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়া পুণ্য কার্য্য করিবার মধ্যে আনন্দ তাহার শতগুণ। ইহার অন্যতর সুফল এই যে, একক কার্য্যের প্রভাব সমাজ-মনে প্রতিফলিত হইতে দেরী লাগে, সঙ্ঘবদ্ধ সৎকার্য্যের ব্যাপক সুফল সমগ্র সমাজে দ্রুত বিস্তারিত হয়।

দরিদ্র বা অশিক্ষিতেরা সেবার দিক দিয়া কোনও প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে। বহু দরিদ্রের মিলন, বহু ক্ষুদ্রের ত্যাগ, বহু অনাদৃতের সেবা একত্র হইয়া এক একটা অসাধ্য ব্যাপার সুদূর ও অদূর অতীতে অনেকই সাধিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের কুণ্ঠিত থাকিবার কারণ নাই। এমন দরিদ্র কেহই নাই, বা থাকিলে অতি অল্পই আছে, যে নিজের সুদুর্ল্লভ অন্নমুষ্টি হইতে একটা কণা জীবহিতার্থে আলাদা করিয়া রাখিতে পারে না। অনুশীলন থাকিলে মরিতে মরিতেও এই কার্য্য সম্ভব।

অল্প অল্প করিয়া বারংবার ত্যাগ স্বীকারের কি শক্তি, তাহা জগতের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির ইতিহাস খুঁজিলেই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইবে। তোমরা আমার গরীব পুত্রকন্যা বলিয়া তোমাদের আমি অবহেলার বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি

না। বিপুল বিত্ত হাতছানি দিয়া আমাকে আমার তরুণ বয়সেই ডাকিয়াছিল, কিন্তু সেই দিকে দৃষ্টি দেই নাই। কর্ম্মজীবনে ধনীদের সঙ্গ এবং সম্পদশালী নরনারীদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস চিরকালই বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছি কেবল গরীবদের, দুঃখীদের, আর্ত্ত, অনাথ, নিরাশ্রয়দের ভালবাসি বলিয়া।

তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধন-ভজনে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইবে। প্রত্যেকে সাধনশীল হইলে দেখিতে পাইবে, তোমরা এক নূতন পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছ, যাহার মধ্যে নূতনতর এক জগৎ নবীনতর আদর্শ লইয়া আস্তে আস্তে জন্ম-পরিগ্রহ করিবে। তোমাদের প্রতিজনের একার সাধনেরই অনেক দাম, সেই অবস্থায় যদি আবার প্রত্যেকেই সাধনশীল হও, তাহা হইলে সকলের সাধনের বল একত্র মিলিত হইয়া এক নবসৃষ্টির নূতন অধ্যায় অনায়াসে অবতারণা করিবে।

তোমাদের অঞ্চলে গিয়া চারিদিকের জন-মানবের প্রাণভরা প্রেম দেখিয়া বিগলিত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকালের অনাদৃত আদিম জাতির বংশধরদের মধ্যে ভাল করিয়া কাজ করিয়া আসিতে পারি নাই। মেচ জাতির এক অংশ খ্রীষ্টান হইয়া বাঁচিয়াছে, এক অংশ আদিম অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, অপর এক অংশ বাঙ্গালী ঘোষ-বসু-মিত্রদের কন্যা আনিয়া বা তাহাদিগকে কন্যা দিয়া পূরা বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে আদিবাসী বলিয়া

বর্ণনা করিলে অন্তরে অসম্মানের ছোঁয়া লাগিবে কিনা, জানিনা। তাই আদিবাসী শব্দটা সসঙ্কোচে ব্যবহার করিলাম। ইহাদের ভিতরে তোমাদের অকাতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আদিম অবস্থার মানুষকে আধুনিক অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেই খুব বড় একটা কাজ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠ উন্নতি, যাহা বেদজ্ঞ ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণরা লাভ করিয়াছিলেন, অন্তরের অনুভূতির দিক দিয়া সেই বিশ্বমৈত্রী, শুচিতা, আত্মত্যাগ ও উপলব্ধিকেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তোমাদের কর্ত্তব্য মহৎ এবং বিরাট। তোমরা তোমাদের শত দারিদ্র্যের মধ্যেও এই কর্ত্তব্যকে ভুলিও না। এই জন্যই তোমাদের বারংবার বলিতেছি যে, আগে সাধক হও, সাধন-বল অর্জ্জন কর, প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার হও এবং তারপরে নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির ভিতরে তোমাদের জ্ঞান, প্রেম ও সংযম লইয়া প্রবেশ কর। সকল দেশ আর সকল জাতি সম্পর্কেই আমার এই এক কথা। কেহই আমাদের নিকটে উপেক্ষণীয় নহে।

শুনিয়া সুখী হইবে যে, আজ আমরা দুই জন জাপানী ভক্তকে সঙ্গে লইয়া এখানে সমবেত উপাসনা করিলাম। তারমধ্যে একজনের নাম ঈ-বুশা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ
মুসূরী
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একজন সৎপথে চলিলে কেবল সেই লাভবান হয়, তাহা নহে। অপরেরাও সেই পথে চলিতে প্রণোদিত হইয়া লাভবান্ হয়। জগতে একাকী কেহ পুণ্য-সঞ্চয় করিতে পারে না। পুণ্য-সঞ্চয়ীর আচরণ দেখিয়া যাহাদের মনে প্রশংসার উদয় হয়, তাহারাও পুণ্য সঞ্চয় করে। তোমরা প্রতিজনে প্রতিজনের পুণ্যসঞ্চয়ের সহায় হও। নিজ সৎকর্ম্মের দ্বারা সহস্র জনকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা দান কর।

ছোট-বড়-জাতির ভেদাভেদ না মানিয়া, ধনি-দরিদ্রের পার্থক্য বিচার না করিয়া প্রতিটি নারীকে নিজের ভগিনী বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং তাহাদিগকে দৈহিক, মানসিক, আত্মিক কল্যাণের দিকে সজাগ করিতে চেষ্টা করিবে। আমার প্রতিটি কন্যা অজ্ঞানের ঘুম ভাঙ্গাইবার ব্রত লউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ
মুসূরী
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলীতে নূতন সম্পাদক হইয়াছে। তোমরা, প্রাক্তন সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার প্রাক্তন সদস্যেরা, তাহাকে প্রতি কার্য্যে সহায়তা করিও। প্রতিপদে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিও।

তোমাদের গ্রামটী ছোট বলিয়া মনে কবিও না যে, তোমাদের মণ্ডলীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এমন ধারণাই তোমরা রাখিও না। ছোট-বড় সকলের মন যদি একাগ্র হয়, সকলের মধ্যে যদি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ঐক্য থাকে, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চিতই অকল্পনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার।

নিজেকে দরিদ্র বলিয়া হীন মনে করিও না। ধনে যে দরিদ্র, সে-ই দরিদ্র নহে। মনে দরিদ্র হইলেই দরিদ্রতা আসে। অন্তরের ধনে ধনী হইতে হইলে চাই শুধু অনাবিল প্রেম। সহস্র দারিদ্র্য সত্ত্বেও তোমরা প্রতিজনে প্রেমধনে ধনী হও। তোমরা কেহই জান না যে, দারুণ দারিদ্র্যের আড়ালে তোমাদের মধ্যে কত বড় বড় আত্মা বাস করিতেছে। আমি তাহা জানি। এই জন্যই আমি তোমাদের একজনকেও

এক কণা অবহেলা করি না। তোমাদের অন্তরের সম্পদ বাড়াইবার দিকে নজর দাও। সম্পদবৃদ্ধির এই সাধনাও, একা একা নহে, সকলকে লইয়া করিতে হইবে। যেখানে দৃষ্টি চলে, সেখানেই যেন তোমার চোখের আলোটি পড়িয়া তিমির-গহন মনকে আলোকিত করিয়া প্রতিজনকে প্রাণের সম্পদ বাড়াইবার দিকে আগ্রহী করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রাণের আনন্দ নিয়া ভগবানের নাম করিয়া যাও। নামজপকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা কর। দিনে জপো, রাত্রিতে জপো, সায়ংকালে জপো, প্রাতঃকালে জপো, শুচি দেহে জপো, অশুচি দেহে জপো,—সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় জপ করিতে থাক। নাম করিতে করিতে মনের অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা আস্তে আস্তে দূর হইয়া যাইবে।

প্রাণপণে সাধনশীল হও। নিজে সাধনশীল হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে

আকর্ষণ করা যায়। সপ্রশংস নেত্রে সাধকদের পবিত্র জীবনের প্রতি তাকাও। জীবনের কর্ত্তব্যের সহিত অবিরোধে অবিরাম ঈশ্বর-সাধন করিয়া যাও। ঈশ্বর-সাধনই তোমার অপরিস্ফুট মহত্ত্বকে বিকশিত করিয়া দিবে। ধর্ম্মের নামে কেবল হুজুগ ও আড়ম্বর না করিয়া আমরা যদি তাহার আসল সত্যটুকু অনুসরণ করিয়া ভগবানের নামে মনকে নিয়ত সংলগ্ন রাখি আর সাধ্যমত অসত্য বর্জ্জন করিয়া চলি, তাহা হইলেই তিলে তিলে আমাদের মনুষ্যত্ব পুষ্ট হইতে পুষ্টতর হইতে হইতে একদিন আমাদিগকে মহিমান্বিত এক দেবতায় পরিণত করিতে পারে।

যেখানে যখন যাহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে, তাহারই মনে এই ধারণাটী অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে যত্নশীল হইও যে, সে ক্ষুদ্র নহে, তুচ্ছ নহে, হেয় নহে। নিজেকে ছোট বা পাপী ভাবিতে ভাবিতে কত লক্ষ লক্ষ মানুষের মহত্ত্বের সম্ভাবনা চিরতরে ঘুমাইয়াই রহিল। তুমি কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক না হইতে পার, তবু তুমি মহৎ, কারণ তুমি মানুষ। সাধন-ভজন করিয়া, সৎকর্ম্মের অনুশীলন করিয়া, মহতের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, নিয়ত সৎসঙ্গ করিয়া ও নিজের তথাকথিত ক্ষুদ্রশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রয়াস-পরায়ণ হইয়া প্রত্যেকে নিজের ক্ষুদ্রতা-বোধকে দূর করিবার চেষ্টা করুক। এই উৎসাহ তাহাকে দিবে।

চতুর্দ্দিকে ছোটবড় যত জাতি আছে, ধনি-নির্ধন যত নরনারী

আছে, সকলের মধ্যে সততা, সংযম ও ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে অবহিত হইবে। সৎকথা প্রচারের দ্বারা নিজে সৎ হইবার চেষ্টা করিতেছ, এই কথাটা মনে রাখিবে। কোনও চেষ্টাই জগতে বৃথা নয়। ক্ষুদ্র কাজের, ক্ষুদ্র চেষ্টার, ক্ষুদ্র অধ্যবসায়েরও বিশেষ সার্থকতা আছে। বড় বড় কাজ করিতে পারিলাম না বলিয়া কাজ করিবই না, ইহা বিষম ভ্রান্তি। ছোট সৎকাজও কাজ। অতি ছোট সৎকার্য্যও জগতের মহত্তম পুরুষের পক্ষে অযোগ্য নহে। ছোট কাজকে অবহেলা করেন নাই বলিয়াই ত' অমহতেরা মহৎ হইয়াছেন। প্রাণভরা প্রেম তাঁহাদের দ্বারা সৎকাজ করাইয়া লইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা দিও কিন্তু চখে চখে রাখিও। সর্ব্বদা তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইবার জন্য চেষ্টিত থাকিও যে, তাহারা হীন, নীচ, জঘন্য ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য নরবপু পায় নাই। তাহাদের চোখের সম্মুখে জীবনের বিরাট ও মহৎ লক্ষ্য

তুলিয়া ধরিও। আজ যারা কম পড়াশুনা করে, কাল তারা বেশী পড়িবে, সুতরাং ধৈর্য্যহারা হইও না। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাহাদের মনে উচ্চচিন্তা ও উচ্চাভিলাষ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য যত্নশীল হইও। আমি যখন কিছুদিন পরে তোমাদের মধ্যে হয়ত আসিব, তখন দেখিতে চাহি যে, ইহারা প্রতিজনে আশায় এবং আদর্শে উন্নত-মহান হইয়াছে।

তোমাদের ওখানে তোমার একটী গুরুভগিনী আছে। আমি আগে তার ঠিকানা জানিতাম না। সম্প্রতি জানিয়াছি। খুঁজিলে হয়ত আশে পাশে আরও ভাইবোন্ পাইবে। গুরুভাই গুরুবোন্দের শুধু আপন ভাই বা আপন বোনের মতই দেখিবে, তাহা নহে। তাহাদিগকে তোমার গুরুদেবের প্রতিনিধি বলিয়া জানিবে এবং যাহাতে গুরুদেবের সমগ্র ঐশী শক্তি ও সাত্ত্বিকী প্রতিভা ইহাদের ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে, তেমন পরিবেশ ইহাদের জন্য সৃষ্টি করিবে। "জয়গুরু" বলিয়া নমস্কার জানাইলেই কাহাকেও গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। তাহার ভিতরে যাহাতে গুরুদেবের উপস্থিতি সুস্পষ্টলভ্য হয়, তাহার জন্য তাহার চারিদিকে প্রাণপণ যত্নে শ্রদ্ধা, শুচিতা ও শুদ্ধাচারের আবেষ্টন সৃষ্টি করিতে হইবে। সে যাহাতে আদর্শভ্রষ্ট, অভিমানগ্রস্ত এবং দুর্ব্বলতা-কবলিত হইয়া ক্ষয়শীল না হয়, তার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। অনেকে এই মহৎ তত্ত্ব জানে

না। সেই জন্যই পরমার্থ-ভ্রাতা-ভগিনীদের সঙ্গ পাইয়াও কোনও দিক দিয়া উন্নতি আহরণ করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ মুসূরী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন লাগাইয়া রাখিবে। ভগবানের নাম অন্তরে নিয়ত জাগাইয়া রাখিয়া সংসারে চলিবে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল হইবে। তাঁহার করুণাকে জীবনময় উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবে, ইহাই থাকুক তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবার অধীন হইয়া করিতে চেষ্টা পাইবে। সংসারের প্রত্যেকটী প্রাণীকে ভগবানের দূত ভাবিয়া তাহার প্রতি স্বকীয় কর্ত্তব্য অবিচলিত নিষ্ঠায় সম্পাদন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ মুসূরী

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নাম-সাধনার আনন্দে মনটীকে নিরন্তর ডুবাইয়া রাখ। নামে বিশ্বাস ও ভক্তি তোমাদের উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলের প্রতি তোমরা প্রেমভাব পোষণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ মুসূরী

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কয় ভাই পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া চলিও। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি অবিচলিত স্নেহ-শ্রদ্ধায় কর্ত্তব্যপালন করিও। তোমাদের পুণ্যশ্লোক পিতার প্রতিটি স্বর্গীয় সদ্‌গুণ নিজেদের চরিত্রে অনুশীলন করিতে যত্ন পাইও। তোমাদের পারস্পরিক সহায়তায়

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

যে একটা পরিবারের কৌলিক গৌরব গগনস্পর্শী হইতে পারে, এই বিশ্বাস ও চেষ্টা রাখিও।

সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ সম্পর্কেও তাহাই কথা। গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া একজন একজনের কারবারে ঢুকিল এবং পরে সমস্ত ব্যবসায়টীকে একবোরে মাটি করিয়া দিয়া ভাগ্যান্বেষণে অন্য দিকে ছুটিল,—ইহা সঙ্ঘের মহিমাবর্দ্ধক নহে। অভিভাবকহীন বিবাহপাগল গুরুভাইয়ের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিবে বলিয়া নানা মধুভাষণে তাহার টাকার থলির ওজন কমাইল, পরে অসৌহৃদ্য হইল,— ইহা সঙ্ঘের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। গুরুভাই গুরুভাইএর জন্য ত্যাগই করিবে, একে অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা পাইবে না,—ইহাই আদর্শ সঙ্ঘ। তোমাদের সঙ্ঘে কোথাও কোথাও "গুরুভ্রাতা" পরিচয়টীকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা সঙ্ঘের গুরুতর অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইহা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

যেখানে তোমাদের একটী মাত্রও গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনী আছে, সেখানকার সহিতই তোমাদের জেলার প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রাণবন্ত যোগাযোগ রাখিবার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সে যে একস্থানে একা, ইহা যেন সে অনুভব করিতে না পারে। সে একা নহে, এই বোধ তাহার মনে আসিবামাত্র তাহার দ্বারা অজানিতে অভাবনীয় কার্য্য সুরু হইয়া যাইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। সকলস্থানের বিচ্ছিন্ন ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে

সমাজ-কল্যাণের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টায় তোমরা নাম। বন, পর্ব্বত, চা-বাগিচা, বাজার, বন্দর, গ্রাম, বস্তি, সহর সর্ব্বত্র তোমরা এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

মুসূরী
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমগ্র ধরিত্রীকে প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, এই সঙ্কল্প গ্রহণ কর। জগৎ হইতে সীমাহীন দুঃখপুঞ্জ দূর করিবার ব্রত নিয়া যেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষেরা আত্মসুখের দিকে তাকাইবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পাইলেন না, তাঁহাদের চরণাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। মৌন মুখে ভাষা, দীর্ণ স্তব্ধ উৎপীড়িত দীন বক্ষে আশা তোমাদের ফুটাইতে হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিও। একা চলিয়া সুখ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে নিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব। ইহা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবদ্‌ভক্তির বলে তোমরা সমদর্শী হও। ভগবানকে যে ভালবাসে, ভগবানের প্রত্যেকটী সৃষ্টিতে সে ভগবানকে দেখে। তাই সে কাহাকেও ছোট বলিয়া ভাবিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড তখন ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

গুরুভক্তির বলে তোমরা সমদর্শী হও। গুরুতে যার নিষ্ঠা, সে গুরুভাইমাত্রকেই প্রাণের অধিক জ্ঞান করে। সামাজিক উচ্চ-নীচ-বোধ তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায়। সে আপনা আপনি সমদর্শী হয়।

প্রতিজনে তোমরা সাধন-পরায়ণ হও, সদাচারী হও, সততা-পরায়ণ হও, সরল, অকপট, অনাড়ম্বর হও।

তোমাদের জেলাতে আমাদের কাজ বেশী হয় নাই। মঙ্গলবাঁধের ব্যস্ততায় আমিও নিজে ঐদিকে দৃষ্টি দিতে পারি নাই। আমার শ্রমের অভাব তোমাদের শ্রম দিয়া পূরণ হওয়া সঙ্গত মনে

করি। অন্ততঃ, পিতা তাহার পুত্র-কন্যাদের নিকটে ইহা প্রত্যাশা করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গৃহে তোমরা ঈশ্বরের বাণী লইয়া হাজির হও। কোনও গ্রামকেই ক্ষুদ্র মনে করিও না, কোনও গৃহকেই অবহেলার যোগ্য ভাবিও না, কোনও মানুষকেই অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ বা জড়পিণ্ড জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিও না। রাজা ও ভিক্ষুক, সাধু ও পাপিষ্ঠ, পরাক্রান্ত ও দুর্ব্বল, মেধাবী ও নির্ব্বোধ, বিদ্বান ও মূর্খাধম, সকলকেই সমাদরে কাছে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক গৃহে তোমাদের কাজ করিতে হইবে, প্রত্যেকটী জীবের প্রাণে প্রেমের অনল জ্বালিতে হইবে।

তোমরা গৃহস্থ। তোমরা প্রতি জনে সস্ত্রীক উচ্চাকাঙ্ক্ষার

অনুশীলন করিবে। নিজ নিজ মাতা, কন্যা, ভগিনী, পত্নী প্রত্যেককে সত্যপ্রচার ও শান্তিপ্রসারের কাজে লাগাইয়া দিবে।

চারিদিকে ক্ষুদ্রবৃহৎ যত প্রতিষ্ঠান জগৎ-কল্যাণের কথা ভাবিতেছেন, তাঁহাদের সৎকার্য্যাবলির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় রক্ষা করিবে এবং তাঁহাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেরা নিয়ত লাভবান্ হইবার চেষ্টা করিবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষান্ধতায় তাঁহাদের গুণাবলির যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে যেন তোমরা কখনও অক্ষম না হও। স্ব-ভাবানুপ্রাণিত প্রতিটি প্রাণীর সহিত প্রাণময় সংযোগ রক্ষা করিবে এবং অন্যান্য সাধুচরিত ভ্রাতার সহিত তাহাদের পরিচয়-বিধান করিয়া দিবে। ধর্ম্মের নামে যে যে স্থানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের গন্ধমাত্র পাইবে, সেখান হইতে দূরে সরিবে। কিন্তু অপ্রেম লইয়া নহে। প্রেমসহকারেও বিচ্ছেদ রচনা করা যায়। তবে তাহা মনের বিশেষ বল-সাপেক্ষ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের জেলার সদর সহরে তোমাদের যে সম্মেলনটী হইয়া গেল, আশা করি, তাহা হইতে তোমরা সকলে যথোচিত প্রেরণা এবং যথেষ্ট উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া যার যার গৃহে ফিরিয়াছ। কোথাও কোনও সম্মেলন হইলে, তাহা দ্বারা স্থানীয় কল্যাণ খুব বেশী নাও হইতে পারে। অবশ্য, ইহার ব্যতিক্রমস্থল যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু প্রধানকুশলটা লাভ হয় সেই সকল স্থানের, যে যে স্থান হইতে ধীমান্ প্রাণবান্, অপরের প্রাণে নিজের প্রাণের অনল সঞ্চারণে সমর্থ প্রতিনিধিরা যোগদান করিয়া থাকে। ইহারা ইহাদের উন্মুখ মনের প্রদীপটীতে আগুন ধরাইয়া আনে এবং নিজ দেশে ফিরিয়া ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রতিটি কুটীরে পূজার প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। ফলে, সম্মেলনের বৃহত্তর সুফল বৃত্তাকারে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

তোমরা চতুর্দ্দিকের সকলকে লইয়া এক এক স্থানে মিলিত হও। সম্মেলনের অনুষ্ঠানকে লঘুতর দৃষ্টিতে দেখিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নেতা হইয়া নহে, সেবক হইয়া তুমি তোমার সহকর্ম্মীদের পরিচালন করিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই দেখিবে, তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইবে। কর্ত্তায় কর্ত্তায় কলহ হয়, সেবকে সেবকে তাহা হয় না, হয় মিলন। সেবকত্ব যত অকৃত্রিম হইবে, মিলন তত গভীর হইবে।

ভাগবত-পাঠক মহাশয়ের বিরোধিতার ব্যাপার নিয়া তোমরা কোনও আলোচনাই তুলিও না। তোমরা বরং প্রবল বিক্রমে চতুর্দ্দিকে নিজেদের আদর্শপ্রচারের বিপুল অভিযান আরম্ভ কর। বিরুদ্ধ প্রচারকারীরা তোমাদের সংঘের ব্যাপক বৃদ্ধিতে আপনিই স্তব্ধ হইয়া যাইবেন।

তোমাদের ওখানে যে সম্মেলন করিতে যাইতেছ, তাহাকে মহোৎসবের আকার দিও না। চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি হইতেও প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যোগ দিতে বাধ্য কর। কারণ, এই সম্মেলনের দ্বারা ঐ সকল স্থানে এমন এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে, যাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। খিচুড়ী-মহোৎসবের ফল স্থায়ী হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ — মুসুরী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

২২শে বৈশাখ পুপুন্‌কী হইতে ডিব্রুগড়ের এক প্রিয় পুত্রকে লিখিয়াছিলাম,—

"শিক্ষার সহিত জীবিকা ও চরিত্র এই দুই জিনিষেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিক্ষা-সম্পর্কিত আমার যাবতীয় ধ্যান এই দুইটী জিনিষকে জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সমান গতিতে এক লক্ষ্যে চলিতেছে। আমার ভ্রমণ-বহুল ব্যস্ত জীবনের মধ্যে তোমরা দেখিয়াছ ভাষণদানরত এক অসাম্প্রদায়িক সদ্ভাব-প্রচারকের মূর্ত্তি। কিন্তু তোমরা কেহই জানিবার অবকাশ পাও নাই যে, শিক্ষার আমূল সংস্কারের কি প্রয়াস চলিতেছে আমার ধ্যানের জগতে। মঙ্গলবাঁধের সহিত সেই ধ্যান বড়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।"

এই মঙ্গলবাঁধের কাজে অতিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়া আমি এখন বিশ্রামের জন্য মুসুরীতে আসিয়াছি। এখন তোমাদিগকে আমার আর বলিবার কি আছে?

যে গ্রামে একটী মাত্রও সমধর্ম্মী আছে, সেখানেই চারিদিক হইতে তোমরা গিয়া স্থানীয় সজ্জনদের সহযোগে একটী অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া দিয়া আইস।

দূরে বা নিকটে বিচ্ছিন্ন বা অজানিত ভাবে যেখানে যে গুরুভাই গুরুবোন্ আছে, প্রত্যেককে খুঁজিয়া বাহির কর এবং নিকটবর্ত্তী সকল মণ্ডলীর সহিত তাহাদের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দাও। সর্ব্বজনের সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অনুষ্ঠানের সহিত তাহারা স্বতঃ পরতঃ যুক্ত থাকিতে বাধ্য হউক। ইহা দ্বারা মণ্ডলীগুলিও লাভবান্ হইবে, তাহারা নিজেরাও অপরিমিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধার হইবে। তাহাদিগকে দৈনিক ঈশ্বরোপাসনা করিতে উদ্বুদ্ধ কর, তাহাদের ঘরে ঘরে সাধন-ভজনের একটা অপরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি কর, বিরূপ মনোভাবাপন্ন মূর্খ গুরুভাইদিগকে অখণ্ড-সংহিতা বারংবার পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে জগাই-মাধাই উদ্ধার কর। তোমাদের দুই একটী ধৃষ্ট গুরুভ্রাতাকে বলিতে শোনা গিয়াছে,—"শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কত জগাই-মাধাই উদ্ধার করিলেন, আমাদের বাবামণি কাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন?" প্রশ্ন শুনিয়া রুষ্ট হই নাই। হাসিয়া বলিয়াছি, "আমার মর-শরীরের মৃত্যুর পরে দুই চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইতে দাও, তখন তোমাদের জগাই-মাধাইয়ের তালিকাটী নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন হইবে না। কিন্তু আমি কি করিলাম, তাহাতেই আমার গৌরব নহে। তোমরা যে প্রতি জনে শত শত জগাই-মাধাই উদ্ধার করিবে, আমার জীবনের সমস্ত সাধনার উহাই হইবে সুমহত্তম কৃতিত্ব।" তোমরা সেই পুণ্যে পুণ্যবান্ হও। তোমরা প্রতি জনে জগদুদ্ধারকারী মহাপুরুষ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

মুসূরী
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংগঠন মানে সম্যক্ রূপে গঠন। হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহাদিগকে সাধন-ভজনে রুচিসম্পন্ন করার চেষ্টার নাম সংগঠন। দশজনে মিলিয়া যে সৎকার্য্য সাধনে চেষ্টিত হইয়াছে, প্রতিজনকে সেই কাজে লাগাইতে অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবার নাম সংগঠন। সকলের সকল শক্তি একত্র করিয়া একদিকে একই সময়ে প্রয়োগ করিবার ব্যাপক আয়োজনের নাম সংগঠন। বিরুদ্ধ ও বিরূপ প্রচারের দ্বারা যাহারা কর্ম্মের ক্ষেত্রগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে, শতবার পূর্ণোদ্যমে আদর্শপ্রচারের দ্বারা তাহাদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া প্রতিটি সদাত্ম পুরুষ-নারীকে মহৎ কার্য্যে অগ্রসর করিয়া দিবার ধারাবাহিক চেষ্টার নাম সংগঠন।

শিলচর, লঙ্কা ও তেলিয়ামুড়ার সম্মেলনের পরে তোমাদের এখন কাজ গ্রামে গ্রামে। প্রতি গ্রামে তোমরা সংগঠন-কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছ কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ

মুসুরী
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে দুই জনে এবার অনেক তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তীর্থদর্শন তোমাদের বিমল মিলন সাধন করুক। গৃহে থাকিয়া তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে মতের আর মনের অমিলে অশান্তিতে দগ্ধ হইয়াছ। তীর্থদর্শনের ফলে তোমাদের উভয়ের মনের আবিলতার বিনাশ হউক, তোমরা গৃহটীকে শান্তির নীড়ে পরিণত কর। বাহির না দেখিলে অনেক সময়ে ভিতরের পরিচয় হয় না, দেশ না ঘুরিলে নিজের ঘরকে চেনা যায় না। এবার তোমরা ঘর চিনিয়া লও এবং একে অপরকে শক্তি যোগাও।

বারাণসী ও হরিদ্বার তোমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। বারাণসী ও হরিদ্বার তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমাদের মধ্যে অবিরাম তীর্থের পবিত্রতা বিরাজ করুক। তোমরা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ হইয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

মুসুরী
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত গৃহহীন, পরিজনহীন, সহায়-সম্পদহীন তোমাদের ভাগ্য নিয়া সরকারী দায়িত্বশীল লোকেরা কি যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছেন, ভাবিয়া পাই না। তবে, তোমরা আমার সন্তান। দমিয়া যাইও না। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে গিয়াও স্মরণে রাখিও, তোমাদের লয় নাই, ক্ষয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ

মুসুরী
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী সরকারী চাকুরী পাইয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, এই চাকুরী তোমার সকল উন্নতির সহায়ক হউক। সতর্ক ভাবে চতুর পুরুষ সহযোগীদের কৌশল এড়াইয়া

নিজের পথে দৃঢ়পদে চলিও। তোমার শুচি মন ও নিষ্পাপ দেহ তোমাকে দিনের পর দিন অধিকতর উন্নতি দান করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ

মুসুরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিদ্যার্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দুইটীকে পরস্পরের পরম সহযোগী রাখিয়া বীর-বিক্রমে জীবনের পথ চল। আলেয়ার আলোর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মকে ব্যর্থ হইতে দিও না। সঙ্কল্প কর, সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া তোমরা মানুষ হইবে, জগতের বুকে উন্নত শিরে দাঁড়াইবে। পড়িতে পড়িতেও তোমরা উঠিয়া দাঁড়াইবে, দাঁড়াইতে গিয়া পুনঃ পড়িয়া যাইবে না। সর্ব্বশক্তি লইয়া কেবল অগ্রগতির দিকে পথ চল। ভগবদ্‌ভক্তি আর আত্মবিশ্বাস, এই দুইটীকে করিয়া লও নিত্যসাথী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ

মুসুরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বামীকে তাহার প্রতিটি সৎকার্য্যে জীবন দিয়াও যে করে সহায়তা, সেই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। তুমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হও। তোমার ভিতরের পরমা শক্তিকে তুমি ঈশ্বর-প্রেমের মধ্য দিয়া জাগরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ

মুসুরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সৎচেষ্টা ও সাধু ইচ্ছা তোমাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ করি। পুত্রকন্যাদের ভিতরে নিয়ত এই ধারণাই অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে যে, সৎ থাকিয়া বরং

জীবনে ক্লেশও ভোগা ভাল, তবু অসৎ পথে চলিয়া উন্নতির প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বদা নামে মন লাগাইয়া রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুঃসময়ে পড়িয়াছ বলিয়া দুর্ব্বলতায় হেলিয়া পড়িও না। সকল বিপত্তির মধ্য দিয়াও, সহস্র বজ্রপাতের ভিতরেও মেরুদণ্ড সোজা করিয়া পথ চল। নামে অসীম নির্ভর দাও। নামে প্রেম ও শক্তি জাগিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রোগে পড়িয়া হা-হুতাশ করিও না। কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক,—"আমি সুস্থ হইব, সবল হইব, দীর্ঘায়ু হইব এবং সেই স্বাস্থ্য, সেই সবলতা, সেই পরমায়ু জগতের কল্যাণে নিয়োগ করিব।" কেবল অবিরাম জপিতে থাক,—"সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু", আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান জমাইতে থাক, স্বাস্থ্যই ভগবান্, সবলতাই ভগবান্, পরমায়ুই ভগবান। ভগবানকে ইহাদের সহিত অভিন্ন এবং ইহাদিগকে ভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া ধ্যান কেবলই জমাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তিল মিলিয়া তাল হয়, বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হয়। ক্ষুদ্র সেবাও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকিলে স্থায়ী এবং বৃহৎ কল্যাণ সাধন করে। তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছ। যদি সুদীর্ঘকাল নিয়মিত প্রযত্নে তোমাদের ত্যাগের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রুচি এবং সাবলীল সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে তোমরা এক মহান্ বিস্ময় সৃষ্টি করিবে। প্রায় প্রত্যেকেই কেবল

নিজের দিকে তাকাইয়া পৃথিবীটাকে দেখে বলিয়া তাহাদের প্রকৃত শক্তির পরিমাপ করিতে পারে না, নিজেদিগকে একান্ত অক্ষম ও নিদারুণ দুর্ব্বল বলিয়া ভাবে। কিন্তু বহু-বিস্তৃত স্থানে তোমাদের যে গোষ্ঠীবিস্তার ঘটিয়াছে, সামগ্রিক ভাবে তাহার পানে তাকাইয়া যদি তোমরা চল এবং তদুচিত ভাবে কাজ কর, তবে তোমরা সমগ্র পৃথিবীকে অবাক্ করিয়া দিবার মতন অনেক অসাধারণ কার্য্য করিতে পারিবে। রাখো ভগবানে ভক্তি, রাখো নিজেদের কর্ম্মশক্তিকে অনলস ও উদ্যত। আর, এই সকলের মূলে স্থাপিত কর অনাদি-অনন্ত-কালব্যাপী সর্ব্বজনসুখ-কামনাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নানা দেশে নানা বিপর্য্যয় সহিয়া নানা অবান্তর অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্য দিয়া কোনও প্রকারে ত্রিপুরা-রাজ্যে আসিয়া একটী স্থানে স্থিতি লাভ করিয়াছ। পরিবারস্থ প্রত্যেকের মনে এই সঙ্কল্প প্রবেশিত করিয়া দাও যে, কেহই অপ্রিয় অতীতের পানে তাকাইয়া জীবনের পুণ্যময়

ভবিষ্যৎ-আলেখ্য-রচনাকে শ্লথগতি করিবে না। নামে মন রাখিও, সকলকে ভগবানের নামে রুচিসম্পন্ন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, ও স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মঙ্গলময় ভগবানের নামে তোমাদের নিষ্ঠাভক্তি দিনের পর দিন প্রবর্দ্ধিতই হইতে থাকুক। সংসারের সহস্র চঞ্চলতা ও বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যেও তোমাদের মন ভগবানের চরণে সুস্থির থাকুক। চতুর্দ্দিকে যে সকল সমসাধক আছে, তাহাদের সহিত সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও কার্য্যকর সহযোগ রক্ষা করিও। ইহা দ্বারা স্বতঃপরতঃ জগতের কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কেহ কেহ পাহাড়ীদের মধ্যে আমার ভাবী কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য আগ্রহী হইয়াছ। সেজন্য অল্প অল্প কাজও করিয়াছ। আমার সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী যেন প্রচারিত না হয়। আমি ও সাধনা আগামী শীতে পাহাড়ীদের মধ্যে আসিবার ইচ্ছা করি। তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে পাহাড়ীদের ঘরে ঘরে আমাদের অনাবিল আদর্শের প্রচার। আমার মহিমার প্রচার নহে, আমাদের সর্ব্বজীবে সমদর্শিতার বাণী প্রচার। তোমরা তাহা না করিয়া আমার সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী সব প্রচার করিতে থাকিলে তাহার ফল পরিণামে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। আমি কাহারও পূজা চাহি না, আমি চাহি জগতের প্রতিজনের কর্ণের মধ্য দিয়া সৎকথা, সৎসঙ্গীত, সদালোচনা, সৎসঙ্কল্প, সৎপ্রয়াসের কাহিনী শুনিতে। তোমরা পাহাড়ীদের শুধু প্রেমের বাণী শুনাও, আমার পূজা-প্রবর্ত্তনের ভ্রান্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সৎকাজে সহযোগ রক্ষার মধ্যে চিত্তের যে শুদ্ধতার পরিচয় আছে, নিয়মমত সাধন-ভজন করিলেই তাহা সম্ভবে। প্রত্যেককে তোমরা সাধন-ভজনে আগ্রহশীল করিও। সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিলে মানুষের মন মরুভূমি হইয়া যায়। প্রেম কেবল মুখের কথাতেই জাগে না, প্রেম জাগে ঈশ্বরসাধনের ফলে।

সৎকাজে সংঘবদ্ধতা বিশেষ শক্তির প্রকাশক। এই জন্যই বলা হইয়াছে, সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে। তোমরা সহস্র জনে এক কথায় মিলিবার অভ্যাসটী অনুশীলনের দ্বারা পাকা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুচ্ছ ব্যাপারকে বৃহৎ করিতে গেলে অনেক সময়ে বৃহৎ

ব্যাপার তুচ্ছ হইয়া যায়। নিজেদের মধ্যে অপ্রেম রাখিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যুবকদের মধ্যে এখন তোমরাই সবচেয়ে বড়। দীক্ষা নিবার কালে মাত্র আঠারো বছর বয়স তোমার ছিল, এখন তোমাদের মত একটু বয়স্ক যুবকদিগকেই স্থানীয় কিশোরদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রের আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। তোমরা প্রতিজনে দ্রুত মিলিত হইয়া যাও এবং কাজে লাগ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় পরিহার করিয়া মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া নবীন কিশোরদের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের কাজে লাগিয়া যাও, সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ চরিত্রে এই দুই সুমহতী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হও। পরোপকার করিতে গিয়া মানুষের আত্মোপকার হয়, যদি মনের মধ্যে গুরুগিরির ভাব না থাকে। নিজেকে কখনও সৎ ও মহৎ কার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া ভাবিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেকে অসমর্থ ও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া আত্মগঠনে বিরত রহিও না। জীবনের কোনও অবস্থাতেই আরও উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি আমার সন্তান। আমার সন্তানের হতাশা ও দুর্ব্বলতা অশোভন।

যুবকদের মধ্যে দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজে হতে দাও। তোমরা সকলে এক নূতন যুগসৃষ্টির আন্দোলনে যোগ দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া তোমরা একদল লোক আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমরা এই কয়জনে মিলিয়া ইচ্ছা করিলে একটা

বিরাট ধর্ম্মান্দোলন পরিচালন করিতে পার। যে আন্দোলনে অন্যমতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ, আক্রোশ ও হিংসা নাই, অথচ মানুষ-মাত্রকেই তাহার আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল আবেদন আছে, তোমরা সেই আন্দোলন উপস্থিত কর। একটা স্বরূপানন্দ একা থাকিয়া জগতে বিস্ময়কর কীর্ত্তি রাখিয়া গেলে তোমাদের কেবল গল্প করিবারই সুযোগ হইবে। অন্য কোন্ লাভ তাহাতে হইবে? আমি চাহি, তোমাদের প্রতিজনের বাহুতে স্বরূপানন্দের উদ্যত বাহু কাজ করুক, তোমাদের প্রতিজনের কণ্ঠে স্বরূপানন্দের বজ্র-কণ্ঠ গর্জ্জন করুক। তোমরা প্রত্যেকে এক একটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্বরূপানন্দ হইয়া আমার জীবনব্যাপী শ্রম ও সাধনার অনুসরণ কর, নিজেরা পরমোন্নতি লাভ কর এবং জগৎকে লাভবান কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমরা একপরিবারভুক্ত এবং আত্মীয়েরা

মিলিয়া সাত আট জনে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলে। দীক্ষাদানকালে নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে জগৎকল্যাণে রত থাকিতে হইবে, কেবল জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্প করিলেই চলিবে না। মানুষ দীক্ষালাভকালের উপদেশ ভোলে না, আশা করি তোমরাও ভোল নাই। সেদিন দ্বিশতাধিক দীক্ষার্থীর ভিড়েও আমি একথা বলিতে ভুলি নাই যে, তোমাদের যেন গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যাবর্দ্ধনের দিকে রুচি না যায়, প্রত্যেকের রুচি যেন যায় সাধন করিয়া অপার বলসঞ্চয় করিবার দিকে। আর একটী কথা বলিতেও ভুলি নাই যে, তোমাদের জীবন জগৎ-কল্যাণের জন্য এবং নিজেদের সাংসারিক সহস্র দুর্যোগ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও সর্ব্বদা লোককল্যাণ প্রয়াসের সহিত নিজেদিগকে যুক্ত রাখিতে হইবে। আজ পুনরায় সেই কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তোমরা দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং চারিদিকে আত্মশুদ্ধির আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রসারিত করিবার কাজে হাত দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক সময়ে খদ্দর গেরুয়ার সম্মান পাইয়াছিল। খদ্দরধারীদিগকে গেরুয়াধারী ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় শ্রদ্ধেয় জানিয়া মানুষ কেবল তাঁহাদিগকে বিশ্বাসই করে নাই, শ্রদ্ধাই করে নাই, পূজাও করিয়াছিল। কিন্তু বসনে ত' সম্মান নাই, সম্মান আছে আচরণে। রাবণ গৈরিক পরিধান করিয়াই সীতা-হরণ করিয়াছিল। খদ্দর পরিয়া তেমন বহু ব্যক্তি চৌর্য্য, দস্যুতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, দেশদ্রোহিতা এবং মানবদ্রোহিতা করিতেছে। ইহাতে খদ্দরের সম্মানহানি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা খদ্দরধারীমাত্রকেই চোর-জুয়াচোর মনে করিও না।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাগল হইয়া মানুষ কখনো জটাধারণ করে, ফোঁটা-তিলক কাটে, কখনো খদ্দর আর গান্ধীটুপী ব্যবহার করে। তোমাদের সংগ্রাম মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে, যাহা স্বার্থসাধনের জন্য পরানিষ্ট, দেশদ্রোহিতা বা মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মানুষ স্বার্থপর বলিয়া দুঃখ করিও না, তাহার স্বার্থপরতা ঘুচাইবার জন্য তোমাদের কল্যাণ-কর্ম্মকে প্রতিটি গৃহের সূতিকাগার পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে হইবে। তোমরা শিশুদের ধর, তাহাদের ধরিয়া মানুষ কর। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়েরা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে, ইহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহাদের পিছনে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় না করিয়া তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া শিশুদের মধ্যে কাজ আরম্ভ কর। কোনও অনিষ্টকে সমূলে উৎখাত করিতে হইলে, মহতী বিপর্য্যয়-সম্ভাবনা হইতে দেশ, জাতি ও জগৎকে দীর্ঘকাল নিরাপদ রাখিতে হইলে, ইহাই মৌলিক এবং সুনিশ্চিত ফলপ্রদ পন্থা।

যে কয়বার গিয়াছি, আমি তোমাদের অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছি ঝড়ের বেগে। কেহ বাতাসের তোড়, কেহ ধূলির ঝঞ্ঝা, কেহ বজ্রের গর্জ্জন, কেহ ক্ষণিকা দামিনীর কণিকা আলোক মাত্র দেখিয়াছে, শুনিয়াছে বা বুঝিয়াছে। আমাকে কেহ বুঝিল কৈ? ভিত্তির তলা হইতে যেই জনসেবকটী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিলে তিলে স্বাস্থ্য ও পরমায়ু বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার অন্তরের অমল আবেগটী লোকের মনে পৌঁছিল কৈ? তোমরা বাবা আমাকে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রায়ই অভিনন্দিত করিলে এবং ক্লান্ত হইলে, কিন্তু আমার ভাব ও বাণীকে প্রত্যেকটী মানুষের নিকটে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য একনিষ্ঠ প্রযত্ন করিলে কৈ? সেই ভুলিয়া-যাওয়া অতি জরুরী কাজটীই আজ তোমাদের হাতে নিতে হইবে। হউক না নানা রকমের মতবাদের প্রচার, তবু তোমরা তরুণ কিশোরগুলির ভিতরে প্রবেশ কর। যাহারা মণ্ডলীতে উপাসনায় আসে না, নেতৃত্ব চাহে কিন্তু কর্ত্তব্যপালন করে না, তাহাদের দিকে তাকাইয়া সময় নষ্ট করিও না। তোমাদের মধ্যে কচি কাঁচা তরুণ যাহারা আছে, একে একে তাহাদের প্রতিজনকে বাঘের মত ধর, তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারে লাগিতে হইবে। একজনকেও আজ আর বসিয়া থাকিতে দিতে পার না। বয়স্কেরা বনে গিয়া পাখী মারিয়া বনভোজন করুক, সামর্থ্যবানেরা ঘরে বসিয়া তাস পিটুক আর ব্রীজ খেলুক, ধনবানেরা সমাজের প্রকৃত কল্যাণে কৃপণতা অবলম্বন করুক,—সেই দিকে দৃষ্টিমাত্রও দিবে না। তোমরা তরুণ

কিশোরগণের মধ্য হইতে কর্ম্মী বাহির করিয়া চারিদিকের শত শত বালকগণের মধ্যে সংযম ও সদাচারের আন্দোলন চালাইতে সুরু কর। কিছুকাল পরেই লক্ষ্য করিবে যে, উজান নদীতে জোয়ার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যেখানে যাই, সেখানেই যে দীক্ষার্থীদের একটা কল্পনাতীত ভিড় হয় এবং দীক্ষা নিবার পরে ইহারা আর সাধনে মনোনিবেশ করে না, এই অতীব অবাঞ্ছনীয় অবস্থাটার প্রতীকারকল্পে ভবিষ্যতে দীক্ষাগৃহে সহজে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে একটা প্রস্তাব তোমাকে বিগত শিলচর-সম্মেলনে আলোচনা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম, সম্মেলনের কার্য্য-বাহুল্য হেতু তাহা আলোচিত হয় নাই জানিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। চাণক্য বলিয়াছেন,—অজাতমৃত-মূর্খেভ্যোঃ মৃতাজাতৌ সুতৌ বরং—যে মরিয়া গিয়াছে আর যে জন্মে নাই, তাহারা বরং ভাল, কারণ কুপুত্রের ন্যায় তাহারা যাবজ্জীবন দহন করে না। দীক্ষিত হইল, আদর্শ-পালন করিল না, ইহা তাজ্জব ব্যাপার। কোন্ সার্থে ইহাদের দীক্ষা দিলাম? কেন ইহারা গোড়াতেই দীক্ষা নিতে বিরত রহিল না? যে দীক্ষিত হইবে, তাহাকে আদর্শপালনও করিতে হইবে। দীক্ষা একটা ছেলেখেলা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

পরমকল্যাভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। শ্রীমান্ রাজেন্দ্র চন্দ্র শুক্লবৈদ্যের আর কেহ ছিল না, তাহার মৃত্যুতে তোমরাই তাহার আপনার জন হইয়া সমবেত উপাসনার দ্বারা তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলে, এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যাহার কেহ নাই, আমরা যেন তাহার আপনার আপন হইতে পারি। ইহা যেন আমাদের জীবনের ব্রত এবং সাধনার গৌরব হয়। আমরাও এখানে আগামী কল্য উহার আত্মার শান্তির জন্য সমবেত উপাসনা করিব। তোমরা যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের পরিচয় দিয়াছ, সেই প্রেম অক্ষয় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নাগা-উৎপাতে মরিয়ানি হইতে লামডিং পর্য্যন্ত কয়েকদিন ট্রেণ

চলাচল বন্ধ থাকায় তোমাদিগকে যে অসীম ক্লেশ স্বীকার ও দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়া তিনসুকিয়া হইতে লঙ্কা-সম্মেলনে যাইতে হইয়াছিল, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে অন্য কাহারও কাহারও পত্রে জ্ঞাত আছি। তোমার বিস্তারিত পত্র পাইয়া সকল বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে জানিলাম। সৎ-কাজে দুঃসাহস করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। তোমাদের মত কর্ম্মীদের কেবল নিজ কর্ম্মস্থলটুকুতেই আটক না থাকিয়া দিকে দিকে উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইবার এবং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি কাজ করা সম্ভব, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। আমি আনন্দিত যে, লঙ্কাতে তুমি সকলকে প্রেরণা দিয়াছ এবং সকলের কাছ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছ। এই প্রেরণা স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। প্রেরণা-দান সহজ কাজ নহে কিন্তু প্রেরণাকে স্থায়ী করা নিশ্চিতই কঠিনতর। প্রেরণা স্থায়ী না হইলে কাজ শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হয় না, সকল শ্রম শুধু সোডা-ওয়াটারের বোতল খোলার শব্দে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

লঙ্কায় শিয়রে সর্প লইয়া সারারাত ঘুমাইলে। এ যে আমার পুপুন্‌কী আশ্রমের প্রথম জীবনের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। একটীও বিষহীন দুর্ব্বল প্রকৃতির সাপ ছিল না। তোমার মাথার কাছের সাপটীকেও যে দেখিয়াছে, কালসর্পই বলিয়াছে। পিতাপুত্রের জীবনে এ এক চমৎকার মিল। সর্প তোমাকে দংশন করিলে করিতে পারিত, আর করিলে ঠিক শিরেই দংশন করিত, মৃত্যু অনিবার্য্য হইত। তবু

দংশন করে নাই, মশারির বাহিরে শুইয়া সারারাত তোমার পাখার বাতাস খাইয়াছে। পাখা চলার সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে নাই। ইহা অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। পুপুন্‌কীতে আমরা গর্জ্জন শুনিতাম। ক্ষমাহীন রুদ্র রোষ লইয়া সাপগুলি রাত্রিতে শয্যার নিকটে ছুটিয়া আসিত। ছায়া চিত্র-পরিচালক ফণী বর্ম্মা পুপুন্‌কীর এই অবস্থাকে গল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কিন্তু "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছবির অংশ-বিশেষ তুলিবার কালে তাঁহারই সম্মুখে এক সর্প তার ওঝাকে মরণ-দংশন করিল। লোকটার চেতনা হারাইতে দশ মিনিটের বেশী লাগে নাই। তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, পুপুন্‌কীর গল্প কেবলই গাল-গল্প নহে, সত্য গল্প। মস্ত ফাঁড়া তোমার এক কাটিল। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ুঃ হও এবং জীবনকে সমাজ-মঙ্গল-কর্ম্মে ন্যস্ত করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হও।

শিয়রে সর্প সম্পর্কে অনেক গল্প শুনা যায়। তার সবগুলিই অলীক হইবে, এমন মনে করা চলে না। সাধারণতঃ যাঁহারা ভাবী জীবনে মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের সম্পর্কেই সর্প-ঘটিত অনেক কাহিনী শোনা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বকালের সম্পর্কেই ইহা সত্য। একদা আমার শৈশবে আমারও বিছানায় বিষধর সর্প পাওয়া গিয়াছিল এবং সে নাকি ফণা ধরিয়া আমার মাথার উপরে দীর্ঘকাল ছিল। ঘটনায় পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী এবং অন্যান্য পরিজন ও গুরুজনবর্গ চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইলেও সর্পকে কেহ তাড়া দেন নাই, তাহাকে নিজের খুসীমত

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

চলিয়া যাইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে আমার ভাবী জীবনের কোনও বিশেষত্বের সূচক বলিয়া, মনে হয়, কখনো ধারণাও করেন নাই। তাঁহাদের সংস্কারমুক্ত মন ইহাকে একটী অপ্রত্যাশিত অথচ তাৎপর্য্যহীন ঘটনা বলিয়াই সম্ভবত ধরিয়া লইয়াছিল। একদা সর্প আদিম ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য দেবপ্রতীক ছিল। আর্য্য-জাতি বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ নিয়া ভারতে প্রবেশ না করিলে আজও সর্পই ভারতের প্রধানতম পূজ্যবিগ্রহ থাকিত। তাহারই দরুণ হয়ত শিয়রে সর্পের ফণধর অবস্থায় অবস্থিতিকে অতিশয় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের দিক দিয়া বিচার করা হয় বলিয়া আমার মনে হয়।

যাহা হউক, নিশ্চিত মৃত্যু-সম্ভাবনা হইতে তুমি নূতন জীবন পাইয়াছ। তুমি তোমার আয়ুর প্রতিটি কণা ঈশ্বর-চিন্তায় আর জগৎ-কল্যাণে প্রয়োগ করিতে আগ্রহী ও কৃতসঙ্কল্প হও। ঘরের অসুখ-অশান্তি-অসুবিধা চিরকালই থাকিবে,....কখনো কমিবে, কখনো বাড়িবে, সংসার কখনো ঝঞ্ঝাটবর্জ্জিত হয় না। ইহার মধ্য দিয়াই পরমপ্রভুর অভিপ্রায় সত্য হইয়া উঠুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরি-ওঁ মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্যাগই জীবনের অমৃত। কিন্তু ত্যাগ অমনি আসে না, সাধন করিলে আসে। নিয়ত তোমরা ত্যাগের সাধনে লগ্ন থাকিও।

একতাবদ্ধ থাকিও। দলাদলি করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না।

পৃথিবীর সকল লোকের দুঃখ দূর করাই তোমাদের ব্রত হইবে। কেবল নিজের স্বার্থ লইয়াই মত্ত থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরি-ওঁ মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

জগতে সে-ই সত্যিকার জীবিত যে, কেবল নিজের জন্য বাঁচে না। আমাদের প্রতিজনের প্রাণে এই উদ্দীপনা জাগরিত হওয়া প্রয়োজন

যে, আমরা মৃত রূপে বিরাজ করিব না। মরার মত যাহাকে থাকিতে হইবে, তাহার এই পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের মনে এই চিন্তাটী জাগরিত করিয়া দাও।

তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তা, কর্ম্ম ও বাক্যে যদি না উপরিবর্ণিত আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে কেবল মুখের কথায় যে অন্যের মনে এই সকল চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে না, তাহাও মনে রাখিও।

ব্যক্তি যখন সঙ্ঘের মধ্যে নিজের সদিচ্ছাকে মূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা হয় অজেয় এবং অসীম-শক্তিধারিণী। এই জন্যই তোমাদিগকে প্রতি স্থানে মণ্ডলী স্থাপন করিয়া আত্মিক ও সামাজিক হিতকর্ম্ম করিতে বারংবার উপদেশ দিতেছি।

বহু স্থানে আবার তোমরা বৃদ্ধেরই মণ্ডলীসমূহের কর্ত্তৃত্ব বা সেবকত্ব গ্রহণ করিতেছ, যুবকদের রুচি ইহার প্রতি ধাবিত করা যাইতেছে না বা ইহাদের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা দর্শনে তাহারা সাহস করিয়া আগাইয়া আসিতেছে না। এই রূপ ব্যাপার যেখানে যেখানে ঘটিয়াছে, সর্ব্বত্রই কিশোর-সমাজে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের বাণী প্রচারের প্রচেষ্টায় ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কিশোর ও তরুণ যুবক-যুবতীদের ভিতরে পরিচ্ছন্ন জীবনের পবিত্র আদর্শময়ী পূতবাণী পরিবেশনের ও অকাতরে বর্ষণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই কথাটী সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র মনে করা ভুল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি মিলিত হইয়া মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিলে ঐক্য-বলে তাহারা জগতে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান নানা স্থানে ছড়াইয়া না পড়িয়া একটী স্থানে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইলে কুবেরের অসাধ্য কর্ম্ম তাহা দ্বারা সম্পাদন করা যায়। তোমরা ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া সকল ক্ষুদ্রদের মিলন-সাধনের চেষ্টায় বিশেষ লক্ষ্য দাও।

তোমাদের অঞ্চলের যুবকদের সমক্ষে আমি একটী মাত্র ভাষণ দিতে পারিয়াছিলাম, যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-সাধনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি আমার একটী কি দেড়টী ঘন্টার ভাষণে যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, প্রতিটী ছাত্রের কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে সেই বার্ত্তা শত শত বার শুনাইবার ব্যবস্থা তোমরা কর। বর্ত্তমান তরুণ কিশোরদের জন্য শ্রম করিলে সেই শ্রম তাহাদের ভাবী জীবনে একদা শতগুণে সার্থক হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরি-ওঁ মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের বিষয়ে তোমরা অবহিত হও। এই কাজ করিবার জন্য তরুণ কর্ম্মীদের মনোনীত কর। তরুণ যুবকদের মধ্যে তরুণোদ্ধারের প্রেরণা জাগাইয়া দাও। আজিকার বালক-বালিকারা ভবিষ্যতের অভিভাবক। তোমরা যে কাজ করিতে পারিবে না, আজিকার বালক-বালিকারা অনেকে তাহা সুদূর ভবিষ্যতে সম্ভব করিবে। এই কারণে তরুণ কর্ম্মীদের প্রতি তোমাদের তীব্র লক্ষ্য দেওয়া দরকার।

স্থানীয় মণ্ডলীর কাজ যাহাতে তোমরা নির্ব্বিবাদে চালাইতে পার, তাহার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রেম প্রয়োজন। কর্ত্তৃত্ব অধিকার করিয়া কেহ যদি কাজ না করে, তাহা হইলে সত্যই বড় ক্ষতি হয়। তোমরা প্রত্যেকে সেবক হইতে চেষ্টা কর এবং মন হইতে কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া দিতে যত্ন নিও। অনেক মণ্ডলীতে অনাগ্রহী ব্যক্তিরা বৎসরের পর বৎসর সভাপতি বা সম্পাদক হইয়া রহিয়াছে, অথচ কাজের লোকেরা কাজ করিতে পারিতেছে না। খাপখোলা

তলোয়ারের মত তোমরা সর্ব্বদা উদ্যত থাকিবে। লোক দেখাইবার জন্য কোনও ভঙ্গিমার আশ্রয় কেহ কখনো নিয়ো না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরি-ওঁ মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একাকী একটা লোক কত কাজ করিতে পারে? কতদিনই বা পারে? হাজার লোকের চেষ্টার সঙ্গে নিজের চেষ্টাকে যুক্ত করিয়া দিতে পারিলে একজনেই আবার অভাবনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে।

এই একটী সরল সহজ সত্য তোমাদের অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মনে তোমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে পার নাই। ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। ক্ষুদ্র প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র নহে। অন্য দশটী ক্ষুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কৌশল জানিলেই সে ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ, নীচ হইয়াও মহৎ, দুর্ব্বল হইয়াও সবল, নগণ্য হইয়াও গণনীয়, মাননীয়, পূজনীয়। আমি আমার সমস্ত জীবন ছোটদের বড় করিবার কাজে ব্যয় করিয়া দিলাম, কিন্তু দেখিতেছি, ছোটরা বড় হইতে চাহে না।

নিজের তুচ্ছ স্বার্থের চিন্তা নিয়া যতক্ষণ বিব্রত ও ব্যস্ত থাকিবে, ততক্ষণ বড় হইলেও তুমি ছোট। সকলের স্বার্থকে চিন্তা করিবার অভ্যাস ছোটকেও বড় করে। কিন্তু তাহার অনুশীলন সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কে এই সৎপথের অনুসরণ করিবে? তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর। কেবল নীচ স্বার্থ নিয়াই সবাই চিন্তা করিবে, মানুষের এই দুর্গতিকে চিরকাল অব্যাহত থাকিতে দেওয়া যায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানে একটী অতি সুন্দর সাত্ত্বিক আবহাওয়া দিনের পর দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে দমকা হাওয়া আসিয়া সাত্ত্বিকতার দীপশিখাটুকুকে নিবাইয়া দিল। সহসা জনে জনে কলহ, বিভ্রান্তি ও অশান্তির উৎপত্তি হইল। সেই অবধি তোমাদের ওখানে কোনও রাজসিক অনুষ্ঠানও যোগ্যভাবে জয়যুক্ত হয় নাই। তামসিকতা যেন জেলার সুন্দরতম স্থানটিকে আবরিয়া ধরিল। ইহার কারণই বা কি, প্রতিকারই বা কি তাহা তোমাদের অনুসন্ধান করিতে

হইবে। সংখ্যায় তোমরা সেখানে অন্য অনেক স্থানের তুলনায় কম নহ, কেন তবে তোমাদের মধ্যে শক্তি-প্রকাশের প্রয়াস ও যোগ্যতা দেখা যাইবে না? তোমাদের সম্পর্কে আমার অনেক আশা, সেই জন্যই এই কয়টী কথা কয়েক বৎসর চুপ করিয়া থাকিবার পর আজ লিখিলাম। আমার পত্রে কেহ রুষ্ট হইও না। সকলে বরং আত্মনিরীক্ষণে আত্মশোধনে ব্রতী হও।

তোমাদের মধ্যে আত্মনিন্দন অত্যন্ত বেশী। এইজন্যই পুরাতনেরা নূতনদের সঙ্গে আর নূতনেরা পুরাতনদের সঙ্গে মিশিতে পারিতেছ না। অথচ মিলনের যে কি সুফল, তাহা তোমরা জান না, তাহা নহে। তোমরা কত অকারণে কত অর্থের অপচয় কর কিন্তু কোনও মহৎ প্রয়োজনে তোমাদের ত্যাগের রুচি দেখা যায় না। তোমরা কত অকারণে শারীরিক শক্তির অপচয় কর, কিন্তু কোনও স্থায়ী কল্যাণ সাধনে তোমাদের সকলের বাহু এক হয় না। একে অপরের নিন্দা করিয়া নিজেদিগকে নিজেরা পর করিয়া দিতেছ, অথচ কত তোমাদের সদ্‌গুণের সঞ্চয়, যাহার সদ্ব্যবহার করিলে তোমরা ত্রিলোক-পূজ্য হইতে পারে। শল্য কর্ণের সারথী হইয়া যুদ্ধের সহায়তা যাহা করিয়াছিলেন, তার শতগুণ শক্তিহানি ঘটাইয়াছিলেন নিয়ত কর্ণের শ্রবণে কর্ণ-নিন্দা ঢালিয়া ঢালিয়া। বিষপ্রয়োগে তত অনিষ্ট হয় না, আত্মজনের নিত্য নিন্দায় যে হানি ঘটে। তোমরা তোমাদের এই দোষের সমূল বিনাশ কর। পৃথিবীর বুকে আর

একবার নবোদিত সূর্য্যের কিরণ-মাধুরী নিয়া দাঁড়াও; দেখিতে দেখিতে তোমাদের তেজ মধ্যাহ্ন-ভাস্করকেও পরাজিত করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরি-ওঁ

মুসূরী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা কর্ত্তৃত্ববোধ ছাড়িয়া প্রতিজনে সেবকত্ব-বোধের দ্বারা পরিচালিত হও। কর্ত্তার সম্বল অহঙ্কার, সেবকের সম্বল প্রেম। তোমরা প্রেমের পূজারী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরি-ওঁ

মুসূরী

১লা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যাহাদের বুদ্ধির ভ্রমে এবং দূরদৃষ্টির অভাবে তোমরা একবার

মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গল-পাহাড়ে আসিয়া নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও অনাবাদি অরণ্য আবাদ করিতে বাধ্য হইলে, তাহাদেরই সৃষ্ট আইনের খুঁটিনাটি বিধানের বলে আবার তোমরা নিজেদের নবসৃষ্ট বাসভূমি হইতে সমূলে উৎখাত ও বিতাড়িত হইতেছ, এই সংবাদ শ্রবণে অন্তরের আবেগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। হস্তিপদতলে তোমাদের নূতন ঘর নূতন সংসার স্পৃষ্ট হইতেছে, বর্ষার অবিরল ধারে বারিবর্ষণের মধ্যেও তোমাদের ঘরের চালা টানিয়া নামান হইতেছে,—বৃক্ষতলে যাহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, তাহাদিগকেও জোর করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, এই সকল অন্যায় অচ্যাচার ও নিপীড়নের সংবাদে কোন্ মানুষ স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তবু যে সকলে নীরবে সহিয়া যাইতেছে, তাহা কেবল ভারত নূতন স্বাধীনতা পাইয়াছে বলিয়া। * * * আমার দুঃখ এই যে, এত উৎপীড়নের পরেও তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমানুশীলন করিতেছ না। প্রেম এক দুর্জ্জয় শক্তি। তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থের ক্ষুদ্রত্ব দূর করিয়া দিয়া সর্ব্বকল্যাণে সকলের বৃহত্তর স্বার্থের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। এই দুর্জ্জয় শক্তির সাধনায় তোমরা নামো। দেশ গিয়াছে, গৃহ যাইতেছে, তবু তোমরা প্রেমিক হও। তোমাদের যদি প্রেম থাকিত, ঐক্যও থাকিত। তোমাদের যদি ঐক্য থাকিত, প্রতিকারও হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরি-ওঁ মুসূরী

১লা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যতবার পত্র লিখিতেছ, প্রতিবারই উল্লেখ করিতেছ যে, তিন চারি মাইল দূরবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ মণ্ডলীর ভ্রাতারা তোমাদের সমবেত উপাসনার আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না, তোমাদের মহৎ আয়োজন স্বল্প কয়েকটী লোকের মধ্যে মিথ্যা হইয়া যায়। আমি উক্ত মণ্ডলীতে এজন্য তিরস্কারপূর্ব্বক পত্র দিয়াছিলাম। মণ্ডলীর প্রধানতম এক কর্ম্মী অদ্য জানাইয়াছেন যে, কেবল তাহাদিগকে দোষী করিলেই ত' চলিবে না, তোমরাও এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নহ। তিন চারি মাইল দূর হইতে তোমার ভ্রাতারা আসিয়া দেখেন যে, তোমরা সেখানকার জনসমাগমের ভরসাতেই বসিয়া রহিয়াছিলে, তোমাদের নিজের গ্রাম বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভ্রাতাভগিনীগণকে সমবেত করিতে চেষ্টা কর নাই বা পার নাই। তোমাদের যদি নিজেদের গ্রামেই প্রেম ও ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে কতক দিন পরে পরে দূরবর্ত্তী স্থানের মণ্ডলীগুলীকে বা ভ্রাতা-ভগিনীদের আমন্ত্রণ করিয়া কি লাভ হইবে বাবা? বাহিরের লোক আসিয়া ভিড় জমাইলে আড়ম্বরটি ভাল ভাবে হয় কিন্তু স্থানীয় লোকেরা যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে এই আড়ম্বরের সার্থকতা কি, তাহা আমাকে বলিতে পার?

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন,— "Love thy neighbours—প্রতিবেশীকে ভালবাস"। তোমরা অনেক দূরের লোকদের বেশী ভালবাসিবার চেষ্টা করিতেছ। তাহা হইলে ত' চলিবে না। নিজের গ্রামের প্রতিটি চিত্তকে সমবেত উপাসনায় উন্মুখ করিবার চেষ্টা তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে করিতে হইবে। ইহাতে সফল হও বা বিফলতা আহরণ কর, তাহা বড় কথা নহে, —চেষ্টাটী তোমাদিগকে করিতে হইবে। বাহিরের দূরবর্ত্তী মণ্ডলীর কর্ম্মীরা আসিয়া তোমাদের অনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যায় বা সর্ব্বদাই যোগদান করেন না বলিয়াই তোমরা সমবেত উপাসনার সুর আয়ত্ত করিতে পারিতেছ না, তোমাদের এই যুক্তির যৌক্তিকতা যাচাই করিয়া দেখ। তোমাদের চাই আগ্রহ। তোমাদের আগ্রহ দেখিলে দূরবর্ত্তী স্থানের কর্ম্মীরা অধিকতর আগ্রহ নিয়া ছুটিয়া আসিবেন, ইহা একটি স্বাভাবিক সত্য। নিজ প্রতিবেশীদের সহিত সকল প্রকার দলাদলি হইতে একেবারে দূরে থাকিয়া নিজের গ্রামে, প্রতিজনকে সমবেত উপাসনায় আকৃষ্ট কর। একমাত্র তোমার পরিবারস্থ কয়েকটী অপোগণ্ড শিশুকে নিয়াই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার কার্য্যটুকু বজায় রাখিবে, এই কূপমণ্ডূকতা পরিহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

(৮৩)

হরি-ওঁ　　　　　　　　　　　　　　　　মুসুরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্থানীয় যে সকল চতুর ব্যক্তি তোমার সহিত নানা ধর্ম্মালাপ করিয়া তোমার মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন বলিয়া লিখিয়াছ, তাঁহারা সম্ভবতঃ তোমার মুখ হইতে এমন সব কথাবার্ত্তা বাহির করিতে চাহেন, যাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা লোক-সমক্ষে এই কথাটী বেশ রংদার করিয়া প্রচার করা চলিবে যে, তোমরা পরনিন্দক, ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের আচার্য্যদের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ এবং নিদারুণ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। ঈর্ষ্যা, নিন্দা, সাম্প্রদায়িক নীচতা তোমাদের থাকা অশোভন, ইহা নিজেরা নিশ্চয়ই জান এবং সম্ভবতঃ এই সকল হীনতা হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিবার চেষ্টাও করিতেছ। ইহারই ফলে তোমাদের জনপ্রিয়তা বাড়িতেছে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ মক্ষিকারা ব্রণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তোমরা তোমাদের বাক্যে ও মনে ব্রণ সৃষ্টি হইতে দিও না। তাহা হইলেই সকল দিক সুরক্ষিত থাকিবে।

তোমাকে আবার নূতন একটা মন্ত্রে দীক্ষা দিবার সাধ যেই মহাপুরুষের রহিয়াছে, তাঁহাকে সাধু পুরুষ মনে না করিয়া সাধারণ লোক বলিয়া জ্ঞান করিও এবং সাধারণ ব্যক্তির কথা যেমন বিচার

করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হয়, তেমন করিও। লাল কাপড় পরিলে বা জটা-জুট রাখিলে কিম্বা অনেক শিষ্যের গুরু হইলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না। মহাপুরুষেরা কেন ব্রতধারী অপর ব্যক্তিদের ভাব-ভঙ্গ করিবেন, ইহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যে সকল লোক অদীক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা জগতে কোটি কোটি। তাঁহারা তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করুন না কেন? পূর্ব্বদীক্ষিত নিষ্ঠাবান সাধককে আবার একটী মন্ত্র দিয়া দ্বিধায় ফেলিবার কোন্ সার্থকতা বা তাৎপর্য্য আছে? ওঙ্কার মন্ত্র পাইবার পরেও অন্য মন্ত্র পাইবার আবশ্যকতা আছে, একথা বলিবে ত' নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তি। তুমি যে তোমার নিষ্ঠা হারাও নাই এবং বাক্‌পটু পুরুষের বাগ্‌জালে হতবুদ্ধি হও নাই, ইহাতে তোমাকে প্রশংসা করিতে হয়। বহু ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান ও বাগ্মিতা মানুষের বুদ্ধিভেদজননে প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

তুমি তোমার কোনও গুরুভ্রাতার কন্যাদের রবীন্দ্র-উৎসব উপলক্ষে নাচিতে নিষেধ করিয়া তাহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছ, লিখিয়াছ। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার জয়ন্তীতে নাচের প্রাধান্য শুধু তাঁহার প্রতিভা ও অবদানের প্রতি যোগ্য সমাদরের অক্ষমতা মাত্র। সাধারণ লোকে তাহা বোঝে না। তাই নাচ-গানকেই শিখরে নিয়া তুলিতেছে। এই বিষয় নিয়া আর উচ্চবাচ্যে না গিয়া নিজের কাজই নিজে মন দিয়া কর। স্থানীয় আবহাওয়ার সহিত একা লড়িয়া কি করিবে?

মণ্ডলীর সমস্ত বিবরণই পাইলাম। সভ্যেরা সমবেত উপাসনায় আসিবার সময় পায় না। একাই কাজ করিয়া যাও। যাহারা সময় পায় না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তরে রুচিও অনুভব করে না। সমবেত উপাসনার রুচি থাকিলে সময়ও যে-কোনও প্রকারে করা যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরি-ওঁ

মুসূরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে বোধ হয় এখনো অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত হয় নাই। এই বিষয়ে তোমরা অবহিত হইও। দীক্ষা নিবার পরে যাহারা যেখানে মুখ লুকাইয়া দূরে সরিয়া আছে, তাহাদের কাছে আনিবার উপায় হইতেছে মণ্ডলী-গঠন।

তোমরা সর্ব্বদা নামের সেবায় একনিষ্ঠ হও। নামের সেবার মধ্য দিয়া বিশ্বকে আপন করিবার চেষ্টা কর। নামের সেবা তোমাদের স্বার্থপরতা নাশ করিয়া পরার্থচেতনা জাগাইয়া দিক্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরি-ওঁ

মুসূরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিশ্বাস ব্যতীত সাধন হয় না। সাধন ব্যতীত শ্রদ্ধা আসে না। শ্রদ্ধা না আসিলে নিষ্ঠা জাগে না। নিষ্ঠা না থাকিলে ত্যাগের উন্মেষ হয় না।

বিশ্বাস নিয়া সাধন কর, সাধন করিয়া বিশ্বাস অর্জ্জন কর। সাধন করিয়া শ্রদ্ধাশীল হও, নিষ্ঠাবান্ হও।

শুধু নিজেকে নিয়া থাকে পশুরা। মানুষ নিজের সুখের জন্য নিজের সুখের অবিরোধী ভাবে ত্যাগ-স্বীকার করে। আর, যে দেবতা হয়, সে নিজ সুখ বিসর্জ্জন দিয়াও সর্ব্বজনসুখ কামনা করে, তাহার সাধন করে।

আমি চাহি, তোমরা দেবতা হও।

বিশ্বাস, সাধন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, এই সব-কিছু মিলিয়া যখন তোমার সমগ্র অস্তিত্বকে মধুময় করিল, তখন তুমি হইলে প্রেমিক। এই জন্যই বলি, প্রেমই ভগবান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরি-ওঁ মুসূরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে পূর্ণ সংযম-ব্রত আরম্ভ করিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। এই পথে তোমরাই নূতন যাত্রী নহ। তোমার আরও শত শত ভ্রাতা-ভগিনী অতি সঙ্গোপনে ব্রতপালন করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। এই ব্রত-পালন আশ্চর্য্যও নহে। চেষ্টা করিলেই জয়ী হইবে। ঈশ্বরের নামে নিয়ত মন লাগাইয়া রাখিও। নামের সেবা তোমাদের মধ্যে অসীম অপার অতুল সামর্থ্যের জন্ম দিবে। নাম সর্ব্বশক্তির আধার। দুর্ব্বলতার সময়ে এখান হইতেই শক্তি-সংগ্রহ করিবে। সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখিবে, ব্রতপালন তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সুসম্ভব ও সুসঙ্গত। মনে মনে জানিও, আমি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। তোমরা পরস্পরের দেহের মধ্যে আমার উপস্থিতি নিয়ত চিন্তা করিবে। তাহা হইলেই জৈব আকর্ষণ অতি সহজে দূর হইয়া যাইবে, দিব্য প্রেম জাগিবে। দাম্পত্য-সংযম-ব্রতের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। একথা বাহিরে প্রকাশ করিলে অজ্ঞাতসারে অহমিকা আসে এবং বলহানি ঘটে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরি-ওঁ মুসূরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

নিয়ত মঙ্গলময় ভগবানের নামে মন লাগাইয়া পথ চলিও, পিচ্ছিল জটিল পথ সরল সুগম হইয়া যাইবে। প্রলোভন তাহার মরীচিকা সহ দূরে পলাইবে। জীবন সুন্দর ও মধুময় হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরি-ওঁ মুসূরী

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও।

জঘন্যমনোবৃত্তিসম্পন্ন কৃপণ স্বভাব হীনার্থপরদের কথা ভুলিয়া যাও। তাহাদের বিষয় চিন্তায় জীয়াইয়া রাখিয়া লাভ নাই। তাহাদিগকে মৃত বলিয়া গণনা কর। পুণ্যাত্মা, দানশীল, ত্যাগী ও সদাচারী ব্যক্তিদের চরিত্র অবিরত আলোচনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

(৮৯)

হরি-ওঁ

মুসূরী

৭ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জীবন তোমাদের সরল হউক, সরস হউক, সুন্দর হউক। হৃদয় তোমাদের প্রেমময় হউক, মধুময় হউক, স্বচ্ছ হউক। কর্ম্ম হউক সাবলীল, চিন্তা হউক চিরন্তন, নিষ্ঠা হউক অনির্ব্বাণ। সংসারের প্রতিটী জীবকে নামে প্রেমে মাখিয়া লও, নিখিল বিশ্বে ভগবানের পরম-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হও। নিমেষের জন্য সাধন ভুলিও না। ক্ষণিকের তরে অহঙ্কারে প্রমত্ত হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯০)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

১০ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

সঙ্গত প্রশ্নই করিয়াছ। কখনো লিখি হরিওঁ, কখনো লিখি ওঁশ্রীগুরু। কি ইহার তাৎপর্য্য।

হরি মানে সব কিছু যিনি নিজেতে আহরণ করিয়া একত্র করিয়াছেন। হরিওঁ মানে সর্ব্বসমন্বয়কারী পবিত্র প্রণব। ওঁ মানে হাঁ। সুতরাং "হরিওঁ" কথার আর এক মানে "ঈশ্বর আছেন।"

ওঁ শ্রীগুরু মানে ওঙ্কারই শ্রীগুরু, ওঙ্কারই জ্ঞান দান করেন, অজ্ঞান-তিমির নাশ করেন, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান, ওঙ্কারে আর মঙ্গলময় গুরুতে পার্থক্য নাই।

হরিওঁ লিখি বলিয়াই আমি প্রচলিত অর্থে বৈষ্ণব নহি, ওঁশ্রীগুরু লিখি বলিয়াই আমি প্রচলিত অর্থে গুরুবাদী নহি।

হাঁ, এখন হইতে ভাবিতেছি প্রতি পত্রেই ওঁশ্রীগুরুই লিখিব।

অন্যের মত ও পথের সহিত আমার মিল থাকিতে না পারে, কিন্তু অন্যর প্রাপ্য শ্রদ্ধাকে আমি কখনও আমার অন্তর হইতে কমিয়া যাইতে দেই না,—অতীতেও দেই নাই, ভবিষ্যতেও দিব না। কে কি ভাবিয়া কি করিতেছে, কেহ জানে না। অথচ অন্তরের ভাব দিয়াই কাজের প্রধান বিচার। পরমতে সহিষ্ণুতা কেবল বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষেই প্রয়োজন নহে, বাড়িবার জন্যও প্রয়োজন।

তোমরা এক এক দিকে এক এক রকমে উদ্বিগ্ন। লামডিংএ তোমরা নাগা আক্রমণের আশঙ্কায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছ। সেপন, মরিয়ানি, নাহরকাটিয়াতে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংস্কৃতিবান্ প্রজারা তোমাদের হয় ঘর জ্বালাইতেছে, নয় দোকান লুঠ করিতেছে, নয় দাঙ্গা চালাইতেছে। মিকির পাহাড়ে স্বাধীন ভারতের আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত শাসক-বর্গের নির্দ্দেশে প্রবল বর্ষার বারিধারার মধ্যে

পূর্ব্ববঙ্গের স্ব-শক্তিতে পুনর্ব্বাসিত নরনারীদের পর্ণ-কুটীর হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত ও বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এত তোমাদের বিপদ, এত তোমাদের অশান্তি। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও তোমাদের সকলকে ধীর চিত্তে সুস্থ বুদ্ধিতে অনুত্তেজিত পরাক্রমে একই লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে।

তোমাদের স্থানীয় সংগঠনের কাজে যে কাহারও মুখ চাহিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-মণ্ডলী গঠন করিতেছ না, ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি। কাজ যে করিবে, তাকেই সুযোগ দাও, ভার দাও, দায়িত্ব অর্পণ কর। অপাত্রে দায়িত্ব দিয়া শুধু মনস্তাপ আর আশাভঙ্গ। যাহারা সমবেত উপাসনায় আসে না, যাহারা যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাংঘিক প্রয়োজনে বা সমাজের সামূহিক কল্যাণমূলক কাজে অর্থব্যয়ে কৃপণ, যাহারা নিতান্ত বর্হির্ম্মুখ জীবন যাপন করিতেছে এবং সাধন-ভজনে অনাগ্রহী, যাহারা পরনিন্দা করে সময় কাটাইবার জন্য, আর আত্মজন, গুরুজন, অনুজনগণের নিন্দা করে নিজেদের ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার জন্য, তাহারা বাজারে মস্ত দোকানদার বা অফিসে বড়বাবু বলিয়াই তোমাদের সংগঠনের নেতৃস্থলাভিষিক্ত হইবেন, ইহা আমি চাহি না। ইহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ বা বিরক্তি পোষণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহারা যে কাজ সত্য সত্যই করিবেন না বা করিতে যথার্থই পারিবেন না, সেই কাজের ভার ইহাদের দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করার মত ভুল আর কিছু নাই।

সম্প্রতি তোমাদের অঞ্চলে কয়েকটা অতিশয় বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়াছে। যেহেতু বিভাগীয় বড়বাবু অমুক মঠ, মিশন, আশ্রম বা সঙ্ঘের শিষ্য, সেই হেতু ঐ অফিসে অন্য কোনও সম্প্রসারণশীল সঙ্ঘের শিষ্য দুভার্গ্যক্রমে নিম্নতর পদাধিকারী থাকিলে তাহাকে নানা মিথ্যায় জর্জ্জরিত করিয়া অপদস্থ বা জীবিকাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে। বড়বাবুর গুরুদেবের বা তৎপ্রতিনিধির কাছে দীক্ষা লইলেই মামলা মিটিয়া গেল, নতুবা চিতার আগুন না দেখা পর্য্যন্ত ক্ষান্তি নাই। এই অবস্থা মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহা ফরাসীদেশে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দেশকে বাঁচাইয়াছিল। সেই অবস্থা বিংশ শতাব্দীতে আর ভারতের মতন পরমতসহিষ্ণু দেশে আসিবে, ইহা কল্পনা করিতে লজ্জা হয়। এই বুদ্ধিবিভ্রান্তিজনক দুরবস্থার মধ্যে তোমাদের মধ্যে যাহারা যাহারা পড়িয়াছ তাহারা কিন্তু বিচার, বিবেক, ধৈর্য্য, সাহস, বিশ্বাস এবং প্রেম হারাইও না। এইটী আমার বিশেষ নির্দ্দেশ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯১)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

১০ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়াই এক মহান্ সুপুরুষ সন্ন্যাসী প্রায় প্রতিরাত্রেই নিদ্রাযোগে তোমাকে দর্শন দিতেছেন এবং এমন কিছু তিনি দিয়াছেন, যাহা তোমার আদরের, শুনিয়া তোমার সৌভাগ্যে সত্যই আনন্দিত হইলাম। ভাগ্যবানেরাই এই ভাবে মহতের কৃপা পাইয়া থাকেন।

কিন্তু অবাক্ হইলাম এই কথা জানিয়া যে, কে এই সন্ন্যাসী, তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে তুমি শেষে আমারই একখানা প্রতিচিত্র দেখিয়া এই মহান্ সন্ন্যাসীর সহিত আমাকে অভেদ বলিয়া জানিয়াছ। তুমি আসিয়া দেখিয়া যাইও, আমি সন্ন্যাসী হইলেও অতি সাধারণ মানুষ, আজীবন কঠোর পরিশ্রমে রুক্ষমূর্ত্তি,—আমি সুপুরুষও নহি, মহান্ও নহি। আমি সাধারণ মানুষকেই ভালবাসি। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাই হইয়া যায়। আমি যদি মহাপুরুষদের ভালবাসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হইতে পারিতাম। আমি সাধারণ মানুষকে ভালবাসিয়াছি। ছোটকে, নীচকে, দুর্ব্বলকে, পতিতকে, অধমকে, এমনকি যাহাকে লোকে পরমপাপিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তেমন সাধারণ মানুষকেও প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। ইহাদের ভালবাসিতে বাসিতে আমি ইহাদেরই মত একটী সাধারণ মানুষ হইয়াছি।

আমার মতন সাধারণ একটী মানুষকে দেখিতে আসিয়া তোমার কোনও লাভ হইবে বলিয়া যদি বিবেচনা কর, তাহা হইলে কলিকাতায় আমার সহিত দেখা করিও। আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি।

আমার অশেষ প্রেম নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯২)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

১১ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শরীরটা মুসূরীতে ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল। এসময়ে নড়িবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুপুন্কীর মঙ্গলবাঁধ টানিয়া নিল। বর্ষা নামিয়াছে। আবার গত বারের বিপদ আসিতে আটক কি? নিত্যসুন্দরের হাতে যোগ্য অর্থবল নাই। তাই আমাকে বুদ্ধিবলে বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে। সেই বুদ্ধির নাম ঈশ্বরে নির্ভর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৩)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী
১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

সমবেত উপাসনাকালে ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিলে নীরবে অপরের স্তোত্রধ্বনিকে মনে মনে অনুসরণ করিবে। নিজের ভাবাবেগ দিয়া অপরের স্তোত্র-পাঠকে ব্যাহত করিবে না।

কোনও দুর্দ্দৈবেই দুর্ব্বল হইও না। সর্ব্বাবস্থাতে আমাতে নির্ভর কর। আমাতে প্রাণমন সঁপিয়া দাও। আমাকে তোমার সকল কর্ম্ম-ফল দান কর। নিজের অতীত ও দুর্ব্বলতা ভুলিয়া আমাকে তোমার শাশ্বত ভবিষ্যৎ ও অনন্ত বলাধার করিয়া লও। তুমি তোমার সকল দুশ্চিন্তা আমাকে দিয়া নিশ্চিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী
১২ই আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার সমস্ত বহিই পড়িয়াছ কিন্তু দীক্ষাকালে যে শ্রীশ্রীউপাসনা-

প্রণালীখানা পাইয়াছিলে, তাহা পড় নাই। তাহা এখন পড়, বারংবার পড়, চিন্তা করিয়া পড়, পড়িতে পড়িতে অর্থ ধ্যান কর, একটী অক্ষরও বাদ না দিয়া পড়, ধারাবাহিক ভাবে কয়েক দিন ধরিয়া কেবলই পড়।

দেখিবে, আমি যেমন বলিয়াছি, "যার যার ইষ্টই, তার তার কৃষ্ণ", তেমন বলিয়াছি, "জপের শত্রু বহুমন্ত্র", "ধ্যানের শত্রু বহু বিগ্রহ", "নিষ্ঠার শত্রু বহুমত", "সিদ্ধির শত্রু বহুপথ।" গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বসংস্কার জোর করিয়া এক মিনিটে দূর করা যায় না, এই জন্যই গায়ের বলে কোথাও অশান্তি সৃষ্টি করিতে প্রত্যেককে নিষেধ করিয়াছি। সাধন করিতে করিতে আপনি বহুনিষ্ঠা কমিয়া যাইবে এবং সাধক নিজের ইচ্ছায় একটী মাত্র বিগ্রহে রুচিমান্ হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া সমবেত উপাসনা কালে নানা বিগ্রহের আমদানী করিয়া বিগ্রহের প্রদর্শনী বা হট্টরোল সৃষ্টি করি, ইহা হইতে পারে না। তোমার নবাগতা গুরুভগিনী অনেক কথাই ঠিক বলিয়াছেন। আস্তে আস্তে প্রস্তুত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৫)

ওঁ শ্রীগুরু মুসূরী

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

কি যে দুর্য্যোগ আজ আকাশে চলিতেছে, তবু লোকের ভিড়ে এক মিনিট অবসর পাইতেছি না। প্রত্যেকে আসে দুইটা আশার কথা শুনিবার জন্য। এমতাবস্থায় তোমাদের প্রতি পত্রেরই জবাব দেওয়া কি বাবা সম্ভব? সংক্ষেপে যখন যাহা লিখি, তাহার প্রতিটি অক্ষর পালন করিও। উপদেশ-পালনে যে পরিমাণ যোগ্যতা বাড়ে, কেবল উপদেশ শ্রবণে বা পঠনে তাহা হয় না।

সততা, সাহস ও সঙ্ঘবদ্ধতা, এই তিন জিনিষকে চরিত্র-মধ্যে একত্র করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে যত বিপদ দেখিতেছ, তার প্রত্যেকটার সমাধান এই পথে। পরস্পরে প্রেম না থাকিলে সঙ্ঘবদ্ধতা আসে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে সাহস আসে না। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে সততা আসে না। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি সব হিসাবেই তোমরা বিপন্ন। কিন্তু বিপত্ত্রাণের পথ তোমাদের এক,—সততা, সাহস ও সঙ্ঘবদ্ধতার সমন্বয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৬)

হরিওঁ মুসূরী

২২শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আসামের ভাষা-আন্দোলন বঙ্গভাষী তোমাদিগকে প্রায় সর্ব্বত্র যুগপৎ এক অকল্পনীয় দৌরাত্ম্য এবং উৎপীড়নের মধ্যে ফেলিয়াছে বলিয়া কেবল সংবাদপত্রেই দেখিতেছি না, পরন্তু শত শত পত্রও সেই বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিতেছে। এই সকল ঘটনা হইতেছে জাতীয় স্বাস্থ্যের গুরুতর হানির লক্ষণ। নেতৃপদাভিষিক্ত এবং নেতৃস্থলাভিলাষী শক্তিধর পুরুষদের হিসাবের ভুল বা মনের ফাঁকি এই সকলের মধ্য দিয়া ধরা পড়িতেছে। এত বড় বিরাট ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলসূত্রগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বড় বড় মানুষেরা নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর কোলে ঝোল টানিবার যে চেষ্টা গত দশ বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন, এই সকল অশান্তি তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। তোমরা বর্ত্তমানের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত না হইয়া সকল ঐক্যের মূল স্বরূপ শ্রীভগবানের অধিকতর পদানত হও এবং অতীত ভারতের সহিত ভাবী ভারতের যোগসূত্র অচ্ছেদ্য রাখিবার জন্য প্রতি গৃহে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হও। মুখে ঐক্যের "শ্লোগান" উচ্চারণ করিলেও রাজনৈতিক নেতারা

ব্রিটিশের দ্বারা একীভূত ভারতকে নিজেদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় এবং অযোগ্যতার দ্বারা আরও খণ্ডিত আরও বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন, এবং সেই দুর্ভাগ্যই যদি বর্ত্তমান খণ্ডিত ভারতের উপরে সত্য সত্য আসিয়া যায়, তাহা হইলে পরমপ্রেমাধার সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়াই পরস্পর বিচ্ছিন্ন (এবং হয়ত পরস্পর-বিবদমান) খণ্ডগুলির ভিতরে সাংস্কৃতিক, দার্শনিক এবং আত্মিক ঐক্য স্থাপন ও রক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। ভারতে নেতৃত্ব আছে, দূরদৃষ্টি নাই; দেশভক্তির পরিচয় আছে, স্বাধীনতা সংরক্ষার উপায়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা নাই। এই কারণেই এই সকল দুর্ভাবনা ভাবিতে হইতেছে। প্রাদেশিক ভাষাভাষীদের সাম্প্রতিক উৎপীড়নে তোমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইও না। সমগ্র ভারতবর্ষটাকে আরও গভীর ভাবে ভালবাসিবার প্রয়োজনটুকুকে তোমরা বরং ইহার দ্বারা অনুধাবন করিবার দিকে আরও অগ্রসর হও। চতুর্দ্দিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিলেও তোমরা তাহার মধ্যেও কেবলই প্রেমামৃত বর্ষণ করিতে করিতে পথ চলিবে। ভয় এবং হতাশা তোমাদের থাকিলে চলিবে না। দুর্ব্বার সাহস লইয়া বাঞ্ছনীয় ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য তোমাদের চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৭)

ওঁশ্রীগুরু মুসূরী

২৭শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও।

কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক-তার-রেল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট ঘোষণার এক মাস আগে হইতেই যে প্রায় সমগ্র আসাম জুড়িয়া ভাষার প্রশ্নে অরাজকতা চলিয়াছে এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ........ইত্যাদি প্রকাশের অযোগ্য অত্যাচার চলিতেছে, তাহার কিছুই এতদিন জানিতাম না। সম্প্রতি সংবাদপত্র পাঠে এবং ভুক্তভোগীদের বিবরণে আংশিক অবগত হইয়া স্তব্ধবাক্ হইয়া গিয়াছি। আগামী কাল ত' আতঙ্কিত সেই ১২ই জুলাই, সেই তারিখে সর্ব্বস্থানের কে তোমরা কেমন থাক, ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি। রাজ্যসরকার শান্তিরক্ষায় অক্ষম, কেন্দ্রীয় সরকার কি করিতেছেন বা কি করিতে চাহেন, তদ্বিষয়ে এতদিনেও কেহ কিছু জানে না। এমতাবস্থায় তোমাদিগকে আরও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে উপদেশ দেই। কোনও অবস্থাতেই তোমরা পরমপ্রেমাধার শ্রীভগবানকে ভুলিও না। একটা জাতিকে কত প্রকারে লাঞ্ছিত করা যায়, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহারই চলিয়াছে যেন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পরীক্ষা। তোমাদিগকেও দেখাইতে হইবে যে, নিষ্পেষণে, নিপীড়নে, গৃহদাহে, অকথ্য উৎপীড়নে, প্রাণ-হননে বা অন্য কোনও ভাবেই তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস

কর, নির্ব্বিদ্বেষ হও এবং সহস্র বিপৎপাতের মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিবে, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, এই সঙ্কল্প কর। ডাক-তার-রেলধর্ম্মঘট পার হইয়া যাইবার পরে হয়ত শুনিব, একদা যাহারা সুরাবর্দ্দীর নিক্ষিপ্ত তরবারিতে ছিন্নশির হইয়াছিল, সেই কবন্ধেরা পুনরায় শতে শতে সহস্রে সহস্রে ভাষা-আন্দোলনের নিষ্ঠুর বলি হইয়া গিয়াছে, তবু বিশ্বাস করিব না যে, তোমরা মরিবে। দেশকে ভালবাসিবার শিক্ষা তোমরা ভারতকে দিয়াছিলে, বিশ্বকে ভালবাসিবার শিক্ষা তোমরা জগৎ জুড়িয়া দিয়াছ, কটিদেশে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও তোমরা মরিবে না, মরিতে পার না। নিজেদের অমরত্বে বিশ্বাস কর, মোহান্ধ জনতার উত্তেজনা একদিন বৃহত্তর বিপদের মুখে থামিয়া যাইবে, কিন্তু তোমাদের সর্ব্বতোমুখ প্রেম-মুখর মধুময় কণ্ঠ কখনো থামিবে না। কেবল বিশ্বাস কর, সাহস সঞ্চয় কর, মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া হাসিমুখে আলিঙ্গন কর। সর্ব্বাবস্থাতেই তোমাদের পথ প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৮)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা ও বাবা, — তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিচিত্র সংসারে সহস্র সমস্যা, আর অসংখ্য পরিস্থিতির অজস্র দাবী। তাহারই মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া তোমাদিগকে পথ চলিতে হইবে।

প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কর স্বামী ও পত্নীর অন্তরে অভিন্নত্ব-বোধ। তোমরা দুইজনে দুইটী পৃথক্ অস্তিত্ব নহ, তোমরা দুইয়ে মিলিয়া এক অভিন্ন সত্তা। তোমাদের ঐক্য তোমাদের শক্তি। তোমাদের প্রাণের পূর্ণ মিলন তোমাদের জীবন-সৌধের ভিত্তি। ক্ষুদ্র দুইটী নরনারী একত্র মিলিয়া মনে প্রাণে এক হইলে তাহাদের ভিতরে দিব্য শক্তির আবির্ভাব হয়। এই জন্যই তোমাদিগকে শিবশক্তির প্রতীক বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। গুরুকৃপায় যে অনিন্দ্যসুন্দর সাধন পাইয়াছ, তাহাতে প্রাণ-মন দিয়া লাগিয়া থাক। সাধনের ফলে দেহের অশুদ্ধতা ও অপূর্ণতা দূর হইবে, অন্তরের অমল সুধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে উৎসারিত হইবে, সাধারণ জীব তোমরা তখন জগদুদ্ধারের সামর্থ্য লাভ করিবে।

সাধন করায় যে কত সুখ, তাহা সাধন করিতে করিতে উপলব্ধি করিবে। অসাধনে জীবন বিতাইতে দিও না। সর্ব্বকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অক্ষর পরমেশ্বরের নামকে সেবা দিতে থাকিবে। নামের যে অকুণ্ঠ সাধক, নাম তাহার পক্ষে হইয়া দাঁড়ায় কল্পতরু। একটী নামের নিরন্তর সেবা করিয়া বিশ্বনাম-সেবার পরিপূর্ণ সুফলকে তুমি করিবে আহরণ। নামকে জীবনে সত্য, নিত্য এবং পরাৎপর-

কুশল-হেতু বলিয়া জানিবে। নিমেষের জন্যও যাহাতে নাম-বিস্মরণ না হয়, সেই ভাবে চলিবে। অভ্যাস এক সুমহৎ অনুশীলন। নিয়ত নাম করিবার অভ্যাসটী করিতে থাকিবে। পৃথিবীর কোনও কাজে অবহেলা না করিয়াও যে অবিরাম নামের সেবা চালাইয়া যাওয়া যায়, তাহা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৯)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষুদ্র ভাবেই কাজ আরম্ভ কর। আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যারম্ভ সকল সময়ে শুভপ্রদও হয় না। বিশেষ করিয়া, যে কাজ যে সময়ে ধরা প্রয়োজন, আড়ম্বরের মুখ চাহিয়া সেই সুসময় পার করিয়া দেওয়া উচিত নহে। দুই তিনটী লোক লইয়া যেমন সমবেত উপাসনা সুরু হইতে পারে, দুই তিন জন শ্রোতা পাইলেই তেমন পাঠকেন্দ্রের কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পার। শ্রোতা দুই বা তিন জন হইয়াছে বলিয়া কাজ সুরু করিবে না, তাহা নহে। স্থানীয় সহায়তা-সহযোগ

যতই অল্প আসুক, এমন কি নাই বা আসুক, তুমি তোমার কাজ সদ্বুদ্ধিতে আর বিশ্বাস সহকারে আরম্ভ করিয়া দাও। কাজটা সুরু করিয়া কতকাল তুমি ইহাতে নিজে লাগিয়া থাকিবে, তাহার উপরেই ইহার ভাবী সাফল্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে জানিও। ক্ষুদ্র ভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সৎকাজ কখনও অসৎ হইয়া যায় না। ক্ষুদ্র বলিয়াই কোনও সেবা বিফল হইয়া যায় না। ক্ষুদ্র সেবা নিতান্তই ক্ষুদ্র নহে। ক্ষুদ্র সেবা সময়মত করিতে পারিলে অনেক মহতী সার্থকতা দিয়া থাকে, মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করে। তোমরা ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র ভাবিও না। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ, তুচ্ছের মধ্যে মহৎ, নগণ্যের মধ্যে অগণ্য শুভ-সম্ভাবনা সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করে। তোমরা তাহা দেখিতে পাইতেছ না কিন্তু আমি পাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০০)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা মনকে নামে লাগাইয়া রাখিও। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

প্রতি জীবে প্রতি বস্তুতে নামের ঝঙ্কার বাজিতেছে। কাণ পাতিয়া তাহা শুনিও। তোমাদের জীবন নামে প্রেমে মধুময় হউক, শরীরের প্রতি তন্তুতে, তন্তুর প্রতি অণু-পরমাণুতে নিয়ত নামের ঝঙ্কার ধ্বনিয়া রণিয়া স্বনিয়া উঠুক।

সাধন করিয়া বলশালী হও। সাধনের বলে জীবনের সকল বিঘ্ন দূর কর। শত সহস্র জনের তোমরা অভয়দাতা হও। লক্ষ কোটি জনের তোমরা শান্তিদাতা হও। সর্ব্বজীবকে ভালবাসিয়া তাহাদের আপনার জন হও। ভালবাসিয়াই আপন হওয়া যায়, আপন করা যায়, —টানাটানি করিয়া নহে।

দীক্ষা যেদিন নিতে আসিয়াছিলে, সেদিন হয়ত ধারণাই করিতে পার নাই যে, কি বিরাট সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় ঘটিল তোমার জীবন-গগনে। সাধন কর বাবা, সাধন কর। সাধন করিয়া দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হও। তোমরা নিয়াছ জগন্মঙ্গলের দীক্ষা। তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে জগতের সকলকে উন্নততম চিন্তাগুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া দেওয়া। জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান। তোমরা এক এক জনে এমন এক একটা বিরাট জ্ঞানের আর হও, যেখান হইতে দিকে-বিদিকে অবিরাম জ্ঞান পরিবেশিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০১)

ওঁশ্রীগুরু মুসূরী
২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল রাত্রি বারোটা হইতে রেল-ডাক-তার ধর্ম্মঘট চলিতেছে। সদর সহর হইতে দূরে অবস্থিত এই পার্ব্বত্য-নিবাসের এক প্রান্তে বসিয়া ধারণাও করিতে পারিতেছি না যে, কোথায় কি ঘটিতেছে। যুগপৎ এখানে বৃষ্টি ও কুয়াশার রাজত্ব চলিতেছে। যত জনের যত পুরাতন পত্র এখন আদর করিয়া পড়িবার সময় হইয়াছে। আর, ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের কাছে চিঠি লিখিয়া রাখিতেছি। ধর্ম্মঘট থামিয়া গেলে অনেক চিঠি এক দিনে ডাকে দিব।

মালদহ জেলার ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশন এর সংলগ্ন ঐ গ্রামটীতে অতি স্বল্প কালের জন্য ছিলাম। ঐ স্বল্প সময়ে অন্তরের কোনও আবেগ বা আবেদন কেহ কাহারও নিকটে পৌঁছাইতে পারে না। কিন্তু দীক্ষা এক অতীব সূক্ষ্ম দান, যাহার ভিতর দিয়া একটী মাত্র অক্ষরের মাধ্যমে কোটি-কল্প-সঞ্চিত কুশল গুরুর নিকট হইতে শিষ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। ব্যাকুল সাত্ত্বিক প্রাণে দীক্ষা নিয়াছিলে। দূরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে আসিয়া ট্রেণ ধরিবার মুখে যে স্বল্প একটু অবসর, তাহার তোমরা প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলে। এখন সাধন করিয়া দীক্ষায় নিহিত নিখিল মঙ্গলরাশির অধিকারী হও। দীক্ষা

নেওয়া যদি জীবনের এক পরম সৌভাগ্য হইয়া থাকে, তবে জানিও, প্রাপ্ত দীক্ষানুযায়ী সাধন করিয়া যাওয়া তদপেক্ষাও এক মহত্তর সৌভাগ্য। অথবা কোন্‌টী মহৎ আর কোন্‌টী মহত্তর, তাহার বিচারে কি লাভ হইবে, দীক্ষা নিলে সাধন করিতেই হয়। একনিষ্ঠ সাধন করিয়া দীক্ষার সম্মান রক্ষা করিতে তোমরা প্রতিজনে সঙ্কল্পবান্ হও। সাধন যদি কর, তাহা হইলে দেখিয়া চমৎকৃত হইবে যে, এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিয়াই ছিলে কিন্তু আজ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখী না হইয়া তুমি ক্রমশ অমৃতত্বের উত্তরাধিকার অর্জ্জন করিতেছ। তুমি যে অমর, তুমি যে অভয়, তুমি যে অদ্বিতীয়, তুমি যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ঊর্দ্ধ-বিচারী পরম সত্তা, তাহা সাধন না করিলে কি করিয়া বুঝিবে?

নিজ অঞ্চলে তুমি এক অসাধারণ প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ। সহজেই তুমি প্রায় সর্ব্ব দিক দিয়া জনসাধারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছ। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে মানুষ মানুষের মান্য হয়, তাহার অনেকগুলি তোমার মধ্যে আছে। সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা আপনা আপনি যাহাতে সুদৃঢ় হয়, তাহার অনুকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশ তোমার অবস্থায় বিদ্যমান। এই কারণেই তোমার উপরে চারিদিকের অনেকের অনেক আশা। অনুচিত আশা পূরণের দিকে লক্ষ্য পরিহার করিয়া মানুষের প্রাণের সব চেয়ে বড় অভাবগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়া যদি তুমি চল, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে বহুজনসুখ-বিধান করিতে পার, বহুজনহিত-সাধন করিতে

পার। তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি অপর দশজনের প্রাণে অভ্যুদয় লাভের প্রেরণা স্বরূপ কাজ করিতে পারে। তোমার নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা অনায়াসে সর্ব্বজীবে অনুক্রামিত হইতে পারে। তুমি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে মনুষ্যত্বের শীর্ষদেশে উত্তোলিত কর। তোমাকে অনুসরণ করিয়া শত সহস্র জন উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০২)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

ভগবানের নাম প্রত্যহ নিয়মিত কিছুকাল করিবেই করিবে। প্রত্যহ যদি কেহ নিয়মিত চিরতার মত তিক্তস্বাদ বস্তুও সেবন করে, তাহা হইলে কিছুকাল পরে তাহাতেও তাহার অসাধারণ প্রীতি আসিয়া যায়। ভগবানের নামের মত পবিত্র ও মঙ্গলকর বস্তু যদি কেহ নিত্য সেবন করে, তবে তাহাতে কেন তাহার প্রীতি জন্মিবেনা? সহস্র কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মধ্যেও অবসর করিয়া নিয়া প্রত্যহ নিয়মিত ভগবানের নামের সেবায় বসিবেই বসিবে। ইহাতে নামে রুচি

আসিবে, প্রাণে প্রেম উপজিবে, ভগবানকে ভালবাসিতে ইচ্ছা আসিবে, নিজের দেহ-মনঃপ্রাণ ভগবানের সেবায় লাগাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে প্রাণে বাসনা জাগিবে।

একা বাঁচিয়া সুখ নাই। দশজনের হিতের জন্য বাঁচিতে পারিলেই বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা। ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়া তোমরা নিজ নিজ দেহ-মনকে দশের সেবার যোগ্য করিয়া তোল মা।

পরিবারস্থ প্রত্যেকটী নারীপুরুষের মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট কর। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির দুর্গ এবং দুঃসহ দুঃখের আগার এই সংসারকে ভগবৎ-সাধনার প্রেমকুঞ্জে পরিণত কর, ভগবানের নামের মধুরিমায় ইহা নিত্য সুখের নীড়ে, পরম শান্তির নিকেতনে পরিণত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৩)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭

য়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সেদিন বড় আগ্রহ করিয়া দীক্ষা নিয়াছিলে মা। তাহা কিন্তু একটা হুজুগের ব্যাপার নহে। তাহা তোমার জীবনের একটী বিরাট

ঘটনা। সেদিন হইতে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ-পরিক্রমা সুরু হইয়াছে। একটী দিনও বসিয়া থাকিও না। একটী ক্ষণকেও সাধ্যপক্ষে বৃথা চলিয়া যাইতে দিও না। ভগবানের মঙ্গলময় নামের সেবার মধ্য দিয়া প্রত্যহ, এবং পারিলে প্রতিক্ষণ, কেবল সেই পরম প্রেমময় পরমপ্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়াই যাইতে থাক। অতীতের দুঃখ-দুষ্কৃতি, অতীতের শোক-তাপ-বেদনা, অতীতের ভুল-ভ্রান্তি-ত্রুটি সব-কিছু পিছনে পড়িয়া থাকুক। অতীত লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইবে না। সংসারের দুর্য্যোগ কম নহে। চারিদিক হইতে কত প্রতিকূল অবস্থা নিয়ত তোমাকে চাপিয়া ধরিতেছে। অনেক সময়ে তোমার হয়ত মনে হইতেছে যে, অশান্তি তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিবে। কিন্তু তাহার ভিতরেও তোমাকে পরম মঙ্গলময় ভগবানের নামের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। নাম করিতে করিতে মন সজীব হইবে, সুস্থির হইবে। নাম করিতে করিতে মনের দুর্ব্বলতা কমিবে, বল বাড়িবে। নাম করিতে করিতে চিত্তের আবেগ সমূহ শুদ্ধতর ও পবিত্রতর হইবে। নাম করিতে করিতে সীমাবদ্ধ ভালবাসা অসীম অনন্ত অপার হইবে। নাম করিতে করিতে বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি সহজ, স্বাভাবিক, অনাবিল ও অপার্থিব আপনত্ব-বোধ জাগিবে। নাম করিতে করিতে কামক্রোধ দূরে পলাইবে, হিংসা-দ্বেষ বিদায় লইবে, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা এবং মিথ্যাচার বিনাশ পাইবে। নাম করিতে করিতে

ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহে আবার অমর দেব-স্বভাব জাগিয়া উঠিবে। নামের সেবা তোমাকে দিব্য জীবন দান করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তরুণ বয়সে দীক্ষা নিয়াছ। দীক্ষা নিবার উপযুক্ত বয়সেই ইহা নিয়াছ। বিবাহ কর নাই, সংসারের দুশ্চিন্তার বোঝা এখনো ঘাড়ের উপরে পড়ে নাই, জীবনের স্বাধীনতা আংশিক হইলেও আস্বাদন করিতে পারিতেছ। এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণ একটী বড় রকমের সৌভাগ্য। মনটীকে সহস্র দিক হইতে টানিয়া আনিয়া এখন নিয়ত ভগবানের মঙ্গলমধুময় নামে লগ্ন করিয়া রাখিবার দিকে যত্ন নাও। এই বয়সে অল্প চেষ্টায় সকল আধ্যাত্মিক কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। কারণ, এই বয়সে উদ্যম থাকে অপরাহত, মন থাকে সহজাত একাগ্রতায় সমৃদ্ধ এবং আলস্য হয় স্বভাববিরুদ্ধ। পাপ, দুর্ব্বলতা ও মিথ্যা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস এই বয়সেই সহজে সার্থক। তুমি ব্রহ্মচর্য্যের উপরে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিও। মনে রাখিও, যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, ততটুকু বল;

যতটুকু বল, ততটুকু সাহস; যতটুকু সাহস, ততটুকু সফলতা; যতটুকু সাফল্য, ততটুকু অগ্রগতি। বিফলতাও অনেক সময়ে অগ্রগতির সহায়তা করিয়া থাকে কিন্তু সফলতা অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে।

পাপ বলিয়া যাহাকে বুঝিয়াছ, তাহা হইতে দূরে থাকিবে। সঙ্গী, সহকর্ম্মী, স্বজন—সকলকেই পাপবর্জ্জিত নিষ্কলুষ জীবন যাপনে নিয়ত প্রেরণা দিবে। তোমার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলের অভ্যুদয় হউক, এই কামনা যেন নিয়ত তোমার অন্তর জুড়িয়া থাকে। একাকী নহে, সকলকে লইয়া তুমি প্রেমানন্দের অধিকারী হও। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর উন্নতির অভিলাষ নহে, বিশ্বব্যাপক পরার্থসুন্দর অভ্যুদয়ের উদগ্র কামনা তোমার বিশেষত্ব হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৫)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা—এবং বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা নিয়াছ সাধন করিবার জন্য, কুলপ্রথা রক্ষার জন্য নহে। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও।

কেহ হুজুগে দীক্ষা নিতে আসিলে তোমরা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইও। দীক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অবধান ও অবধারণ করিবার পরে দীক্ষার্থিরা দীক্ষা নিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

তোমাদের অঞ্চলে যে কয়জন নবদীক্ষিত আছে, তাহারা প্রত্যেকে আমার পত্রখানা পাঠ করিও। দীক্ষিতের আচরণের দ্বারা যে দীক্ষাদাতাকে বিচার করা হয়, সেই কথাটি তোমরা কেহ সহজে ভুলিয়া যাইও না। আরও ভুলিও না যে, একাগ্র চিত্তে এবং বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে সাধন করিলে দীক্ষাদাতার অপরিমেয় সাধন-শক্তি দীক্ষিতের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া ওঠে।

তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর ঐশী শক্তির বিকাশ ঘটুক, ইহা আমি চাহি। তোমাদের প্রতি জনের দিব্যজীবন লাভ হউক, ইহা আমি চাহি। তোমরা জনে জনে লোকপাবন মহাপুরুষে পরিণত হও, ইহা আমি চাহি। তোমরা জগজ্জনের দুঃখ ও শোক-তাপ বিদূরণ করিয়া মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানের প্রেরিত-পুরুষ রূপে অনন্ত কাল ধরিয়া জনমনে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিতে সমর্থ হও, ইহা আমি চাহি। সামান্য তোমরা থাকিবে না, সকল সামান্যের ভিতরে অসামান্য সম্ভাবনার উদ্রেক করিয়া তোমরা সকলের সহিত এক হও, সকলের প্রাণের প্রাণ হও, সকলের আত্মার আত্মীয় হও। নিখিল ভুবন নিয়া যে তোমাদের সংসার,—সাধন করিয়া বললাভ করিয়া সর্ব্বত্র সেই বল অকাতরে বিতরণ করিয়া, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয় হইয়া, ক্ষুধার্ত্তের

আহারীয় হইয়া, অজ্ঞানের জ্ঞান হইয়া, নির্ব্বোধের বুদ্ধি হইয়া, অভাবীর প্রাচুর্য্য হইয়া, নির্ধনের সম্পদ হইয়া, অশক্তের শক্তি হইয়া, অসহিষ্ণুর ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সংযম ও শম-দম হইয়া,—তোমরা তাহা প্রমাণ কর।

স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে দীক্ষা নিয়াছ। তোমাদের দিব্য জীবনের অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ এক সঙ্গেই হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৬)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

৩১শে আষাঢ়, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আশিস নিও। জীবনের বৃহত্তম অংশ বাজে কাজে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িও না। যে কয়টা দিন অবশিষ্ট আছে, আজই যদি কাজে লাগিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা বিধানে এই কয়টা দিনও একেবারে সামান্য নহে। অতীতের কথা ভাবিও না। এখনি সাধনে লাগিয়া যাও। আর একটী দিনও অসাধনে অতিক্রান্ত হইতে দেওয়া হইবে না, এই জিদ কর। যেটুকু শক্তি-সামর্থ্য তোমার ইন্দ্রিয়-নিচয়ের আছে, তাহার প্রতিটী কণা

ভগবৎ-সাধনরূপ পবিত্রতম সার্থকতম আনন্দঘন কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে হইবে। মন বারংবার চঞ্চল হইতে চাহিবে, জোর করিয়া টানিয়া নামে বসাও। সাংসারিক দুরবস্থা বারংবার তোমার সেবা দাবী করিবে, তথাপি তুমি ভগবানের নামেই নিজেকে নিয়োজিত কর। ভগবন্নাম সাধন করিয়া প্রত্যহ প্রাণে বিপুল প্রেরণা আস্বাদন করিবার পরে প্রয়োজন মত সংসারের কাজে নির্ভয়ে হাত দাও। জীবনের গণ্য দিন কয়টা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কর্ত্তব্যের পসরা ভারী হইয়াছে,—ইহাই নিঃশেষে ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের চূড়ান্ত সময়। শুধু তাহাই নহে, ইহা তোমার সাধন করিবার শেষ সুযোগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৭)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
৩১শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,

কত জীবনের প্রভাত-সূর্য্য
সান্ধ্য আঁধারে ঢাকিয়া যায়,
কত জীবনের নিদাঘ তপন
মৃত্যুর মেঘে বিলয় পায়।

কয়টী জীবন সুদীর্ঘ কাল
গগন জুড়িয়া করে ভ্রমণ?
প্রকৃতির এই নিঠুর নিয়ম
বিচার করিয়া কর মনন।
কেন বৃথা যাবে জীবনের আয়ু,
কেন বৃথা হবে কালক্ষয়?
হেলায় খেলায় হারাবার তরে
দুর্লভ নর-জনম নয়।
আজ হতে কর এই দৃঢ় পণ
নিত্য জপিবে প্রভুর নাম,
নিত্য নিজেরে সঁপিবে তাঁহার
চরণ-কমলে শরণ-ধাম।
আত্মসুখের ঘৃণ্য কামনা
অবহেলে দিয়া বিসর্জ্জন,
বিশ্বসুখের মহা-আয়োজনে
করিবে আত্ম-সমর্পণ।
জীবনের আর যেই কটা দিন
এখনো রয়েছে হইতে পার,
তাহারি ভিতরে লভিতে হইবে
সারা জীবনের সারাৎসার।

একটী নিমেষ বড় দামী আজ,—
একটী যুগের সাধনা চায়;
একটী দিনের ভিতরেই যেন
শত-শতাব্দী মূরতি পায়;
কোটি জনমের অপূরণ কাজ
একটী জনমে পূরাতে হবে,
তাই ত' এসেছ মানব হইয়া
অস্থায়ী এই চপল ভবে।
যেটুকু সুযোগ আছে হাতে, তার
সবটুকু আজ কাজে লাগাও,
অনিত্য এই সংসার হ'তে
নিত্যামৃত কুড়ায়ে নাও।

ইতি—
আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৮)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী
৩১শে আষাঢ়, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

খোলা চখে চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী দেখিতেছ ত'? কোথাও ধর্ম্মের প্রশ্নে, কোথাও ভাষার প্রশ্নে, কোথাও নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ সামাজিকতার প্রশ্নে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন সহিতে হইতেছে। এই সকল ঘটনা কিসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বারংবার অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিতেছে? একতা, সততা, সাহস এবং প্রেমের প্রয়োজনীয়তার দিকেই নহে কি? স্বার্থ এবং অযোগ্যতা মানুষকে ঈর্ষ্যায় অন্ধ করে, হিংসায় প্রমত্ত করে, হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত করে। হিংসাকে হিংসা দিয়া সাময়িক ভাবে হয়ত ঠেকান যায় কিন্তু জয় করা যায় না। হিংসাকে জয় করিবার জন্য চাই একতা আর প্রেম। প্রেম আসে ভগবন্নিষ্ঠা হইতে, একতা আসে একের জন্য অপরে স্বার্থ ত্যাগ করিলে। তোমরা একতার অনুশীলন করিতেছ কি? সমবেত উপাসনা সেই একতারই সাধন। দুইটা জেলার ওপারে নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নারীনির্যাতন যে ব্যাপক আকারে চলিয়াছে, তাহা দেখিয়াও কি তোমাদের একতার সাধনের প্রতি লক্ষ্য পড়িতেছে না?

সমবেত উপাসনায় একতা বাড়ে। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমরা একতার অনুশীলন কর। অজ্ঞ, উদাসীন, লক্ষ্যহারা লোকগুলিকে তোমরা সমবেত উপাসনার মুখ্য তাৎপর্য্য অবধান করিতে বাধ্য কর। ইহা যে একার পূজা নহে, একার জন্যও নহে, ইহা যে বিশ্বের সকলের সম্মিলিত পূজা, বিশ্বের সকলের শুভার্থে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া, তাহা প্রত্যেককে বুঝিতে দাও। ইহাতে প্রয়োজন সকলের, ইহার আয়োজনও সকলে করিবে। যে গৃহে বা যাহার অঙ্গনেই ইহার

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

অনুষ্ঠান হউক, ইহা উদ্‌যাপনের দায়িত্ব প্রতি জনের, একজনও ইহার প্রয়োজন এবং আয়োজন হইতে দূরে থাকিতে পার না। ইহার লক্ষ্য ও অর্থ তোমরা প্রত্যেকে ভাল করিয়া উপলব্ধি কর এবং সকলকে উপলব্ধি করিতে সহায়তা দাও। ইহা সকলের সমযোগে সাধ্য এবং সকলের সমভাবে উদ্‌যাপনীয় বিধায় ইহা পারস্পরিক ঐক্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি প্রেমবৰ্দ্ধক। এমন অমৃত হাতের কাছে থাকিতে তোমরা মানুষের কাছে অন্যতর বস্তু পরিবেশন করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৯)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আছ একাকী, সর্ব্বদাই আশ্রমে পুরুষ-নারীর ভিড় চলিতেছে। একটী স্ত্রীলোক সম্পর্কেও যেন এমন অসতর্ক আচরণ কিছু না হয়, যাহা সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইলেও কাহারও দ্বারা কুভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কাহাকেও একাকিনী তোমার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ

দিও না, কোনও স্ত্রীলোককে, তোমার ঘুমন্ত বা শায়িত অবস্থায় তোমার ঘরে থাকিতে দিও না, শারীরিক অসুস্থতাহেতু প্রয়োজন হইলেও হাত-পা-গা টিপিতে কোনও স্ত্রীলোককে অধিকার দিও না, এখন তাহার বয়স যাহাই হউক। এই সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিতে না শিখিলে বিনা দোষেও একদিন গুরুতর শাসন তোমার উপরে আসিয়া যাইতে পারে। জগতে অনেক আবাল্য ব্রহ্মচারীকে মিথ্যা অপবাদে অপরাধীর মত গুরুদণ্ড সহিতে হইয়াছে। তোমরা আমার হাতে গড়া জিনিষ, তোমাদের যাহাতে এমন দুর্ভাগ্য না হয়, তাহা আমি চাহি। তোমাদের, সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলা উচিত।

তোমরা আশ্রমের ব্রহ্মচারী। যেই পরিবার হইতে যে আসিয়াছ, সেই পরিবারকে সে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিয়াছ। তোমরা যে আশ্রমে আসিয়াছ, ঐ পরিবারের প্রতি আশ্রমের ইহা ঋণ। তোমরা যদি অনাসক্ত জীবকল্যাণময় জীবন যাপন করিতে পার, এই ঋণ আশ্রম চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি তোমাদের প্রতিজনের স্মৃতির প্রতি স্থায়ী স্নেহ-চিহ্ন আশ্রমের বুকের উপরে রাখিবার আয়োজন করিয়াছি। আমি আমার কীর্ত্তি চাহি না, তোমাদের কীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহি। কিন্তু বাবা, আশ্রমে আসিবার পরে তোমরা কেহ নিজ নিজ পরিত্যক্ত সংসার ও পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আশ্রমের সম্পত্তি হইতে ক্ষুদ্র একটী তিল, একটী সর্ষপ বা

এক কণা মাষকলাইও সেখানে প্রেরণ করিও না। এইরূপ কোনও বুদ্ধি অন্তরে জাগরিত হইলে আমাকে বলিবে, যাহা দিবার আমি দিব, যাহা পাঠাইবার আমি পাঠাইব, নতুবা তোমরা ব্রতভ্রষ্ট ও মহত্ত্বচ্যুত হইবে। কথাটী অত্যন্ত জরুরী। আদান-প্রদান এমনই এক ব্যাপার যে, তুচ্ছ হইতে সুরু হইয়া ক্রমে তাহা ব্যাপক ও বিরাট আকার ধারণ করে। এভাবে বহু আশ্রমের বহু ব্রহ্মচারী নিজেদের ভাবী কর্ম্মজীবনের গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

অনেক কাল ধরিয়া আমাকে দেখিতেছ। আমার শাসন দেখিয়াছ কিন্তু জীবনে একটী দিনের জন্যও অস্নেহ দেখ নাই। তাহা মনে রাখিয়া আমার পত্রের প্রতিটি অক্ষরের সদর্থ করিও এবং প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লাভবান হইতে চেষ্টা করিও।

পুনরপি আমার প্রাণভরা স্নেহ নাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১০)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা সান্ত্বনা জানিও। ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করি, উপস্থিত বিপদে তোমরা আত্মহারা না হইয়া

সাহসের সহিত সর্ব্ববিপদ বরণ করিয়া লও। সাহস ও সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও প্রতীক্ষা, অভয় ও অহিংসা তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। হয়ত এই পত্র তোমাদের নিকটে পৌঁছিবে না, হয়ত এই পত্র পাঠ করিবার জন্য তোমরা এতদিন কেহ জীবিত থাকিতে পারিবে না, হয়ত প্রাণভরা আশা লইয়া নিজেদের অনিচ্ছায় অকালে সমাধিতলে ঝরা বকুলের মত খসিয়া পড়িবে, তবু পত্র লিখিতে হইতেছে। মৃত্যুও যদি আসে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া মর। তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়াও লাভ নাই। মড়ার মত বাঁচিয়া না থাকিয়া মরার মত মর। পিতা হইয়া পুত্রকন্যাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ দিতেছি। কি করিব? সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির সমক্ষে তোমাদিগকে নিরাপত্তা দিতে পারেন, মনে ত' হয় না, প্রদেশে বা কেন্দ্রে এমন শক্তিশালী পুরুষ একটীও আছেন। রাজশক্তি যখন দুর্ব্বলের করতলগত হয়, তখন একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কাহার পানে তাকাইবে? ভারত স্বাধীন হইবার প্রাক্কালে একবার তোমরা পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়াছ, ভারত স্বাধীন হইবার দশ এগারো বৎসর পরে পুনরায় মার খাইতেছ। এমতাবস্থায় ইহার কি নিশ্চয়তা আছে যে, আরও বহু মার তোমাদের খাইতে হইবে না? অন্তরে তোমাদের নিরাপত্তা-বোধ দানা বাঁধিতে পারিতেছে না। জমি আবাদ করিবে, উৎখাত হইবার জন্য। ঘর বাঁধিবে, অগ্নিদগ্ধ হইবার জন্য। দোকান খুলিবে, লুণ্ঠনের জন্য। কন্যার পিতা হইবে, চখের উপরে তাহার ধর্ষণ দেখিবার জন্য। কি

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

অদ্ভুত স্বাধীনতা তোমরা পাইয়াছ। কি আশ্চর্য্য নিরাপত্তা তোমরা লাভ করিয়াছ! এই অবস্থায় স্থির চিত্তে মানব-মঙ্গল কাজ করা যায় না। তবু, তাহাই যে তোমাদের ব্রত, ইহা ভুলিও না। যাহাদের পানে অসহায় নেত্রে তাকাইতেছ, মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা দমনের ক্ষমতা তাহাদের নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। লোকে বলিতেছে, হয়ত ইচ্ছাও নাই। ইহার সত্যাসত্য ভগবানই জানেন। সুতরাং তোমাদিগকে একান্তভাবে ভগবানেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঘরের কড়িকাঠে আগুন জ্বলুক, তবু ভগবানেই বিশ্বাস রাখিতে হইবে, প্রতিশোধে নয়। বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ হউক, ভগবানেই বিশ্বাস রাখিতে হইবে। রোমের সম্রাটরা যখন রোমহর্ষক অত্যাচার সমূহ করিতেছিল, তখন খ্রীষ্টানরা সংখ্যায় কয়জন ছিলেন? মোগল-পাঠানেরা যখন জীবন্ত মানুষকে দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেলিতেছিল, শিখরা তখন কয়জন ছিলেন? ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁহাদিগকে ধ্বংস আর প্রলয়ের মধ্যেও পরমায়ু যোগাইয়াছে। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর আর পরমপিতার শান্তির জগতে যাহারা শান্তিভঙ্গ করিতেছে, তাহাদের জন্য অন্তরে পোষণ কর বিদ্বেষবর্জ্জিত নিষ্কলুষ প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১১)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২রা শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গুরুসেবার সুযোগ সকলের হয় না। যাহার হয়, সে ভাগ্যবান। কিন্তু সেই সুযোগকে যে গ্রহণ করে, সে মহাভাগ্যবান্। সুযোগ পাইয়া সুযোগ গ্রহণ করিলে না, তবু তোমাকে ভাগ্যবান এই জন্য বলিব যে, প্রকৃত গুরু কয়টী শিষ্যকে সেবার সুযোগ দান করেন? প্রকৃত গুরু বা শ্রেষ্ঠ গুরু নিজেই নিয়ত শিষ্যকে সেবা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান, শিষ্যের সেবা পাইবার প্রত্যাশা রাখেন না।

সেবার সুযোগ পাইয়াও যে সেই সুযোগ গ্রহণ করিল না, সে এক হিসাবে দুর্ভাগাও। কারণ, একবার সুযোগ হারাইলে দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ নাও মিলিতে পারে।

ভারতীয় গুরুদেবদের সম্পর্কে একটী গুরুতর অভিযোগ এই আছে যে, তাঁহারা শিষ্যদিগকে গুরুপূজার শিক্ষাই দিয়া থাকেন, তনুমনধন সমর্পণ করিয়া গুরুদেবের সেবা করার প্রণোদনাই যোগাইয়া থাকেন। যদি বলিতে পরিতাম যে, এই অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহা হইলে বড়ই তৃপ্তিবোধ করিতাম। কিন্তু এই অভিযোগে সত্য আছে। অপ্রীতিকর হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে।

কিন্তু ইহাই পূর্ণ সত্য নহে। আরও সত্য আছে। সেই সত্যটী

এই যে, গুরু হওয়ার মানে হইতেছে শিষ্যের কুশলের জন্য নিজেকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইহাই ভারতীয় গুরুর সত্যিকার আদর্শ। আজ যখন শুনিতেছি, তোমরা নানা দেশে, নানা দিকে, নানা ভাবে বিপন্ন, তখন আদর্শ গুরু মনের দুঃখে মস্তকের কেশগুচ্ছগুলি উৎপাটন করিয়া বেদনার্ত্ত হৃদয়ে কাঁদিতেছেন, কেন আমি আমার শিষ্যদের সহিত একত্র থাকিয়া এই সময়ে তাহাদের সমান দুঃখ সহিবার সুযোগটুকু হইতে বঞ্চিত হইলাম, কেন আমি তাহাদের সহিত দুঃখের পাত্র পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর হলাহল পান করিতে পারিলাম না।

এখন তোমরা আমাকে সেবা করার কথা ভুলিয়া যাও, মঙ্গলবাঁধ মেরামতের জন্য টাকা পাঠাইবার কথা একেবারে বিস্মৃত হও। এখন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আবার দাঁড়াইবার জন্য কি সহায়তা করিতে পার, তাহা দেখ। সরকারী অর্থে দুর্গতদের দগ্ধ গৃহের পুনর্নির্ম্মাণ হইবে, এই ভরসায় বসিয়া থাকিও না। কেহ রাজনৈতিক প্রয়োজনে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে, কেহ উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ঘটনার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে সমর্থ হইবে না, রাজনীতিক নেতাদের ইহাই কোষ্ঠীর লিখন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১২)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

২রা শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের অখণ্ড-মণ্ডলীটী সত্যই বাহাদুর। বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলির জন্য তোমরা নিজেদের মধ্যে যে টাকা-কড়ি তুলিয়াছ, তাহা হইতে খরচ বাঁচাইয়া যে কয়েকটী ডেগ, কড়াই, গামলা, সতরঞ্চ ও সামিয়ানা ক্রয় করিয়াছ এবং তাহাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছ, ইহা দ্বারা তোমাদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্ডলীর সম্পদ বাড়িলে সেই সম্পদ আরও নূতন সম্পদ সৃষ্টি করে। নিজেদের উৎসবাদির প্রয়োজন ছাড়া অন্য সময়ে তোমরা এই জিনিষগুলি ভাড়ায় খাটাইয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছ। তোমাদের বাৎসরিক হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, জিনিষগুলি কিনিতে তোমাদের সর্ব্বসাকুল্যে যে দাম পড়িয়াছে, দুই বৎসর কালের মধ্যে তাহার দেড়গুণ অর্থ তোমাদের ভাণ্ডারে জিনিষগুলির ভাড়া বাবদ আসিয়া জমিয়াছে। এই ভাবে হিসাব করিয়া চলিলে তোমরা ক্ষুদ্র আয়েই নিজ নিজ মণ্ডলীকে বিরাট সম্পদের অধিকারী করিতে পারিবে। তবে, এজন্য চাই, দরদী মন আর দায়িত্বজ্ঞান। দেখা যাইতেছে, এই দুইটী গুণ তোমাদের আছে।

অনেক স্থানেই দেখিতেছি যে, মণ্ডলীগুলি সৃষ্টির কিছুকাল

পরেই এক একটী ঝগড়া-ঝাটির আড্ডাতে পরিণত হইয়া যায়। হাতে যাহাদের কাজ নাই বা কাজ করিবার যাহাদের ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা নাই, তাহারা ইহাই করে। একে অন্যের দোষ ত্রুটি আবিষ্কারে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহা যদি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে যে-কোনও স্থানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী মণ্ডলী এভাবে নিজেদের মণ্ডলীর সম্পদের আয় দিয়া মণ্ডলী চালাইতে পারে। কোনও কোনও স্থানের মণ্ডলী বেশ বড় একখানা ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু মণ্ডলীর সভ্যেরা সমবেত উপাসনায় মণ্ডলীর মন্দিরে আসেন না, একই দিনে সহরের দুই তিনটী স্থানে যুগপৎ প্রতিযোগিনী উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া সংঘের মধ্যে ঐক্যানুশীলনের বাধা সৃষ্টি করেন। ফলে, যেই মণ্ডলীর নিজস্ব ভূমিতে তিন চারি শত কলার চারা রুপিয়া দিয়া আসামের বর্ষণ-সিক্ত মৃত্তিকায় বার্ষিক একটা সুনির্দ্দিষ্ট মোটা আয় জন্মিতে পারিত, সেই মণ্ডলীর উপাসনার পূজার ফুল কয়টী সংগ্রহ করিতেও সাজি লইয়া লোকের বাগানে দৌড়িতে হয়,—তোমরা এই দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম-স্থল হইয়াছ।

যে সব মঠ-মন্দির ভিক্ষার টাকায় চলে, তাহাদের পক্ষে মণ্ডলীর চেষ্টায় সদুপায়ে অর্থাগমের ব্যবস্থা থাকা অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু তোমাদিগকে সাধ্যমত আত্মশক্তির উপরে দাঁড়াইয়াই জীব-কল্যাণ করিতে হইবে। তোমাদের পক্ষে ইহা ত' অপ্রয়োজনীয় নহে বাবা! গৃহস্থ জন-সাধারণকে চাঁদার জন্য উত্যক্ত না করিয়া দিকে দিকে দেশে দেশে তোমরা কত অধিক পরিমাণে সেবা-হস্ত-

প্রসারণের উদ্যোগ করিতে পার, তাহাই তোমাদের নির্ভুল লক্ষ্য থাকিবে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি ঐক্যবল না সঞ্চয় করিতে পার, তাহা হইলে অগ্রসর হইবে কিসের শক্তিতে?

যে গৃহে পিতা-পুত্র, স্বামি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগিনীরা কলহে প্রমত্ত, সেই গৃহে পারিবারিক উন্নতির আশা দুরাশা। যে সমাজে একদল লোক অপর দল লোকের সহিত সর্ব্বদা বিবাদেরই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়, সেই সমাজে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-প্রসারক কোনও কৃতিত্ব দেখা যায় না। যেই দেশে জাতি, ধর্ম্ম, প্রদেশ বা ভাষা লইয়া নিত্য নূতন হামলার সৃষ্টি হয়, আক্রমণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা চলে, আলোচনা দ্বারা মীমাংসা-যোগ্য বিষয় লইয়া কথায় কথায় হত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন আদি চলে, সেই দেশের মানুষ অতীব উচ্চ প্রতিভার অধিকারী হইলেও জগতের জন্য কোনও উচ্চ অবদান সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আক্রমণ আর আত্মরক্ষার চিন্তা নিয়াই যাহারা বিব্রত, তাহারা মানব-কল্যাণে গঠনমূলক প্রতিভার প্রয়োগ করিবার অবসর কি করিয়া পাইবে? তোমাদের অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহ সম্পর্কেও সেই সত্য খাটে। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়া তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কলহ আর দলাদলি চালাও, তোমাদের মণ্ডলী নিজের ক্ষুদ্র আয়কে বৃহৎ আয়ে পরিণত করিবে কি করিয়া?

সাধু-সজ্জন ও ধর্ম্ম-সঙ্ঘ সম্পর্কে ব্যবসায় এই দেশে বহুকাল নিন্দিত রহিয়াছে। একটা মঠ বা মন্দির যদি একটা ঔষধের দোকান খোলেন বা একজন সাধু-সন্ত যদি একটী পুস্তকের দোকান দেন,

তাহা হইলে এই দেশে তাঁহাদের নিন্দা হয়। নিন্দার সঙ্গত কারণও আছে। ব্যবসায় প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশ্যবৃত্তি। মঠ, মন্দির বা সাধুসন্তদের বৃত্তি হইতেছে ব্রহ্মনিষ্ঠ, ত্যাগী, নিষ্কিঞ্চন যোগী পুরুষের বৃত্তি বা সদ্‌ব্রাহ্মণের বৃত্তি। অতীতে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল ভিক্ষা, সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তনের পর হইতে সন্ন্যাসীরও বৃত্তি হইয়াছে ভিক্ষা। ভিক্ষান্নে অহঙ্কার কমে, বিনয় বাড়ে, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতার বোধ নাশ পায়, উপার্জ্জন করিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে হইলে সময়ের যে অপচয় হয়, তাহা নিবারিত হওয়াতে সাধন-ভজনের সময় বাড়িয়া যায়, ইত্যাদি করিয়া ভিক্ষান্ন-গ্রহণের অনেক গুণ-প্রশংসাও আছে। কিন্তু ভিক্ষান্নে সকলেরই অহঙ্কার কমে না, কাহারও কাহারও বরং বাড়ে। ভিক্ষান্নে সকলেরই বিনয় বাড়ে না, কাহারও কাহারও বরং কমে। ভিক্ষান্নে সকলেরই শ্রেষ্ঠতা-বোধ নাশ পায় না, কাহারও কাহারও মধ্যে বিপরীত ভাবও দৃষ্ট হয়। ভিক্ষাটনকারীরা সকলেই কেবলমাত্র দেহরক্ষার উপযুক্ত অন্নসংগ্রহ হইয়া গেলেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না, কেহ কেহ প্রচুর হইতে প্রচুরতর সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে, পরে তাহা দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করে। ভিক্ষাটনকারীরা সকলেই ভিক্ষা-সংগ্রহ-কালটুকু ব্যতীত বাকী সময়টুকু সুনির্ম্মল ভজন-সাধনেই ব্যয় করে না, অন্য বাজে কাজেও কর্ত্তন করে। সুতরাং যেই পবিত্র হেতুকে আশ্রয় করিয়া ভিক্ষাটনের প্রবর্ত্তন, সেই হেতুর অভাব বশতঃ ভিক্ষান্ন তাহার কৌলীন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

অপর দিকে দেশমধ্যে উপার্জ্জক পুরুষদের সংখ্যা-হ্রাস হইয়াছে,

পরমুখাপেক্ষীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, নানাপ্রকার অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের দরুণ উপার্জ্জকেরাও নিজ নিজ উপার্জ্জন দিয়া সংসারকে সামাল দিতে পারিতেছে না, লোককল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থদানে যাহাদের অকপট অভিলাষ, তাহারাও অভাবের তাড়নায় ইচ্ছাপূরণে অক্ষম হইতেছে। এমতাবস্থায় লোকহিতমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি দেশের সমৃদ্ধিবর্দ্ধক কার্য্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে এবং সেই সম্পদকে যদি সমাজের হিতকল্পেই নিয়োজিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায় বা দোকানদারী বলিয়াই নিন্দা করিতে হইবে, ইহার কোনও সদ্‌যুক্তি নাই।

সুতরাং তোমরা মণ্ডলীর তরফ হইতে যাহা করিয়াছ, সে কাজ অতি উত্তম হইয়াছে, জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৩)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র আমাকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

পাঁচশত মাইল ব্যাপিয়া এক বিরাট ভূখণ্ডের একটীও প্রিয়

জনের বা পরিচিত লোকের কণামাত্র সংবাদ এতগুলি দিন ধরিয়া পাইতেছিলাম না, ইহাতে মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, দল-মত-নিরপেক্ষ ভাবে সকল স্থানের সকলের কুশল জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সংবাদ জানিবার জন্য তোমাকে পত্র দিয়াছিলাম। তুমি চমৎকার বুঝিয়া বসিলে যে, একমাত্র আমার মন্ত্রশিষ্যদের জন্যই আমি ব্যাকুল, অন্যদের সংবাদ জানিবার চেষ্টাটা সম্ভবত আমার ভান, নতুবা বাহ্যিক ভদ্রতা, অন্তরের কিছু নহে। তুমি যেমন বুঝিয়াছ, তেমনই লিখিয়াছ। তোমার বুদ্ধিকে নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া লাভ নাই। তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, দল-মত-নির্ব্বিশেষে তোমরা সকলে কুশলে থাক, সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির পূর্ব্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের প্রকোপ হইতে তোমরা সকলে রক্ষা পাও।

আমার পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলে। আশ্রম-বিশেষের শিষ্য হইবার পরে তুমি তোমার গৃহ হইতে আমার ফটোখানা ছুঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলে। আর আমি দেশব্যাপী অরাজকতার জনরব শুনিয়া বিহ্বল হইয়া প্রায় সকলের আগে তোমারই কুশল জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তোমার, তোমার পরিচিত-বর্গের, আমার জানিত-অজানিত সকলের সংবাদ জানিবার জন্য পত্র দেই। আমার ফটো ফেলিয়া দিয়া তুমি আমার প্রিয় হইয়াছিলে, অপ্রিয় হও নাই। যে আমাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে, সাহসের জন্য সে আমার আদরণীয়। তারই জন্য আমি প্রায় সকলের আগে তোমার কুশল জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, তোমাকে পত্র দিয়াছি।

অনেক সাধুর সঙ্গ করিয়াছ কিন্তু কাহারও শিষ্য হও নাই। পরিশেষে যাঁহার শিষ্য হইলে, তিনি যে মন্ত্র, যে তন্ত্র, যে সাধন তোমাকে দিলেন, তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া চলিতে হইলে গৃহ হইতে বহু জনের ছবি সরাইয়া রাখা তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তোমার নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে ভাল কাজই হইয়াছে। সেই কারণে ঐ সংবাদে আমি এক কণাও অসন্তুষ্ট হই নাই বাবা, এক রতিও বিরক্ত হই নাই। সুখীই হইয়াছি এবং তোমার সাধনে তুমি সিদ্ধ হও, অকপটে মনঃপ্রাণ ভরিয়া সেই আশীর্ব্বাদই করিয়াছি।

তবে, একটা বিষয় বলিবার ছিল, যাহা বলি নাই। অনুবর্ত্তী যেই মত বা পথেরই হও, নিজের ইষ্টে নিষ্ঠা রাখিবার প্রয়োজনের মধ্যে যেন অপরের মত-পথের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণের অবসর না থাকে। শত শত ধর্ম্মমত ও কর্ম্মপথ জগতে থাকিবেই। এই বিচিত্রতাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তুমি একটা মতকে আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া অন্য মত ও পথের প্রতি ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ পোষণ করিবে, এমন শিক্ষা কোনও সৎশিক্ষক কখনও নিশ্চিতই দিবেন না। তোমরা বাঙ্গালী জাতি প্রতিভার অধীশ্বর কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতার বড় বড় কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উর্দ্ধে তুলিয়া নিতে পার নাই। এক একটী মঠ বা আশ্রমের শিষ্য-সংখ্যা বাড়িতেছে আর তাহার ফলে এক এক দল বঙ্গভাষী অন্যান্য দল বঙ্গভাষীর সহিত কলহের নূতন নূতন সূত্র

আবিষ্কার করিতেছে। আমার জীবন-চিত্র "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" তোমাদের সহরে চৌদ্দ দিন ধরিয়া প্রদর্শিত হইবার কালে দেখা গিয়াছে যে, লোকের প্রচারিত সত্যকে যাচাই করিবার দিকে তোমাদের যতটুকু লক্ষ্য বা দৃষ্টি, তার চেয়ে সহস্র গুণ শ্যেননেত্র তোমাদের রহিয়াছে শুধু এই কথাটীর উপরে যে, কোন কার্য্যটী কোন্ আশ্রমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তোমাদের আশ্রমের দ্বারা যে কাজটীর অনুষ্ঠান হইবে, তাহা ষোলকলায়ই ভাল হইবে। অন্যদের আশ্রমের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে হাজার দোষ নিশ্চয়ই থাকিবে। অন্যদের দ্বারা কোনও অনুষ্ঠান হইলে, তাহার সাফল্যে প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে, স্বতঃ, পরতঃ, কথায় বা কাজে বাধা দিতেই হইবে। তোমরা রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের জন্য গৌরব বোধ কর, কিন্তু দীক্ষাসূত্রে আশ্রম বা মঠ-বিশেষের প্রতি আনুগত্যের অনুশীলন করিতে গিয়া অন্তরের ভিতরে এত সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়া থাক যে, এক বঙ্গভাষী অপর বঙ্গভাষীকে শত্রু বলিয়া মনে কর। তোমার মঠের শিষ্য না হইলে প্রতিবেশী বঙ্গভাষী তাহার বিপদে আপদে তোমার কেহই নহে। আমার মনে হয়, এই সম্পর্কে তোমাদের মনের যে দৈন্য রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা সেই মঠের আচার্য্যদেরই আগে করা উচিত, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যেই মঠের তুমি শিষ্য হইয়াছ।

সকল মঠ বা সকল আশ্রমের প্রতিই আমার মনোভাব সমান। আমার দৃষ্টিতে, ইঁহাদের প্রত্যেকেই পরমেশ্বরের ভজন প্রসারে সহায়তা

করিতেছেন, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ইঁহারা সকলেই বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথে টানিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছেন। একাকী কোনও একটী ব্যক্তি বা একটী সঙ্ঘ দ্বারা জগতের সর্ব্বজীবের পূর্ণ কুশল বিধান সম্ভব নহে বলিয়া এক এক মতবাদের প্রচারকেরা চিন্তাজগতের এক এক প্রকার অধিবাসীর জন্য এক এক রকম পথ প্রদর্শন করিতেছেন। একের কার্য্য অপরের কার্য্যের অনুপূরণ করিতেছে। ইহাই আমার বিচার। সুতরাং আমি আমার প্রতিটি শিষ্যকেই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি যথাসম্ভব পরিহার করিতে এবং নিজ ইষ্টনিষ্ঠার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজন-সহিষ্ণু ও সর্ব্বমতে সমদর্শী হইতে উপদেশ দিয়া থাকি। সম্প্রদায়-বিস্তারের দ্বারা ত্রিভুবনের সকলকে নিজ মতে টানিয়া আনিব, এই জাতীয় বুদ্ধি আমার নাই। এজন্যই এই উপদেশ দিতে সমর্থ হইয়া থাকি। সম্প্রদায়-বিস্তারের বুদ্ধি থাকিলে এমন দিলখোলা উপদেশ দিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

তোমরা এখন অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপন্ন। কেহ বা প্রতিবেশীর গৃহে আগুন দেখিয়া শঙ্কিত, কেহ বা গৃহ ছাড়িয়া অদূরবর্ত্তী কোনও জঙ্গলে সপরিবারে আত্মোগোপনে চেষ্টিত। একটী অমানুষিক উৎপীড়নের মুখে পড়িয়া যেই সময়ে তোমরা কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়, উপদেশ দিবার পক্ষে তাহা সুসময় নহে। কিন্তু এই বিপদের মুখেও আজ তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন আছে যে, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট আশ্রম বা মঠের শিষ্যত্বে যাহাতে মানুষ হিসাবে মানুষের সহিত মিলন-বন্ধন রচনায় ব্যাঘাত না সৃষ্টি করে, এমন সদুপায়ের অনুশীলন করিতে

হইবে। আজিকার বিপদে তোমরা সকলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে, ইহা নহে। এই জাতীয় বিপদ এইবারই শেষবারের মত তোমাদের কাছে দেখা দিয়া বিদায় নিতেছে, তাহাও না হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যখন দলে দলে পলাইয়া আসিয়াছিলে, তখন যেমন জানিতে না যে, স্বাধীন ভারতবর্ষেরই একটা উল্লেখযোগ্য অংশে পূর্ব্বঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, এখন যখন তোমরা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অনেকে নিজ নিজ মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করিতেছ, তখনও জানিবার উপায় নাই যে, ভবিষ্যতে আরও কি আছে। ভবিষ্যৎ জান না বলিয়াই মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না, যাহা আজ এবং কাল ঘটিয়া গেল, তাহা কিছুকাল পরে পুনরায় ঘটিতে পারে না। এগুলি অতি সাধারণ বিচারের কথা, ইহা বুঝিবার জন্য প্রখর বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

যে বিপদের মধ্যে তোমরা পড়িয়াছ, প্রার্থনা করি, তাহা অচিরকালমধ্যেই দূর হইয়া যাউক। আরও প্রার্থনা করি যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটী মানুষের সহিত প্রতিটি মানুষের যাবতীয় আদানপ্রদান মানুষ হিসাবেই হউক, কে কোন্ বর্ণের, কে কোন্ গোত্রের, কে কোন্ বংশের, কে কোন্ দেশের কে কোন্ ভাষাভাষী, কে কোন্ পথ্যাহারী, কে কোন্ বেশধারী, কে কোন্ ধর্ম্মপথাশ্রয়ী, সেই হিসাব গৌণ হইয়া যাউক।

আমার এই পত্রের একটী অক্ষরেও রুষ্ট হইও না বাবা। মনে করিয়া বসিও না যে, এতদিন ধরিয়া আমার পিছনে হাটিয়াও আমার

শিষ্য হইলে না বলিয়া রাগ করিয়া অসময়ে এই পত্রাঘাত করিয়া তোমাকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য লেখনী ধরিয়াছি। বড়ই সুবুদ্ধি লইয়া প্রত্যেকটী অক্ষর লিখিয়াছি। আমার উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝিও না।

পত্র পাওয়া মাত্র তোমাদের সকলের কুশল সংবাদ দিবে। চারিদিকের সকলে কে কেমন আছে জানাইবে। শিষ্য-অশিষ্য-নির্ব্বিশেষে আমি তোমাদের সকলের জন্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নিরাপদ্দীর্ঘজীবী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

৪ঠা, শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্র পাইবার জন্য তোমরা বড় বেশী ব্যস্ত হও মা। এত ব্যস্ততা ভাল নয়। এক একখানা পত্র ত' লিখি না মা, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ধ্যান করি, তোমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কথা অন্তরের ধূনির আগুনে দেখিবার চেষ্টা করি, তোমাদের পরম কুশল ও চরম সার্থকতার জন্য প্রতিটী অক্ষরের সহিত হৃৎপিণ্ডের শোণিতবিন্দু ঢালিয়া দেই। ত্যাগ ছাড়া ত' প্রেম হয় না মা। আমি তোমাদের

প্রেমিক গুরু, আমি নিয়ত তোমাদের জন্য নিজেকে পূজামণ্ডপের প্রদীপের সলিতাটুকুর মত দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া তোমাদিগকে স্নেহের আলো, আশিসের আলো, জ্ঞানের আলো বিলাই। কথাগুলি ভাল করিয়া ভাবিলে বিশ্বাস করিতে পারিবে। এগুলি কবি-কল্পনার উচ্ছ্বাস-বাণী নয়।

চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ তোমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। একবার নোয়াখালিতে অনুরূপ বিপদে তোমরা পড়িয়াছিলে। তখন আমি স্থির থাকিতে পারি নাই। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ শরীর লইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম, নোয়াখালীর অভ্যন্তরে। জীবনের মায়া করি নাই, ভয়কে কোনও কৌলীন্য দেই নাই, প্রাণকে কোনও মূল্য দেই নাই।

চেষ্টা করিয়া, যত্ন করিয়া, কৌশল করিয়া, একপ্রকার জোর করিয়া যখন শ্রীহট্টকে ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছিল, তখন তোমদেরই ভাবী কালের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া—দূরদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়া—আসামের সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম নেতৃস্থানীয়দের বুঝাইতে,—"পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের জন্য শ্রীহট্ট মস্তবড় এক আশ্রয় হইতে পারে, এই আশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিয়া তোমরা ভাবী সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিও না।" সেদিনও জীবন আমার নিরাপদ ছিল না।

তোমাদের কথাই নিরন্তর ভাবিতেছি মা, তোমাদের চিন্তাই করিতেছি। পরমেশ্বরের চরণে সেই অপার প্রেমভিক্ষা মাগিতেছি, যাহা থাকিলে পৌরুষকে স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত করা যায়, কোমলতাকে পৌরুষে প্রদীপ্ত করা যায়। একটা সমগ্র জাতির দুর্ভাগ্য কেবল

মুখের কথায় দূর হইতে পারে না, পরমুখাপেক্ষা দ্বারাও নহে। প্রেমের বলে ত্যাগের শক্তি জাগাইতে হয়, ত্যাগের বলে প্রেমের প্রতাপ বাড়াইতে হয়, সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বকুশল আহরণ করিতে হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসেই ইহা সম্ভব। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৫)

ওঁশ্রীগুরু মুসূরী

৪ঠা, শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশে নির্জ্জন স্থানে মুষ্টিমেয় দুই চারিজন বঙ্গভাষী লইয়া রাজ্যব্যাপী অরাজকতার সময়ে তোমরা কে কেমন ভাবে অবস্থান করিতেছ, ভাবিয়া আকুল হইতেছি। দশ বারোটি বৎসরের মধ্যে তোমরা কত ভাবে কত বার যে বাস্তুহারা ও সর্ব্বস্বান্ত হইলে, তাহা ভাবিলে চখে জল আসে। তোমরা বাঁচিয়া আছ না মরিয়া গিয়াছ, শুধু এই সংবাদটুকু জানিবার জন্যই তোমাদের আত্মীয়-পরিজনেরা, তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনেরা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছে। এই পত্র তোমাদের কাছে পৌঁছিবে কিনা, জানিনা। যদি পৌঁছে, তবে ভাগ্য মনে করিব। দুঃখ তোমাদের যতই হউক,

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

লাঞ্ছনা যদি সীমাহীনও হইয়া থাকে, তোমরা মা ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না। মানুষের কাছে বিচার প্রার্থনা করিয়াও হয়ত লাভ নাই। এযুগের নেতৃস্থলাভিষিক্ত বড় বড় মানুষেরাও স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কথা বলে ও কাজ করে, বিবেকের পানে তাকায় না। তোমরা ক্ষণচঞ্চল মানুষের দেওয়া আশ্বাসে বিশ্বাস করিও না, বিশ্বাস কর ভগবানে। ভগবদ্বিশ্বাস হইতে অসীম শক্তি উৎসারিত হইবে, অসীম সামর্থ্য উপজিবে। জীবিত বা মৃত সর্ব্বাবস্থাতে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া চলিবে, ইহাই পণ কর। ভগবানের আশ্রয় লইলে সাহস আসে, সাহস আসিলে সত্যানুসরণ সহজ হয়। প্রাণ-ভয়ে সত্যপথ বর্জ্জন হইতেই ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির সমূহ বিপদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভয় বিসর্জ্জন দিতে পারিলে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দুরে সরিয়া যায়, বিপত্তি কমিয়া যায়, নিদারুণ শত্রুও বন্ধু হয়, আসিয়া হাসিতে হাসিতে সখ্য-স্থাপন করে। বিপদরে মুখে উপদেশ মূল্যহীন, প্রয়োজন প্রতীকার। সাহসীরাই প্রতিকার পায়, ভীরু কাপুরুষেরা নহে। ঈশ্বর-প্রেম সর্ব্বজীবে প্রেম দেয়, তাই কাপুরুষতা নিবারণ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

।। দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত ।।